সালাফদের জীবনকথা

শাইখ আব্দুল আযীয | শাইখ বাহাউদ্দীন উকাইল

প্রকাশকের ভাবনা

মুসলিমদের আলাদা বৈশিষ্ট্য হলো এই—তাদের জীবনের ছোট থেকে বড়, ক্ষুদ্র থেকে বিশাল—সকল ব্যাপারেই কুরআন এবং সুন্নাহ'য় পথ-নির্দেশিকা বিদ্যমান। একজন মুসলিমের ঘুম থেকে জাগরণের পর পুনরায় ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত সকল অবস্থায় তার আচার-আচরণ, তার চলাফেরা, তার জীবন-কর্ম-পদ্ধতি কেমন হবে—তা সুস্পষ্ট এবং সাবলীলভাবে বর্ণনা করে কুরআন এবং সুন্নাহ। বস্তুত, ইসলাম এসেছে মানুষের জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধনের লক্ষ্যে। তাদের দুনিয়ার জীবনকে পরিবর্তন করে আখিরাতের জীবনের অপার সুখ এবং সমৃদ্ধিলাভের খতিয়ান নিয়েই কুরআনের আগমন। কুরআনকে আমরা নিজেদের জীবনে কীভাবে এবং কীরূপে প্রতিফলিত করব সেই পাঠ আমাদের দিয়ে গেছেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তার ওপরেই নাজিল হয়েছে মহাপবিত্র এই গ্রন্থ। সাথে আমাদের জন্য তিনি রেখে গেছেন তার অনুপম আদর্শিক জীবন—সুন্নাহ। ঐশী গ্রন্থ 'আল-কুরআন' এবং নববী জীবন-পদ্ধতির রূপরেখা 'সুন্নাহ'-কে আঁকড়ে ধরে জীবন সাজাতে পারলে তবেই একজন মুসলিমের জীবন সার্থক।

কুরআন এবং সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করার উত্তম নজির পাওয়া যায় আমাদের সোনালি প্রজন্মের মধ্যে। আমাদের সোনালি তিন প্রজন্ম হলো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম, তাদের পরবর্তী প্রজন্ম অর্থাৎ, সম্মানিত তাবিয়ীগণ এবং তাদের পরের প্রজন্ম

অর্থাৎ, মহান তাবে-তাবিয়ীগণ। এই তিন সোনালি প্রজন্মের মানুষগুলো আমাদের হাতে-কলমে শিখিয়ে গেছেন—কীভাবে ইসলাম, কুরআন এবং সুন্নাহকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হয়। নববী আখলাক, নববী জীবন এবং কর্মপদ্ধতি, নববী শিষ্টাচার ইত্যাদির সুনিপুণ সমন্বয়ে তারা পার করেছেন তাদের মহান জীবন। সেই সাথে পরবর্তীদের জন্য রেখে গেছেন উত্তম আদর্শ, উত্তম নজির, উত্তম উদাহরণ। তাদের দেখানো পথে, তাদের জীবন থেকে পাথেয় সংগ্রহ করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়ার রসদ তারা মজুদ করে গেছেন আমাদের জন্য। পৃথিবীতে যত মানুষের আবির্ভাব ঘটবে, তাদের সকলের জন্য।

দুঃখজনক হলেও সত্য, আজকের পৃথিবীতে আমরা তথাকথিত আধুনিকতা এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার ছোঁয়া পেয়ে ভুলতে বসেছি আমাদের সোনালি অতীতের কথা। আমাদের সোনালি যুগের, সোনালি সময়ের, সোনার মানুষগুলোর জীবনপদ্ধতি থেকে আজ আমরা যোজন যোজন দূরত্বে। আজকে আমাদের কাছে পৃথিবীটাই মুখ্য। এর বাইরের বাকিসব গৌণ। অথচ, সালাফে-সালেহীন তথা আমাদের সোনালি প্রজন্মের মানুষগুলোর জীবনের দিকে তাকালে আমরা দেখি, এই জীবনকে তারা একটা নিছক সফর, অস্থায়ী একটা কাফেলা ব্যতীত বেশি কিছু ভাবতেনই না। তারা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন আখিরাতের অনন্ত জীবনকে। পৃথিবী-লাভের দৌঁড়ে আমরা এত বেশিই নিমগ্ন, এত বেশিই বিভোর যে, আখিরাতের কথা স্মরণ করার সময়টুকু পর্যন্ত আজ আমাদের হয় না। অথচ, কথা ছিল, আমরা আমাদের পূর্বসূরিদের চিন্তার, তাদের চরিত্রের, তাদের সুমহান জীবনের ধারকবাহক হবো। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পরম যত্নে পৌঁছে দেব তাদের জীবনাচার। কিন্তু হায়, তাদের শিক্ষা, তাদের জীবন, তাদের চরিত্র থেকে আজ আমরা কতই না দূরে। তারা যদি আজ আমাদের মতো মুসলিমদের দেখতে পেতেন, তাহলে কী ভাবতেন? এজন্যেই ইমাম হাসান আল-বাসরী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা যদি সাহাবীদের দেখতে তাহলে বলতে 'পাগল', আর সাহাবীরা তোমাদের দেখলে মুসলিমই ভাবতেন না।' সত্যিই তাই। তাদের জীবন আর আমাদের জীবন আলোকবর্ষ দূরত্বের পার্থক্য যেন!

সালাফদের জীবনকথা বইটি আরবী *আইনা নাহনু মিন আখলাকিস সালাফ* বইয়ের অনুবাদ। আমাদের পূর্ববর্তী সোনালি প্রজন্মের মানুষগুলো কেমন ছিলেন, তাদের আখলাক, শিষ্টাচার, তাদের কথাবার্তা, তাদের খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা, জ্ঞানার্জনসহ সার্বিক জীবনপদ্ধতি কেমন ছিল—তার সারনির্যাস তুলে ধরা হয়েছে চমৎকার এই বইটিতে। আমাদের সালাফে-সালেহীনদের জীবনযাপনের এক গভীর চিত্র চিত্রায়িত

করা আছে বইটিতে। তাদের জীবনের সাথে আমাদের জীবনের দূরত্ব কেমন—তা এই বই পড়লে যেকোনো পাঠক সহজে অনুধাবন করতে পারবে, ইন শা আল্লাহ।

আমরা যারা ডুবে আছি অবাধ্যতার মাঝে, যাদের জীবন আবর্তিত হয় দুনিয়াকে কেন্দ্র করে, যারা কেন্দ্রে ফিরতে চেয়েও সঠিক পথ-নির্দেশ, সঠিক দিক-নির্দেশনার অভাবে ঘুরপাক খাচ্ছি মায়ার ঘূর্ণিজালে—তাদের জন্য এই বইটি অবশ্য পাঠ্য বলে মনে করি। উম্মাহর সোনালি যুগের মানুষগুলোর জীবন-পদ্ধতিকে অনুসরণ করে চলতে পারলেই চূড়ান্ত বিজয়। চূড়ান্ত মুক্তি। সেই বিজয়ের পথে একটুকরো আলো হতে, সেই মুক্তির সংগ্রামে দিশারী হতে এই বইটি সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। বিস্মৃত, ভুলে নিমগ্ন পথিকদের জীবনের সঠিক ধারায় ফিরে আসার মহান প্রচেষ্টায় এই বইটি যদি একটুও কাজে লাগে, তাহলেই সমকালীন প্রকাশনের চেষ্টা সার্থক হবে, ইন শা আল্লাহ।

প্রকাশক

সমকালীন প্রকাশন
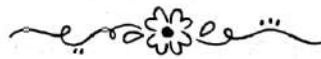
সম্পাদকের ভাবনা

মহান আল্লাহ সৃষ্টির আদিতেই আমাদেরকে শান্তি, প্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে অভিন্ন এক রজ্জুতে আবদ্ধ করতে চেয়েছেন। তাই ঘোষণা করেছেন—

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু আঁকড়ে ধরো। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।[১]

এই আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, আমাদেরকে সবসময় আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত নীতি ও বিধান মেনে চলতে হবে; চেতনা ও আদর্শ ধারণ করতে হবে এবং এটাকেই শান্তি, প্রগতি ও সমৃদ্ধির পাথেয় বলে বিশ্বাস করতে হবে।

এই রজ্জু আঁকড়ে ধরার সুফল বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

❝

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

আমি তোমাদের মাঝে দুটি বিষয় রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা এ দুটি বিষয় আঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা পথচ্যুত হবে না। এক. কিতাবুল্লাহ। দুই. সুন্নাতু রাসূলিল্লাহ।[২]

---

[১] সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১০৩

[২] *সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা,* হাদীস : ৪/২৬০

উপর্যুক্ত হাদীসেও এ কথা স্পষ্ট যে, হিদায়াত ও সফলতার এবং শান্তি ও সমৃদ্ধির একমাত্র পথ হলো কুরআন ও সুন্নাহ। কাজেই আমরা যতদিন এই দুটি বিষয় মেনে চলতে পারব, ততদিন কল্যাণ ও সফলতার পথে আমাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে। অপর দিকে যখনই আমরা এ দুটির কোনো একটি উপেক্ষা করব, সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবো এবং সফলতার পথ থেকে বিচ্যুত হবো।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো—আমরা কীভাবে আল্লাহর রজ্জু আঁকড়ে ধরব? কীভাবে কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করব? কোন পথে সফলতার শীর্ষ চূড়ায় আরোহণ করব এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে কাদেরকে এক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করব?

আমাদের এই অব্যক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

“

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

শ্রেষ্ঠ মানুষ হলো আমার কালের মানুষ; তারপর তাদের অব্যবহিত পরে যারা আসবে, তারা। তারপর তাদের অব্যবহিত পরে যারা আসবে, তারা।[১]

এই হাদীসে যাদেরকে কল্যাণময় কালের অধিবাসী বলে অভিহিত করা হয়েছে, তারাই হলো আমাদের পূর্ববর্তী মহান সালাফ। অতএব, দুনিয়া ও আখিরাতের সার্বিক কল্যাণ ও সফলতা পেতে হলে, তাদেরকেই আদর্শ হিসেবে মানতে হবে। তারা যেভাবে আল্লাহর রজ্জু আঁকড়ে ধরেছেন, আমাদেরকেও ঠিক সেভাবেই আঁকড়ে ধরতে হবে। তারা যেভাবে কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণ করেছেন, আমাদেরকেও ঠিক সেভাবেই অনুসরণ করতে হবে।

এই কথাটি ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ ব্যক্ত করেছেন এভাবে—

لَا يَصْلُحَ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ إِلاَّ بِمَا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهَا

এই উম্মাহর পরবর্তী প্রজন্ম ওই পথেই সংশোধিত ও কল্যাণপ্রাপ্ত হবে, যে-পথে তাদের পূর্ববর্তী প্রজন্ম সংশোধিত ও কল্যাণপ্রাপ্ত হয়েছে।[২]

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ২৬৫১; *সহীহ মুসলিম* : ২৫৩৫

[২] *ইকতিযাউস সিরাত লি ইবনি তাইমিয়া*, পৃষ্ঠা : ৩৬৭, *মাজমুউল ফাতাওয়া*, ২০/৩৭৫

মোটকথা, পূর্বোক্ত আয়াত, হাদীস এবং আসার থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, মহান আল্লাহ এবং তার রাসূল আমাদেরকে গোষ্ঠি ও প্রজন্মের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করে সর্বজনীন চেতনা ও সর্বকালীন আদর্শে উজ্জীবিত করতে চান; প্রজন্ম পরম্পরায় ঐক্য, শান্তি, প্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে অভিন্ন এক রজ্জুতে আবদ্ধ করতে চান; এভাবে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্গে সুদৃঢ় একটি বন্ধন তৈরি করে আমাদেরকে সর্বজনীন ও সর্বকালীন কল্যাণ-ধারায় প্রবাহিত করতে চান।

সালাফদের জীবনকথা বইটি সেই প্রাচীন ধারায় নতুন ও অর্থবহ একটি সংযোজন। পাঠক বইটিতে সোনালি একটি সূত্র এবং প্রজন্ম পরম্পরায় আগত সুদৃঢ় একটি রজ্জুর সন্ধান পাবেন। সেই সূত্র ও রজ্জু আঁকড়ে ধরে নিজেকে কল্যাণ-ধারায় প্রবাহিত করা পাঠকের অবশ্য কর্তব্য।

অনুবাদকের অনুকথা

আলহামদু লিল্লাহ। সীমাহীন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি, যিনি আমাদের মানুষরূপে সৃষ্টি করেছেন। ভাব প্রকাশের সামর্থ্য দিয়েছেন। কলমকে বানিয়েছেন তার মাধ্যম এবং যিনি তাঁর ঐশীগ্রন্থে কলমের শপথ করেছেন। কলমের মাহাত্ম্য ফুটিয়ে তুলে বলেছেন—

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤

পড়ো, আর তোমার প্রভু মহামহিম। যিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে।[১]

এই কলমের 'কলোনি'তে আরো একবার টুটাফাটা অবদান রাখার তাওফিক দিয়েছেন বলে আবারও সেই মহামহিমের প্রতি বুক ভরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি— আলহামদু লিল্লাহ।

সালাফ শব্দের অর্থ পূর্বসূরি। এর বহুবচন হলো আসলাফ। মুসলিম পরিমহলে 'সালাফ' বলতে বুঝানো হয় ইসলামের প্রথম তিন যুগের অনুসৃত ব্যক্তিগণকে। আমরা যাদের সাহাবী, তাবিয়ী ও তাবে-তাবিয়ী হিসেবে জানি। এই তিন যুগের ব্যাপারে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম এর পবিত্র উচ্চারণ— 'আমার উম্মাতের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ হলো আমার যুগ। অতঃপর তৎপরবর্তী যুগ। অতঃপর তৎপরবর্তী

[১] সূরা আলাক, আয়াত : ৩-৪

যুগ...'[১] সেই সালাফগণের চমকপ্রদ কিছু ঘটনাবলি দিয়ে সাজানো আলোচ্য বইটি।

মূল বইটির নাম *আইনা নাহনু মিন আখলাকিস সালাফ*। অর্থাৎ সালাফদের আচার ব্যবহার থেকে আমরা কত দূরে? আমরা যার অনূদিত নাম রেখেছি *সালাফদের জীবনকথা*। এটি একটি সংকলন মাত্র। এ বইয়ের মূল তথ্য-উপাত্ত বিখ্যাত গ্রন্থ *সিয়ারু আলামিন নুবালা* ও *সিফাতুস সাফওয়া* থেকে নেওয়া। বইটিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে- সালাফগণ কীভাবে কথা বলতেন, কীভাবে হাসতেন, কীভাবে অপর ভাইয়ের ভুল শুধরে দিতেন! কেমন ছিল তাদের তাকওয়া ও তাযকিয়া! যুহদ ও জিহাদ! ইলম ও আমল! আচার ও আখলাক! ইমারাত ও ইতাআত (নেতৃত্ব ও আনুগত্য)! দুর্যোগ ও ধৈর্য! মা-বাবা ও বন্ধুদের প্রতি প্রীতি ও সৌজন্য! ফিতনার মোকাবেলা ও সময়ের গুরুত্ব! আরও উঠে এসেছে তাদের সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, মুনাজাত ও ইবাদতের ধরণ! এরকম মোট ২৬ টি শিরোনামে ২৯৩ টি বাস্তব ঘটনা বইটিতে স্থান পেয়েছে। প্রতিটি ঘটনাই হৃদয়স্পর্শী ও গভীর মর্মভেদী। শিক্ষনীয় ও চিন্তনীয়। পুরো বইটি পড়ার পর পাঠক-হৃদয়ে একটি প্রশ্ন ভেসে উঠবেই—

তারা মুসলমান আমরাও তো মুসলমান! আমাদের মতো তারাও রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ; কিন্তু কোথায় তারা আর কোথায় আমরা? তাদের ও আমাদের মাঝে কত তফাৎ! কত ব্যবধান!

আজ চারিত্রিক ও নৈতিক অবক্ষয়ে জর্জরিত পুরো বিশ্ব। উন্নতির নামে আমাদের রথ এখন অবনতির দিকে। মুসলিম সমাজের যে একটা সততা-সভ্যতা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য ছিল, তা একেবারেই পালটে গেছে। আজ মূর্খ শাসক, জ্ঞানী শাসিত। নিরপরাধ বন্দি, অপরাধী মুক্ত। দোস্ত দুশমন, আর দুশমন হলো দোস্ত। চোর এখন প্রহরী, প্রহরীরা চোর। বদলে গেছে সুস্থ রুচিবোধ ও সত্যের মানদণ্ড। বিকৃত হয়ে গেছে আদর্শ ব্যক্তিত্ব ও মুক্তির মূলমন্ত্র। এহেন পরিস্থিতিতে সফল যুগ ও সফল ব্যক্তিদের কিছু কর্ম-কথা, চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য পাঠকের সামনে তুলে ধরা ছিল সময়ের দাবি। একটি আদর্শ প্রকাশনীর জন্য ছিল অপরিহার্য। আশা করি কিছুটা হলেও সমকালীন প্রকাশন তা আঞ্জাম দিতে পেরেছে। এজন্য তাদেরকে মুবারকবাদ।

বইটির শব্দ গাঁথুনি ও বর্ণনাভঙ্গি (আলহামদু লিল্লাহ) এতটাই হৃদয়গ্রাহী যে, চাইলে উপন্যাসের মতো একবসায় পড়ে ফেলা সম্ভব। কিন্তু মনে রাখতে হবে—এটা নিছক

[১] *সহীহ বুখারী* : ৩৬৫০

গল্প-উপন্যাস নয়, বিনোদন মূলক বই নয় যে, একটানে পড়ে শেষ করে বুক-সেল্ফে রেখে দিলাম; বরং এটা বারবার পড়ার বই। অনুশীলনের বই। আমাদের কর্তব্য প্রতিটি অধ্যায় পড়ার পর কিছুটা সময় চিন্তা করা। নিজের চরিত্রে তা বাস্তবায়নের চর্চা ও চেষ্টা করা। এতে করে স্বর্ণযুগের মানুষদের সাথে আমাদের 'দূরত্ব' অনেকটাই ঘুচে যাবে, ইন শা আল্লাহ।

জীবনের এক সংকটময় মুহূর্তে বইটির অনুবাদ কাজ করেছি। তাও দ্রুত। ফলে অস্পষ্টতা ও অদক্ষতার অনেক ধুলোর আস্তর তাতে জট বেঁধেছিল। আঁচড় লেগেছিল নিজের অযোগ্যতারও। তথাপি যারা এর ঘষামাজার কাজ করেছেন, সুখপাঠ্য করে গড়ে তুলেছেন, তাদের প্রতি রইল 'জাযাকাল্লাহু খাইরান'। বিশেষ করে সম্পাদক মুহতারাম আকরাম হোসাইন এবং মুহতারাম আবুল হাসানাত কাসেমীর কথা উল্লেখ না করলেই নয়। তার সম্পাদনার জাদুতে বইটির বর্ণনাভঙ্গি এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যে, পড়লে মনেই হয় না এটা কোনো অনুবাদ!

প্রত্যেক লেখক ও সম্পাদকের সর্বাত্মক চেষ্টা থাকে, তার বইটি যেন নির্ভুল ও নিপুণতার ছোঁয়া নিয়ে প্রকাশিত হয়। কখনও যেন তাতে সংস্কারের ছুরি চালাতে না হয়। তবুও মানুষ অপূর্ণ। তার কাজ অপরিপক্ক। সতর্কতা অপূর্ণাঙ্গ। যে কোনো ভুল-বিচ্যুতি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক বৈকি। অতএব, কোনো প্রকারের অসঙ্গতি ও অসচেতনতার ছাপ যদি কোনো হৃদয়বান পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে প্রকাশনী বরাবর অবগতির জন্য বিনীত অনুরোধ রাখছি, ইন শা আল্লাহ। বরাবরের মতোই আপনি আমাদের সত্য গ্রহণে আন্তরিক পাবেন। পরিশেষে রাব্বে কারীমের দুয়ারে সকাতর মিনতি—এই বইয়ের লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক ও পাঠক এবং এর প্রকাশকাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যারাই অবদান রেখেছেন, আল্লাহ যেন সালাফগণের সাথে তাদের হাশর করেন। তাদের সাথে জান্নাত নসীব করেন এবং যারা 'আমীন' বলবে তাদেরও...

দয়াময়ের করুণাপ্রার্থী

মাসউদ আলিমী

লেখকের কলম থেকে

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার। আমরা তাঁরই স্তুতি বর্ণনা করি। তাঁরই কাছে ক্ষমা ও সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁরই নিকট প্রবৃত্তির অনিষ্ট ও মন্দ আমলের ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

তিনি যাকে হিদায়াতের আলোয় উদ্ভাসিত করেন, তাকে কেউ-ই ভ্রষ্টতার আঁধারে ঠেলে দিতে পারে না। আর যাকে ভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ-ই সরল পথের দিশা দিতে পারে না।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ এক। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার বান্দা ও রাসূল।

পরকথা...

দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তিকামী কোনো মুসলিমের নিকট এ কথা অস্পষ্ট নয় যে, সালাফগণের উপলব্ধি ও বিশ্লেষণিক ধারায় কুরআন-সুন্নাহর পথ আঁকড়ে ধরে থাকাটাই হলো সাফীনাতুন-নাজাহ তথা মুক্তির তরী। আর সত্যান্বেষী জ্ঞানপিপাসু কারও অজানা নয় যে, পরিভাষায় সালাফ বা সালফে সালেহীন বলতে বোঝানো হয়—নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বরকতময় যুগ এবং সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিয়ীদের গৌরবময় যুগের সোনার মানুষগুলোকে।

কিন্তু আফসোসের বিষয় এই যে, সালাফদের মানহাজ তথা কর্মপন্থার গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক সম্পূর্ণ অবহেলিত রয়ে গেছে। আর সেটি হচ্ছে তাদের পরিশীলিত আখলাক-চরিত্র, উন্নত নীতি-নৈতিকতা, মাধুর্যপূর্ণ আচার-ব্যবহার এবং নান্দনিক চাল-চলন। পরবর্তীরা সালাফদের এই মানবিক গুণাবলির গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা ও এগুলোকে তাদের মানহাজ বা কর্মপন্থার ভিত্তিমূলক উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া সত্ত্বেও এগুলোর ব্যাপারে যথাযথ যত্নবান হতে পারেনি।

আর এটা তো সুবিদিত যে, আমরা যখন সালাফদের কর্মপন্থা সম্পর্কে আলোচনা করি, তখন এর দ্বারা কেবল তাদের ইলমী শ্রেষ্ঠত্ব ও জ্ঞানবৈদগ্ধতা-ই উদ্দেশ্য হিসেবে নিই না; বরং তাদের আকীদা-বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা, ইবাদত-দাসত্বের বৈচিত্র্যময়তা, যুহদ-তাকওয়া ও আখলাক-চরিত্রের মাধুর্যও এর অন্তর্ভুক্ত থাকে।

এই শেষ যুগে এসে যদি কেউ সমগ্র আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের জীবনাচার গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে, তবে নিঃসন্দেহে সে সালাফ ও আমাদের মাঝে এক বিশাল ব্যবধান ও ধারাবিচ্যুতি প্রত্যক্ষ করবে এবং এটাও পরখ করবে যে, কারা বেশি বিচ্যুত আর কারা অল্প? কারা বাহ্যিক জ্ঞান ও নীতিকথা বহন করছে আর কারা চারিত্রিক গুণ ও তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আছে!

বর্তমানে একটা বিষয় মানুষের স্বভাবে পরিণত হয়েছে। তা হলো, নিজের বা দাঈ শ্রেণির বন্ধু-বান্ধবদের পক্ষ থেকে সালাফদের আদর্শ ও নীতি-বিরুদ্ধ কোনো কথা, কাজ বা আচরণ প্রকাশ পেলেও তারা কিছু মনে করে না!

অথচ এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় হচ্ছে, কারো সামনে সালাফদের মানহাজ ও কর্মপন্থা পেশ করার সময় তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও ফিকহের পাশাপাশি আখলাক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিকটাও তুলে ধরা।

কেননা কেউ যদি সালাফদের আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ না-করে কেবল তাদের চরিত্র ও নৈতিকতা গ্রহণ করে, তবে তা কস্মিনকালেও স্বীকৃতিযোগ্য হবে না। ঠিক তেমনই, যদি কেউ তাদের আখলাক-চরিত্র ও চলনপদ্ধতি গ্রহণ না-করে কেবল তাদের আকীদা-বিশ্বাস অনুসরণ করে, তবে তাও সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য হবে না।

আমরা যদি বাস্তবিক অর্থেই সালাফদের জীবনধারা গভীরভাবে অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ করি, তবে দেখতে পাব যে, পরিশীলিত আখলাক-চরিত্র, উন্নত নীতি-নৈতিকতা,

মাধুর্যপূর্ণ আচার-ব্যবহার এবং নান্দনিক চাল-চলনের ক্ষেত্রে তারা ছিলেন সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা।

যদি আমরা বিষয়টি সম্যকরূপে অনুধাবন করতে পারি এবং তাদের কর্মপন্থা পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারি, তবে আল্লাহ চাইলে আমাদের জীবন থেকেও সকল দ্বৈতচরিত্র ও বৈরি চিত্রগুলো মিলিয়ে যাবে। তখন আমাদের গোচরে এমন কাউকে পাওয়া যাবে না, যে একই সাথে একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করবে, আল্লাহর পবিত্র নাম ও গুণপঞ্জি স্বীকার করবে; বিদআত নির্মূলে সালাফদের রীতি অনুসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে; আবার পাশাপাশি জুলুম-নির্যাতন, হিংসা-বিদ্বেষ, মিথ্যা, গীবত ও প্রবৃত্তির চাহিদা চরিতার্থ করে সালাফদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে!

অন্যভাবে বলতে গেলে, আমরা যদি সালাফদের এই শাশ্বত পথ ও চিরন্তন ধারা পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তবে আমরা বর্তমানে যে-সকল বৈবাহিক জটিলতা ও পারিবারিক দ্বন্দ্ব-কলহের শিকার হচ্ছি, তা একেবারেই দূর হয়ে যাবে।

সালাফদের কর্মপন্থায় নৈতিক চরিত্রের গুরুত্ব কেমন ছিল—তা অনুধাবন করতে তৎকালীন আলিমগণ কর্তৃক রচিত আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের উসূল ও আকিদা সংক্রান্ত পুস্তকমালা-ই যথেষ্ট। কেননা এ সকল পুস্তকে চরিত্র বিষয়ক আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ *আল-আকীদাতুল ওয়াসিতিয়্যাহ, আল-আকীদাতুত তহাবিয়্যাহ, আকিদাতুস সালাফ ওয়া আসহাবুল হাদীস* এবং এ জাতীয় অন্যান্য গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

ইমাম আস-সাবূনী সালাফদের আকীদার বিবরণ দিতে গিয়ে তদীয় *আকিদাতুস সালাফ ওয়া আসহাবুল হাদীস* গ্রন্থে বলেন, 'তারা একে অপরকে রাত জেগে সালাত আদায়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। কঠিন ও জটিল পরিস্থিতিতেও আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখতে অনুপ্রাণিত করতেন। সালাম বিনিময় ও অন্যকে আহার্য প্রদানের পাশাপাশি হতদরিদ্র, নিঃস্ব ও পিতৃহারা ইয়াতীমদের প্রতি দয়ার্দ্র হতে বলতেন। মুসলিমদের অবস্থা ও পরিস্থিতির প্রতি সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিবাহ-শাদি ইত্যাদির খরচে সংযত হতে এবং সরলতা অবলম্বন করতে উপদেশ দিতেন। কল্যাণ ও পূণ্যময় কাজে প্রতিযোগিতা করতেন। সৎকাজে আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ করতেন।

মোটকথা, সকল প্রকার কল্যাণকর কাজে তৎপর ও সচেষ্ট হতে বলতেন। একে অপরকে সত্যগ্রহণ ও ধৈর্যধারণে অটল থাকতে উদ্বুদ্ধ করতেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ তদীয় *আলআকীদাতুল ওয়াসিতিয়্যাহ* গ্রন্থে বলেন, অতঃপর তারা এ সকল আকীদা পোষণ করার পাশাপাশি শরীয়তের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী সৎকাজের আদেশ দিতেন, অসৎকাজ থেকে বারণ করতেন। সৎ-অসৎ আমীর-উমারাদের নেতৃত্বে হজ, জিহাদ, জুমুআ ও ঈদের সালাত আদায় করাকে বৈধ মনে করতেন। মোটকথা, সকল ক্ষেত্রে জামাআতবদ্ধতা ও ঐক্যের নীতি অনুসরণ করতেন। উম্মাহর কল্যাণকামনাকে দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করতেন এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত বাণী মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন—

“

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য সুদৃঢ় প্রাসাদসম; যার একাংশ অপরাংশকে আঁকড়ে ধরে রাখে।[১]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন—

“

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

মুমিনগণ পারস্পারিক ভালোবাসা, দয়ার্দ্রতা ও সহানুভূতির দিক থেকে একটি মানবদেহের মতো; যখন তার একটি অঙ্গ রোগাক্রান্ত হয় তখন অপর অঙ্গগুলোও জ্বরের প্রকোপ সইতে থাকে এবং নির্ঘুমে কষ্ট অনুভব করতে থাকে।[২]

ইবনু তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, সালাফগণ বিপদে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিতেন। স্বচ্ছলতায় শুকরিয়া আদায় করতে বলতেন। ভাগ্য ও তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশের নির্দেশ দিতেন। উত্তম চরিত্র ও বিশুদ্ধ আমলের প্রতি আহ্বান করতেন

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৪৮১; *সহীহ মুসলিম* : ২৫৮৫

[২] *সহীহ বুখারী* : ৬০১; *সহীহ মুসলিম* : ২৫৮৬

এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই ঘোষণার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখতেন—

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

ঈমানের দিক দিয়ে ওই ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি পরিপূর্ণ যে উন্নত চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতায় পরিপূর্ণ।[১]

এছাড়াও তারা বলতেন—তুমি ওই লোকটার সাথেও সম্পর্ক বজায় রাখবে, যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। ওই স্বার্থপরের জন্যও দানের দুয়ার উন্মুক্ত রাখবে, যে তোমায় বঞ্চিত করে। ওই নিষ্ঠুর লোকটার প্রতিও ক্ষমার আচরণ করবে, যে তোমার প্রতি অবিচার করে।

আর অবশ্যই মা-বাবার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে ও আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখবে। পড়শীদের সাথে অমায়িক ব্যবহার করবে। ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির ও পথিকদের প্রতি দয়ার্দ্র আচরণ করবে। এমনকি দাস-দাসী, অনুগত ও অধীনদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করবে।

অহংকার, আত্মম্ভরিতা, ব্যভিচার ও সৃষ্টজীবের প্রতি অন্যায় সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত থাকবে। উন্নত চরিত্র গঠনের জন্য সদা সচেষ্ট থাকবে। হীনতা ও দীনতা থেকে নিজেকে পবিত্র রাখবে।

মোটকথা, আকীদা-বিশ্বাস, স্বভাব-চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতাও সালাফদের মতাদর্শ ও কর্মপন্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং, এই দ্বিমাত্রিক মতাদর্শ গ্রহণে যে যতটুকু ত্রুটি করবে, সে ততটুকু সালাফদের মতাদর্শ থেকে বিচ্যুত হবে।

মহান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে সালাফদের আমল-আখলাক ও তাদের নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কে সামান্য অনুসন্ধানের সুযোগ হয়েছে আমাদের। যেমন, এ বিষয়ে লিখিত ইমাম যাহাবীর কালজয়ী গ্রন্থ *সিয়ারু আলামিন নুবালা* ও ইমাম ইবনুল জাওযী লিখিত *সিফাতুস সাফওয়া* অধ্যয়ন করার সুযোগ হয়েছে।

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৬৮২; *জামি তিরমিযী* : ১১৬২

ফলে আমাদের মনে হয়েছে, সালাফদের এই বৈচিত্র্যময় নান্দনিক অঙ্গনটা ছোট্ট পরিসরে, সহজ ও সাবলীল ভাষায় প্রকাশ করা খুবই উপকারী ও ফলপ্রসূ হবে। এতে সর্বস্তরের মানুষ তাদের আদর্শ খুঁজে পাবে। সালাফদের উচ্ছল নির্ঝরিণী থেকে আঁজলা ভরে পান করার সুযোগ লাভ করবে, ইন শা আল্লাহ।

উল্লেখ্য যে, সালাফদের বক্তব্য গ্রন্থিত করার ক্ষেত্রে আমরা তাদের মূল ভাষ্যের ওপর নির্ভর করেছি। নিজেদের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার পাদটীকা সংযোজন করিনি। ফলে ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে বক্ষমাণ বইটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা লাভ করেছে।

অবশ্য সঙ্গত কারণেই আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে বিষয়বস্তুর শিরোনামগুলো যুক্ত করেছি। কিছু শব্দের অর্থ স্পষ্ট করে দিয়েছি এবং টীকায় আয়াত ও হাদীসসমূহের রেফারেন্স যোগ করেছি। পাশাপাশি এসমস্ত বাণী *সিয়ারু আলামিন নুবালা* ও *সিফাতুস সাফওয়া*-এর কোথায় কোথায় আছে, তাও উল্লেখ করে দিয়েছি।

আমরা এই বইটিতে সালাফদের সকল বাণী সংযুক্ত করিনি; বরং কেবল ওই সকল বাণীই চয়ন করেছি, যেগুলো সালাফদের শ্রেষ্ঠ ভাষ্য হিসেবে সমাদৃত। তাছাড়া তাদের উপদেশমূলক সমস্ত বাণী ও বক্তব্য একত্র করা সম্ভবও নয়! কারণ, অল্প কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে তাদের জীবনের তাবৎ বাণী ও বক্তব্যই নাসীহার সুগভীর উৎস।

আর প্রকৃত ভাগ্যবান তো সে, যে অল্প কথায়ই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথি-সঙ্গিদের মতাদর্শ ও কর্মপন্থা অবলম্বনে উৎসাহিত ও বদ্ধপরিকর হয়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট কামনা, তিনি যেন এই বইয়ের মাধ্যমে লেখক, সংকলক, টীকাকার, পাঠক ও সহযোগী সকলকে উপকৃত করেন।

সবশেষে বলে রাখছি, বক্ষমাণ বইয়ে আমরা যে-সকল বিষয় আলোচনা করেছি, সেগুলো শরীয়তের বিশাল ভান্ডারের যৎসামান্য একটি অংশ। বইটিতে আমরা কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতির পাশাপাশি সাহাবী ও তাবিয়ীগণের এমন সব ঘটনাও উল্লেখ করেছি, যেগুলো আত্মশুদ্ধি ও জীবনাচার পরিবর্তনে কার্যকার ভূমিকা রাখবে, ইন শা আল্লাহ।

শাইখ আব্দুল আযীয ইবনু নাসির আল-জালীল,

শাইখ বাহাউদ্দীন উকাইল।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

সালাফগণের সততা ও নিষ্ঠা

এক

বকর ইবনু মায়িয রাহিমাহুল্লাহ বলেন, বিখ্যাত তাবিয়ী রাবী' ইবনু খুসাইমকে একবারের বেশি কখনই তার এলাকার মসজিদে নফল সালাত আদায় করতে দেখা যায়নি![১]

দুই

সুফিয়ান আস-সাওরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাকে রাবী' ইবনু খুসাইমের দাসি বলেছেন, রাবী' ইবনু খুসাইম সকল আমল গোপনে করতেন। এমনকি তিনি কুরআন তিলাওয়াত করার সময় কেউ তার সাক্ষাতে এলে তিনি তৎক্ষণাৎ পরনের কাপড় দিয়ে কুরআন ঢেকে ফেলতেন; যেন লৌকিকতার ব্যাধিতে তিনি আক্রান্ত না হন এবং তার প্রতি সাক্ষাৎপ্রার্থীর সুধারণা না জন্মে।[২]

---

[১] *সিফাতুস সাফওয়া* : ৩/৬১

[২] *সিফাতুস সাফওয়া* : ৩/৬১

তিন

মুনযির রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, রাবী' ইবনু খুসাইম রাহিমাহুল্লাহ বলেন—যে আমল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয় না, তা কোনো কাজে আসে না। (সাময়িক কিছু ফলাফল দেখা গেলেও প্রয়োজনের সময় তার কোনো কার্যকারিতা থাকে না।)[১]

চার

আবু হামযা আস-সুমালী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আলী ইবনুল হুসাইন রাহিমাহুল্লাহ রাতে রুটি-ভর্তি ঝুলি পিঠে নিয়ে লোকালয়ে বের হতেন। সেগুলো গরীবদের মাঝে বিতরণ করতেন আর বলতেন, নিশ্চয় গোপন দান আল্লাহর ক্রোধাগ্নি নির্বাপিত করে।

উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত উদ্ধৃতির—'নিশ্চয় গোপন দান আল্লাহর ক্রোধাগ্নি নির্বাপিত করে'—অংশটি মূলত হাদীসের ভাষ্য। বিভিন্ন সনদে হাদীসটি মারফূ হিসেবে প্রমাণিত। তবে এর একটি সনদও পুরোপুরি ত্রুটিমুক্ত নয়। আলবানী রাহিমাহুল্লাহ এই হাদীসের সকল সনদ একত্র করে একে সহীহ বলেছেন।[২]

পাঁচ

আমর ইবনু সাবিত রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আলী ইবনুল হুসাইন রাহিমাহুল্লাহর ইন্তিকালের পর লোকেরা তাকে গোসল দিতে গিয়ে দেখে, তার পিঠ জুড়ে শুধু কালো দাগ আর কালো দাগ। তারা উপস্থিত লোকদের এই দাগের কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, তিনি রাতের বেলা আটার বস্তা পিঠে নিয়ে মদীনার অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়াতেন এবং গরীবদের মাঝে তা বিলিয়ে দিতেন। অনবরত এই বস্তা বহনের কারণেই তার পিঠে কালো দাগ পড়ে গেছে।[৩]

---

[১] *সিফাতুস সাফওয়া* : ৩/৬১

[২] *আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ* : ১৯০৮; *সিফাতুস সাফওয়া* : ২/৯৬

[৩] *সিফাতুস সাফওয়া* : ২/৯৬

ছয়

ইবনু আয়িশা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—'আমার পিতা বলেছেন, আমি মদীনার অধিবাসীদের বলতে শুনেছি, আলী ইবনুল হুসাইন রাহিমাহুল্লাহর মৃত্যুর পর আমরা গোপন সাদাকার ব্যাপারটি প্রায় হারিয়ে ফেলেছি।'[১][২]

সাত

আবু আইয়ুব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একদিন আবু মালিক আমাকে বললেন, আবু আইয়ুব, নফসের ব্যাপারে সতর্ক থেকো। আমি মনে করি, দুনিয়ায় মুমিনের দুশ্চিন্তা কখনই শেষ হবার নয়। আল্লাহর কসম! আখিরাত যদি মুমিনের জন্য প্রভূত কল্যাণ ও আনন্দ বয়ে না আনে তাহলে সে দুটি সংকটে নিপতিত হবে—**এক.** দুনিয়ার দুশ্চিন্তা, **দুই.** আখিরাতের কষ্ট।

আবু আইয়ুব বলেন, আমি বললাম, আমার পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক! আচ্ছা, আখিরাত মুমিনের জন্য কেন কল্যাণ বয়ে আনবে না? সে তো জীবদ্দশায় অনেক কষ্ট ও প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়েও মহান আল্লাহর ইবাদত করে! আবু মালিক বললেন, আবু আইয়ুব, সেটা তো বুঝলাম; কিন্তু তার আমলগুলো আল্লাহর কাছে কবুল হচ্ছে কি না—তার কি কোনো নিশ্চয়তা আছে? যদি না থাকে, তাহলে সে কীভাবে আখিরাতের কল্যাণ ও নিরাপত্তা লাভ করবে?

তারপর তিনি আরও বললেন, দুনিয়ায় এমন কত মানুষই তো আছে, যারা মনে করে, তারা আত্মার সংশোধন করে ফেলেছে, নিষ্ঠার সঙ্গে মহান আল্লাহর হাতে নিজেদের সঁপে দিয়েছে, নিজেদের সংকল্প পরিশুদ্ধ করেছে এবং বিশুদ্ধভাবে আমল করেছে—অথচ কিয়ামতের দিন দেখা যাবে, নিষ্ঠার অভাবের কারণে তাদের সমস্ত আমল একত্র করে তাদের মুখের ওপরে ছুড়ে মারা হবে।[৩]

---

[১] অর্থাৎ তিনি গোপনে দান করতেন। তার পরে আর কেউ তেমন গোপন দান করত না।

[২] *সিফাতুস সাফওয়া* : ২/৯৬

[৩] *সিফাতুস সাফওয়া* : ৩/৩৬০

আট

হাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আইয়ুব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি একশ্রেণির মানুষ দেখেছি, যারা কথায় কথায় বলে, 'যদি ভাগ্যে থাকে তাহলে হবে।' তাদের এ কথার উদ্দেশ্য যদি হয় দুনিয়াবিমুখতা, তাহলে তাদের উচিত হবে, আল্লাহকে ভয় করা এবং এদিকে লক্ষ্য রাখা যে, তাদের দুনিয়াবিমুখতা যেন কিছুতেই পরিবার ও সাধারণ মানুষের কষ্টের কারণ না হয়। অর্থাৎ তাদের দুনিয়াবিমুখ চলাফেরা, জীবন-যাপন ও কাজ-কর্মের কারণে যেন অন্যরা কষ্টের মুখোমুখি না হয়। অতএব, দুনিয়াবিমুখতা প্রকাশ করার চেয়ে গোপন রাখাই উত্তম।[১]

নয়

জাফর ইবনু বুরকান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইউনুস ইবনু উবাইদ রাহিমাহুল্লাহর সততা, নিষ্ঠা, ধার্মিকতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সুবিদিত ছিল। তাই আমি একদিন তার কাছে এই মর্মে পত্র প্রেরণ করি যে—

প্রিয় ভাই, আমি আপনার সততা, নিষ্ঠা ও ধার্মিকতা সম্পর্কে জানতে পেরেছি। তাই আপনার কাছে এই পত্রটি লিখতে উৎসাহিত হয়েছি। আশা করছি, পত্রের উত্তরে আপনি আমাকে আপনার দ্বীনী অবস্থা সম্পর্কে লিখে পাঠাবেন।

এরপর তিনি আমার কাছে ফিরতি-পত্রে লেখেন—

আমি আপনার পত্র পেয়েছি। আপনি অনুরোধ করেছেন, আমি যেন আমার দ্বীনী অবস্থা আপনাকে লিখে পাঠাই। আমার দ্বীনী অবস্থা জানাতে আপনাকে একটি বিষয় বলি। আমি প্রায়ই আমার নফসের সঙ্গে দরবার করি। তাকে বলি, 'তুমি মানুষের জন্য তা-ই পছন্দ করবে, যা নিজের জন্য পছন্দ করো। মানুষের জন্য তা-ই অপছন্দ করবে, যা নিজের জন্য অপছন্দ করো।' কিন্তু সে এতে অপারগতা প্রকাশ করে।

এরপর আমি তাকে বলি, 'তুমি মানুষের নেতিবাচক সমালোচনা বর্জন করবে। যদি কারও ব্যাপারে আলোচনা করতেই হয়, তবে ইতিবাচক আলোচনা করবে।' কিন্তু সে এতেও অপারগতা প্রকাশ করে এবং বলে, 'বসরায় প্রচণ্ড গরমের মৌসুমে দুপুরবেলা সিয়াম রাখা, মানুষের সমালোচনা ছেড়ে দেওয়ার

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৬/১৭

চেয়ে অনেক সহজ।' প্রিয় ভাই, এই হলো আমার দ্বীনী অবস্থা![১]

দশ

আব্দুল্লাহ ইবনু সিনান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক এবং মুতামির ইবনু সুলাইমানের সাথে তারাসুসে অবস্থান করছিলাম। এমন সময় হঠাৎ মানুষের শোরগোল শোনা গেল। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, কাফির ও মুসলিমদের দুই বাহিনীর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক এবং অন্যান্য সৈন্যরাও বেরিয়ে পড়েছেন। শত্রুপক্ষ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অবশ্য উভয় দল-ই এখন মুখোমুখি। যুদ্ধের স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী একজন রোমান সৈন্য বেরিয়ে এসে মল্লযুদ্ধের প্রতি মুসলিমদের আহ্বান করল। জনৈক মুসলিম সৈনিক তার দিকে এগিয়ে গেল। শত্রুপক্ষের সৈন্যটি খুবই শক্তিশালী ছিল। সে মুসলিম সৈনিককে শহীদ করে ফেলল। এভাবে একের পর এক ছয়জনকে শহীদ করে ফেলল। ফলে স্বভাবতই তার দম্ভ ও অহমিকা অনেকগুণ বেড়ে গেল। সৈন্যদের দুই সারির মাঝে সে চক্কর দিতে থাকল আর যুদ্ধের জন্য আহ্বান করতে থাকল; কিন্তু ততক্ষণে মুসলিম সৈনিকরা তাকে কাবু করার সাহস হারিয়ে ফেলেছে। আব্দুল্লাহ ইবনু সিনান বলেন, এ সময় আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, প্রিয় ভাই, আমি যদি শহীদ হয়ে যাই, তাহলে আমার অমুক অমুক কাজগুলো করে দিয়ো। এই কথা বলে তিনি ঘোড়া হাঁকালেন। কাফির সৈন্যটির সাথে তুমুল প্রতিরোধ-যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেন। একপর্যায়ে দাম্ভিক কাফির সৈন্যটিকে ভূপাতিত করে তাকে হত্যা করে ফেললেন। এরপর পরবর্তী মল্লযুদ্ধের জন্য তিনি কাফিরদের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন। ধারবাহিকভাবে তারা ছয়জন এগিয়ে এলো এবং এভাবে একে একে ছয়জন কাফিরকে-ই হত্যা করেন। এরপরও তিনি যুদ্ধের জন্য আহ্বান করতেই থাকেন; কিন্তু কেউ-ই আর তার সাথে লড়াই করার সাহস করেনি। ততক্ষণে কাফিরদের সবার মাঝেই ভীতি ছড়িয়ে পড়েছিল। এদিকে আমরা কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে অদৃশ্য যান।

পরবর্তী সময়ে তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি আমাকে বলেন, 'হে আল্লাহর বান্দা, আমি জীবিত থাকতে এই ঘটনা যদি কাউকে বলো...'—এতটুকু বলেই তিনি থেমে যান। (তবে তার বর্ণনাভঙ্গি থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, তিনি জীবদ্দশায়

---

[১] *সিফাতুস সাফওয়া* : ৩/৩০৩

যুদ্ধের ময়দানে তার বীরত্বের ঘটনা কাউকে জানাতে চাননি। তাই প্রচ্ছন্নভাবে এই ঘটনা বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন। কারণ, ঘটনাটি তার জীবদ্দশায় প্রকাশ হয়ে পড়লে মানুষ তার প্রশংসা করত, তাকে বীর বলত। এজন্যই তিনি বিষয়টি গোপন রাখতে চেয়েছেন।)[১]

এগারো

যুবায়ের ইবনু নুফাইর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, প্রায়ই দেখতাম, আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু সালাতের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ে মুনাফিকী থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। একদিন আমি জিজ্ঞেস করলাম, আবু দারদা, আপনি এত বিচলিত হচ্ছেন কেন? কোথায় আপনি আর কোথায় মুনাফিকী? তিনি বললেন, তোমরা আমাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করো না! আল্লাহর শপথ! যে কোনো মুহূর্তে মানুষ দ্বীন থেকে বেরিয়ে যেতে পারে; ইসলামের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পারে।[২]

বারো

হারুন ইবনু রিআব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যুর ঠিক পূর্বমুহূর্তে উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমরা কুরাইশ বংশের অমুক লোককে খুঁজে বের করো। আমি তাকে এমন একটি কথা বলেছিলাম, যা থেকে সে ধারণা করতে পারে যে, আমি তার সঙ্গে আমার মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার করেছি। আমি চাই না, এক তৃতীয়াংশ মুনাফিকী নিয়ে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হই![৩] তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি তার কাছে আমার কন্যার বিবাহ দিলাম।[৪]

তেরো

মুসা ইবনুল মুয়াল্লা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'শোনো মুসা, তিনটি বৈশিষ্ট্য এমন রয়েছে, যদি সেগুলো নিজের মধ্যে ধারণ করতে পার, তবে আকাশ থেকে বর্ষিত কল্যাণে সুনিশ্চিতরূপে তোমারও একটা অংশ থাকবে।

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৮/৪০৮-৪০৯

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৬/৩৮৩, ইমাম যাহাবী বলেছেন, বর্ণনাটির সনদ সহীহ।

[৩] উল্লেখ্য, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা মুনাফিকের তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের একটি।

[৪] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৬/৩৯৬

(১) তুমি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমল করবে।

(২) নিজের জন্য যা পছন্দ করো, অন্যের জন্যও তা পছন্দ করবে।

(৩) খাবার গ্রহণের সময় যথাসম্ভব হালাল-হারাম যাচাই করে নেবে।'[১]

চৌদ্দ

এক গল্পকার মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি রাহিমাহুল্লাহর প্রতিবেশী ছিলেন। একদিন তিনি আক্ষেপ করে বলেন—

- কেন যে মানুষের অন্তর আল্লাহর ভয়ে ভীত হয় না!
- চক্ষুগুলো তাঁর ভয়ে অশ্রু ঝরায় না!
- দেহগুলো তাঁর ভয়ে কেঁপে ওঠে না!

মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি তাকে প্রবোধ দিয়ে বলেন, জনাব, আমরা সকলেই এই সমস্যায় জর্জরিত। বস্তুত যার হৃদয় থেকে আল্লাহর স্মরণ মুছে যায়, তার অবস্থা এমনই হয়।[২]

পনেরো

খালিদ ইবনু সফওয়ান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একদিন আমি মাসলামা ইবনু আব্দিল মালিকের সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি বলেন, খালিদ, আমাকে হাসান বসরী সম্পর্কে কিছু বলো। আমি বললাম, অবশ্যই বলব। আমি তার নিকট-প্রতিবেশী। তার মজলিসের নিয়মিত সদস্য। সেই সূত্রে আমি তার সম্পর্কে যথেষ্ট জানি। তিনি সাধারণ মানুষ থেকে অনেকটা আলাদা। সাধারণ মানুষের কথায় ও কাজে কোনো মিল থাকে না। বলে একরকম করে আরেক রকম; কিন্তু তিনি এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তার ভেতর-বাহির এক। যা বলেন, তাই করেন। কোনো কিছু শুরু করলে শেষ করে ছাড়েন। আর কোনোকিছুর বিরোধিতা করলে সেটাকে উৎখাত করে তবেই ক্ষান্ত হন। কোনো কাজের আদেশ করলে তিনিই সর্বাগ্রে সেটা বাস্তবায়ন করেন। আবার কোনো ব্যাপারে নিষেধ করলে তিনিই সর্বাগ্রে সেটা পরিত্যাগ করেন। আমি তাকে দেখেছি, তিনি কখনই কোনো মানুষের শরণাপন্ন হন না; কিন্তু মানুষ তার শরণাপন্ন হয়!

---

[১] *সিফাতুস সাফওয়া* : ৪/২৬৯

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৬/১২২

এটুকু শুনেই মাসলামা ইবনু আব্দিল মালিক বলে ওঠেন, ব্যস, যথেষ্ট! ওই জাতি কী করে পথভ্রষ্ট হবে, যাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি বসবাস করে?[১]

ষোলো

আউন ইবনু উমারা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি হিশাম আদ-দাসতুয়ায়ীকে বলতে শুনেছি, আল্লাহর শপথ! আমি এ কথা বলতে পারব না যে, নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একটি দিনও আমি হাদীস অন্বেষণ করতে বেরিয়েছি![২] অথচ সালাফগণ কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই জ্ঞান অন্বেষণ করেছেন। ফলে তারা মর্যাদার উচ্চশিখরে আরোহণ করতে পেরেছেন। উম্মাহর ইমাম হয়েছেন।

কিন্তু তাদের থেকে এমন একদল মানুষ ইলম অর্জন করেছেন, যারা প্রাথমিক পর্যায়ে গতানুগতিকভাবে ইলম অর্জন করতেন। এর পেছনে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সদিচ্ছা বা সংকল্প কাজ করত না; বরং শুরুতে তারা কেবল জ্ঞানসত্তার পরিতৃপ্তির জন্যই ইলম শিখতেন। অতঃপর এর ওপর অটল থাকতেন। মাঝেমধ্যে আত্মসমালোচনা করতেন। এতে করে ইলম শেখার মাঝপথে ইলমই তাদেরকে নিষ্ঠা ও বিশুদ্ধ নিয়তের দিকে ধাবিত করত। ইমাম, ফকিহ, মুজাহিদসহ আরও অনেকেই এমন অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

তারা বলেন, আমরা জ্ঞানপিপাসার পরিতৃপ্তির জন্য ইলম অন্বেষণ করতাম। ফলে সঙ্গাত কারণেই আমাদের মধ্যে বড় কোনো নিয়ত বা মহান কোনো উদ্দেশ্য কাজ করত না। অবশ্য পরে আল্লাহ তাআলা আমাদের বড় ও বিশুদ্ধ নিয়ত দান করতেন।

তাদের কেউ কেউ বলেন, আমরা প্রথম প্রথম আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্যকিছুর উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জন করতাম; কিন্তু জ্ঞান অর্জন করতে করতে একসময় জ্ঞানই আমাদের আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে তা অর্জন করা থেকে বিরত রাখত। আমাদের নিয়ত পরিশুদ্ধ করে দিত। এটাও প্রশংসনীয়। এভাবে জ্ঞান অর্জন করে তারা মানুষের মাঝে তা ছড়িয়ে দিতেন।

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ২/৫৭৬

[২] ইমাম যাহাবীও নিজের ব্যাপারে উপর্যুক্ত অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন, আমার পক্ষেও আল্লাহর নামে কসম করে একথা বলা সম্ভব নয় যে, আমি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই হাদীস অন্বেষণ করেছি।

এরপর এমন কিছু লোক এলো, যারা দুনিয়ার মোহে পড়ে অসৎ উদ্দেশ্যে ইলম শিখত—যেন মানুষ তাদের প্রশংসা করে ও আলিম বলে। তারা যেমন নিয়ত করেছে, তেমনই প্রতিদান পাবে। আল্লাহর পক্ষ হতে বিশেষ কোনো প্রতিদান পাবে না। কারণ, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

“

مَنْ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ لا يَنْوِي فِي غَزَاتِهِ إلا عِقَالا فَلَهُ مَا نَوَى

যে-ব্যক্তি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ পাওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে অংশগ্রহণ করে, তার ভাগ্যে তা-ই জুটবে—যা সে নিয়ত করেছে।[১]

আপনি হয়তো দেখে থাকবেন, এ সকল লোক জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয় না। তাদের জ্ঞান তাদের মাঝে কোনো প্রভাব ফেলে না। তাদের ইলমের কারণে তাদের আমলেও বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন আসে না। অথচ প্রকৃত আলিম ও জ্ঞানী তো সে-ই, যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে ভয় করে।

এরপর এমন কিছু লোক এলো, যারা ইলম শিখত; কিন্তু এর দ্বারা রাষ্ট্রীয় পদ-পদবীতে আসীন হয়ে মানুষের ওপর জুলুম করত। ইলম অনুযায়ী আমল করা থেকে বিরত থাকত। অশ্লীলতা ও পাপকর্মে জড়িয়ে যেত। এদের ধ্বংস হোক। এরা আলিম নামের কলঙ্ক!

তাদের কেউ কেউ তার ইলমের ব্যাপারে আল্লাহকে মোটেও ভয় করত না; বরং ইলম দ্বারা বিভিন্ন অপকৌশল খুঁজত। হারামকে হালাল করার অবৈধ পন্থা ও বাহানা তালাশ করত। সব জায়গায় শিথিলতার ফতোয়া দিত এবং এমন সব হাদীস প্রচার করত, যেগুলো সনদের বিচারে খুবই দুর্বল ও পরিত্যাজ্য।

তাদের কেউ কেউ তো আবার আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করার দুঃসাহসও প্রদর্শন করত। জাল হাদীস বানিয়ে প্রচার করত। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করেছেন।

পূর্ববর্তীগণ অনেক জ্ঞানের কথা বর্ণনা করেছেন। তারা ইলমের সকল শাখায় দক্ষতা অর্জন করেছেন। তাদের পরে যারা এসেছে তাদের ইলম ও আমলে বিরাট ঘাটতি

---

[১] *মুসনাদে আহমাদ* : ৫/৩১৫, হাদীস নং : ২২৬৯২; *সুনানু দারিমী* : ২/৬৫৪; *সুনানুন নাসায়ী* : ৬/২৪; হাদীসটি উবাদা ইবনুস সামিত রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফূ সনদে বর্ণিত।

ছিল। তাদের পরবর্তীদের অবস্থা ছিল আরও মারাত্মক। তারা যৎসামান্য জ্ঞান অর্জন করেই নিজেদের মহামনীষী বলে দাবি করত।

তাদের মাথায় কখনও এ প্রশ্নটা আসত না যে, ইলমের দ্বারা তারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পেরেছে কি না? আর আসবেই বা কী করে, তারা তো এমন কোনো শাইখের সাক্ষাতেই যায়নি, যারা প্রকৃত অর্থেই অনুসরণীয়—আস্থার সঙ্গে যাদের মান্য করা যায়। ফলে তারা নীচু শ্রেণির মানুষে পরিণত হয়েছে।

এই শ্রেণির মধ্য হতে যারা শিক্ষক হন, তাদের কাজ হলো মোটামোটা ও দামিদামি বই দিয়ে ঘর সাজিয়ে রাখা। এরপর সময় সুযোগ হলে তাতে চোখ বুলিয়ে যাওয়া। পূর্ববর্তীদের ইলম বিকৃত করে উপস্থাপন করা। এ ধরনের কাজ থেকে আমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও মুক্তি কামনা করছি। এজন্যে আমাদের সালাফদের কেউ কেউ বিনয়ের সাথে বলে গেছেন—

আমি আলিম নই; কখনও কোনো আলিমকে দেখিওনি।[১]

সতেরো

মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ রাক্কা শহরে ঘনঘন যাতায়াত করতেন। সেখানকার একটি মুসাফিরখানায় অবস্থান করতেন। বিশেষ কোনো প্রয়োজনে একজন যুবক সেখানে নিয়মিত আসত এবং যথারীতি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহর কাছ থেকে হাদীস শুনত।

মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা বলেন, একবার আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাক্কা শহরে গেলেন; কিন্তু সেই যুবককে দেখলেন না। সেবার তার তাড়া ছিল। তাই তিনি সৈন্যদলের সাথে বেরিয়ে পড়লেন। পরবর্তী সময়ে যখন যুদ্ধ থেকে তিনি ফিরে আসলেন, তখন আবার রাক্কায় গেলেন এবং ওই যুবকটি সম্পর্কে স্থানীয়দের জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা বলল, সে তার ঋণের কারণে বন্দি হয়ে আছে। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক জিজ্ঞেস করলেন, তার ঋণের পরিমাণ কত? লোকেরা বলল, দশ হাজার দিরহাম!

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৭/১৫২-১৫৩

অতঃপর তিনি পাওনাদারকে খুঁজতে লাগলেন এবং তাকে পেয়েও গেলেন। এক রাতে তিনি ওই পাওনাদারের বাড়িতে গেলেন। তাকে ডাকলেন। মেপে মেপে দশ হাজার দিরহাম তাকে দিয়ে দিলেন। আর তার থেকে শপথ নিলেন যে, আমি (আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক) যতদিন জীবিত থাকব ততদিন তুমি এ ঘটনা কাউকে বলবে না। আর সকাল হলে যুবককে মুক্ত করে দেবে।

রাতেই আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক সফরে বেরিয়ে যান। ওদিকে যুবককেও মুক্তি দেওয়া হয়। তাকে বলা হয়, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক এখানে ছিলেন। তিনি তোমাকে স্মরণ করেছেন; কিন্তু এখন তিনি এখানে নেই, চলে গেছেন। যুবকটি তার সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তার বাহনের পদচিহ্ন দেখে দেখে চলতে থাকে। রাক্কা থেকে দুই কিংবা তিন মনজিল[১] দূরে গিয়ে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের সাথে মিলিত হন। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক তাকে দেখেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে ওঠেন—

: আরে, কোথায় ছিলে এতদিন? মুসাফিরখানায় যে তোমায় দেখলাম না?

: জি, শাইখ, কিছু ঋণের কারণে আমি বন্দি ছিলাম।

: তাহলে মুক্তি পেলে কী করে?

: কোনো এক ব্যক্তি আমার ঋণ আদায় করে দিয়েছেন। তাতে আমি মুক্ত হয়েছি; কিন্তু তার সম্পর্কে কিছুই জানি না।

: শোনো, তুমি বরং আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া করো। তিনি তোমার ঋণ পরিশোধের বন্দোবস্ত করেছেন।

যতদিন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক জীবিত ছিলেন, ততদিন ওই পাওনাদার এই ঘটনা কাউকে বলেননি।[২]

আঠারো

আবু জাফর আল-হাযযা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাকে বলতে শুনেছি, 'যদি তোমার ভেতর ও বাহির এক হয়, তাহলে সেটা ন্যায় ও সাম্য। আর যদি ভেতরটা বাহির থেকে সুন্দর হয়, তাহলে সেটা উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ;

---

[১] ৩২/৪৮ মাইল

[২] *সিফাতুস সাফওয়া* : ৪/১৪১, ১৪২

কিন্তু যদি তোমার বাহিরটা ভেতরের চেয়ে সুন্দর হয়, তাহলে সেটা অন্যায়।'[১]

উনিশ

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একদা ইমাম হামদুন ইবনু আহমাদকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'আমাদের কথার চেয়ে সালাফদের কথা বেশি উপকারী হওয়ার কারণ কী?' উত্তরে তিনি বলেন, 'কারণ, তারা কথা বলতেন ইসলামের সম্মান রক্ষার জন্য, নিজেদের জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। আর আমরা কথা বলি নিজেদের সম্মান বাড়ানোর জন্য, দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ লাভ করার জন্য এবং মানুষের সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য।'[২]

বিশ

নযর ইবনু শুমাইল রাহিমাহুল্লাহ বলেন—একবার বসরার প্রধান রেশম-উৎপাদন কেন্দ্রে হঠাৎ করেই রেশমের দাম বেড়ে যায়। আর সেখানে দাম বাড়লে, বসরার সমস্ত বাজারেই তার প্রভাব পড়ে। ইউনুস ইবনু উবাইদ নামে একজন রেশম-ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি এই ব্যাপারটা জানতেন এবং দরের ওঠানামা সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজ-খবর রাখতেন। তাই তিনি এক ব্যক্তির কাছ থেকে ত্রিশ হাজার টাকা মূল্যের রেশম কেনেন। পরবর্তী সময়ে বিক্রেতার সঙ্গে দেখা হলে তিনি বলেন, তুমি কি জানতে, তোমার কাছ থেকে পণ্য ক্রয়কালে অমুক অমুক স্থানে এর দাম বেড়ে গিয়েছিল? লোকটি বলে, না। তবে যদি জানতাম, তাহলে আমি এই দামে বিক্রি করতাম না। ইউনুস ইবনু উবাইদ বলেন, ঠিক আছে। তুমি মুদ্রাগুলো নিয়ে এসো। আর এই নাও তোমার মালপত্র। এরপর লোকটি মুদ্রা ফেরত দিয়ে মাল বুঝে নিয়ে চলে যায়। [৩]

একুশ

বিশর রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, একবার তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি হাদীস বর্ণনা করছেন না যে? উত্তরে তিনি বলেন, আমার এখন হাদীস বর্ণনা করতে ইচ্ছে করছে;

---

[১] *সিফাতুস সাফওয়া* : ২/২৩৪

[২] *সিফাতুস সাফওয়া* : ৪/২২২

[৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৬/২৯৩

কিন্তু এটা যেহেতু এখন আমার মনের ইচ্ছে, তাই হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত থাকছি।[১]

বাইশ

ফুযাইল ইবনু ইয়ায রাহিমাহুল্লাহ সাধারণ মানুষের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন—হে হতভাগ্য, তুমি সবসময় পাপাচার করো অথচ নিজেকে মনে করো সৎকর্মশীল! তুমি মূর্খ, অথচ নিজেকে মনে করো জ্ঞানী! তুমি কৃপণ, অথচ নিজেকে মনে করো দানশীল! তুমি নির্বোধ, অথচ নিজেকে মনে করো বুদ্ধিমান! তোমার জীবন কত সংক্ষিপ্ত, অথচ তোমার আশা কত দীর্ঘ![২][৩]

তেইশ

ইউসুফ ইবনু আহমাদ আস-সিরাজী রাহিমাহুল্লাহ তার *আরবায়ীনাল বুলদান* গ্রন্থে লেখেন—

একবার আমি আমার বিশিষ্ট একজন শিক্ষকের[৪] সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হই। তিনি কিরমান দেশের শেষ প্রান্তে বসবাস করতেন। আল্লাহর সাহায্যে আমি সেখানে পৌঁছি। তাকে সালাম করি। তার হাতে ও কপালে চুমু খাই। এরপর তার সামনেই বসে পড়ি। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার এই দীর্ঘ সফরের উদ্দেশ্য কী? আমি বলি, আপনার সাক্ষাৎলাভ।

আল্লাহর পরে আপনিই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য। আমি আপনার সনদে যত হাদীস শুনেছি, সব লিখে রেখেছি। আমি আপনার কাছে এসেছি, আপনার সান্নিধ্যের বরকত লাভের জন্য এবং সরাসরি আপনার মুখ থেকে হাদীস শুনে সনদের মান উন্নত করার জন্য।

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১০/৪৭০

[২] ইমাম যাহাবী বলেন, হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! তিনি সত্য বলেছেন। তুমি জালিম, অথচ নিজেকে মাজলুম ভাবছ! তুমি হারাম খাও, অথচ ভাবছ, হারাম থেকে বেঁচে সতর্ক জীবনযাপন করছ! তুমি পাপিষ্ঠ, অথচ নিজেকে ন্যায়নিষ্ঠ ভাবছ! দুনিয়া পাওয়ার উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জন করছ, আর মনে করছ তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জন করছ!

[৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৮/৪৭০

[৪] এই শিক্ষক একজন বিশিষ্ট পরিব্রাজক ছিলেন। তৎকালে তিনি সর্বোন্নত সনদে হাদীস বর্ণনা করতেন।

তিনি বলেন, আল্লাহ তোমাকে এবং আমাকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করার তাওফীক দান করুন। আমাদের কষ্ট, চেষ্টা ও ইচ্ছাকে তাঁর জন্য নিবেদিত ও একনিষ্ঠ করুন। যদি তুমি আমার প্রকৃত অবস্থা জানতে এবং আমার ভেতরটা বুঝতে, তাহলে ঘৃণায় সালামটুকুও দিতে না! আমার সামনেও বসতে না!

এই বলে তিনি কাঁদতে থাকেন। দীর্ঘক্ষণ কাঁদেন। তার কান্না দেখে উপস্থিত সবাই কেঁদে ফেলে। এরপর সজল চোখে বলেন, হে আল্লাহ, আমাদের প্রকৃত অবস্থা পর্দাবৃত করে রাখুন। পর্দার আড়ালেই আমাদের ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করুন।

অতঃপর বলেন, হে বৎস, আমিও আমার পিতার সাথে *আস-সহীহ* গ্রন্থটি সরাসরি শোনার জন্য হারাত থেকে বূশানজের শাইখ আদ-দাউদীর কাছে গিয়েছি। তখন আমার বয়স দশ বছরও হয়নি। চলার পথে আমার পিতা আমার দুই হাতে দুইটা পাথর ধরিয়ে দিয়ে বলেন, এগুলো হাতে নিয়েই চলো।

পিতার শাসনের ভয়ে সেগুলো হাতে নিয়েই হেঁটেছি। আমি হেঁটেছি আর তিনি আমাকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। যখন দেখেছেন, পাথর বহন আমার জন্য অধিক কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি আমাকে একটা পাথর ফেলে দিতে আদেশ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি ফেলে দিয়েছি। এতে আমার বোঝা হালকা হয়েছে। পথ চলা সহজ হয়েছে। এরপর আবার হাঁটতে শুরু করেছি। ক্লান্তি অনুভব করা পর্যন্ত হেঁটেই চলেছি। আমি ক্লান্ত হয়ে গেলে তিনি বলেছেন, তোমার কষ্ট হচ্ছে? আমি ভয়ে ভয়ে বলেছি, না, না! আমার কষ্ট হচ্ছে না। তিনি জিজ্ঞেস করেছেন, তাহলে এত ধীরে হাঁটছ কেন?

তারপর আমি তার সামনে সামনে ঘণ্টাখানেক দ্রুত হেঁটেছি। এভাবে হাঁটতে হাঁটতে যখন একেবারে অক্ষম হয়ে পড়েছি তখন তিনি বাকি পাথরটিও ফেলে দিতে বলেছেন। এরপর পড়ে যাওয়া হওয়া পর্যন্ত একাধারে হেঁটেছি। ক্লান্তির কারণে আর হাঁটতে না পেরে পড়ে যাচ্ছিলাম, তখন তিনি আমাকে তার পিঠে উঠিয়ে নিয়েছেন।

এভাবে চলতে চলতে একপর্যায়ে আমরা কৃষক এবং অন্যান্য শ্রেণি ও পেশার মানুষের একটা বড় কাফেলার সাক্ষাৎ পাই। তারা আমার আব্বাকে বলে, শাইখ ঈসা, আমাদের যথেষ্ট বাহন আছে। আপনি এই বাচ্চাকে আমাদের কাছে দিন। আমরা তাকে এবং আপনাকে বূশানজ পর্যন্ত পৌঁছে দেব! আব্বা বলেন, আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই! আল্লাহর রাসূলের হাদীস শিখতে যাব বাহনে চড়ে? না, না! আমরা পায়ে হেঁটেই যাব! যদি এই ছেলে ক্লান্ত হয়ে যায়, তাহলে তাকে কাঁধে তুলে

নেব। কারণ, সে তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস বহন করবে। এতে আশা করি, আমারও সাওয়াব হবে।

এখন আমার বয়স অনেক হয়েছে, সমসাময়িক কেউ আর দুনিয়ায় নেই। তাই এখন নানান দেশ থেকে আমার কাছে লোক আসে। সাক্ষাৎ করে।

অতঃপর শাইখ আমাদের সহপাঠী আব্দুল বাকী ইবনু আব্দিল জাব্বার আল-হারাবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আগন্তুককে মিষ্টান্ন দিয়ে আপ্যায়ন করো। আমি বললাম, শাইখ, আবুল জাহমের কিতাবের কিছু অংশ পাঠ করা আমার নিকট মিষ্টান্ন খাওয়ার চেয়ে অধিক প্রিয়। তিনি মুচকি হেসে বলেন, আগে খেয়ে নাও। পেটে খাবার ঢুকলে পরেই না কথা বের হবে! এরপর আমাদের খাবার পরিবেশন করা হয়। তাতে রুচিকর মিষ্টান্ন ছিল। আমরা তৃপ্তিসহকারে সেগুলো গ্রহণ করি।

এরপর আমার কাছে থাকা পাণ্ডুলিপিটা বের করি এবং শাইখকেও তার মূল পাণ্ডুলিপি বের করার অনুরোধ করি। তিনি পাণ্ডলিপি উপস্থিত করে বলেন, ভয় পেয়ো না। বেশি উৎসুক হয়ো না। যারা আমার থেকে হাদীস শুনেছে, তাদের অনেককেই আমি নিজে কবরে শায়িত করেছি। তুমি বরং আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা কামনা করো। আমি পাণ্ডুলিপি পড়ে শোনাই। এতে আমার খুব ভালো লাগে। আল্লাহ তাআলা *আস-সহীহ*-সহ আরও কিছু হাদীসের কিতাব কয়েকবার শোনার সুযোগ করে দিয়েছেন।

এরপর থেকে তার ইন্তেকাল পর্যন্ত আমি তার সান্নিধ্য ও সেবায় তার নিকট অবস্থান করতে থাকি। তিনি জিলহজ মাসের মঙ্গলবার রাতে বাগদাদ শহরে ইন্তেকাল করেন।[১]

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ২০/৩০৭, ৩০৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

সালাফগণের আল্লাহভীতি

এক

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রায় মজলিসে বলতেন, রাত ও দিনের আবর্তনে তোমাদের হায়াতের স্বল্প সময়টুকুও ফুরিয়ে যাচ্ছে। তোমাদের ভালোমন্দ সব আমল সংরক্ষিত হচ্ছে। হঠাৎ মৃত্যু এসে হাজির হবে। অতএব, যে-ব্যক্তি কল্যাণের চারা রোপণ করছে, সে শীঘ্রই এর কাঙ্ক্ষিত ফল পেয়ে আনন্দিত হবে। আর যে মন্দের চারা রোপণ করছে, সে শীঘ্রই লাঞ্ছিত হবে।

প্রত্যেক চাষীর জন্য তাই অপেক্ষা করছে, যা সে রোপণ করেছে। যে ধীরগামী, তার ভাগ্য তাকে অতিক্রম করবে না। যে লোভী, যা তার ভাগ্যে নেই তা কখনই লাভ করতে পারবে না। যাকে কল্যাণ দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই দেওয়া হয়েছে। যাকে মন্দ থেকে বাঁচানো হয়েছে, আল্লাহ তাআলাই তাকে বাঁচিয়েছেন।

যারা মুত্তাকী, তারাই প্রকৃত সৌভাগ্যবান। যারা ফকীহ, তারাই অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাদের সাক্ষাৎ নফল ইবাদতের সমতুল্য।[১]

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১/৪৯৭

দুই

আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু সৈন্যদলের সঙ্গো যুদ্ধযাত্রার সময় বলতেন—কত সাদা পোশাক পরিহিত লোক আছে, যাদের দ্বীন কলুষিত। কত সম্মানিত ব্যক্তি আছে, যারা দ্বীনের ব্যাপারে অপদস্থ। তোমরা তোমাদের পুরাতন পাপগুলো নতুন পুণ্য দ্বারা মিটিয়ে দাও।[১]

তিন

ইবনু শাওযাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যুর সময় অঝোরে কাঁদছিলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, সফর অনেক লম্বা। পাথেয় যৎসামান্য। প্রতিটি ঘাঁটি কণ্টাকাকীর্ণ। অধিকন্তু, এই ঘাঁটিগুলো ওপারে অপেক্ষা করছে—হয়তো জান্নাত; নয়তো জাহান্নাম![২]

চার

উবাইদুল্লাহ ইবনুস সারী রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি আমার এমন একটা গুনাহ সম্পর্কে জানি, যা আমার ওপর ঋণের বোঝার মতো চেপে আছে। জিজ্ঞেস করা হলো, কী সেই গুনাহ? তিনি বললেন, আমি প্রায় চল্লিশ বছর যাবত একজনকে 'হে নিঃস্ব' বলে ডেকেছি।

উবাইদুল্লাহ ইবনুস সারী বলেন, আমি এই ঘটনা আবু সুলাইমান আদ-দারানীকে বললে তিনি বলেন, তাদের গুনাহ কম ছিল। তাই তাদের মনে থাকত, কোন গুনাহ কোথায় হয়েছে? কিন্তু আমার আর তোমার গুনাহ এত বেশি যে, কোথায় কখন কোন গুনাহ করেছি, তার কিছুই মনে নেই।[৩]

পাঁচ

আতা আল-খুরাসানী রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, আমি দুনিয়ার ব্যাপারে তোমাদের নসীহত করব না। তোমরা তো এমনিতেই দুনিয়ার কল্যাণ কামনা করো এবং

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১/৮১

[২] *সিফাতুস সাফওয়া* : ১/৬৯৪

[৩] *সিফাতুস সাফওয়া* : ৩/২৪৬

দুনিয়ার প্রতি লালায়িত থাকো। তাই আমি আখিরাতের ব্যাপারে তোমাদের নসীহত করব। তোমরা অস্থায়ী বাসস্থানের পরিবর্তে স্থায়ী বাসস্থানের কথা চিন্তা করো।

- দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করতে হবে জেনেই দুনিয়া গ্রহণ করো। কেননা, আল্লাহর শপথ, অবশ্যই তোমাদের দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করতে হবে।
- মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে জেনেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকো। কেননা, আল্লাহর শপথ, অবশ্যই মৃত্যুর স্বাদ তোমাদের আস্বাদন করতে হবে।
- আখিরাতে অবতরণ করবে জেনেই আখিরাতের জন্য প্রস্তুত থাকো। কেননা, আল্লাহর শপথ, খুব শীঘ্রই তোমাদের আখিরাতে অবতরণ করতে হবে।

মনে রাখবে, আখিরাত সকল মানুষের বসতবাড়ি। মানুষের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে সফরে বের হয় আর তার সাথে কোনো পাথেয় থাকে না। যে-ব্যক্তি তার সফরের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করে, সে সফরে সুখী হয়। আনন্দ উদযাপন করে। কষ্ট ভোগ করে না।

পক্ষান্তরে যে সফরে বের হয়, কিন্তু কোনো পাথেয় নেয় না, সে অবশ্যই লজ্জিত হয়। ক্ষুধা লাগলে খাদ্য পায় না। রোদ উঠলে ছায়া পায় না। পিপাসা লাগলে পানি পায় না। দুনিয়ার সফর হলো খুবই স্বল্প সময়ের। সুতরাং, বুদ্ধিমান তো সে-ই, যে এমন সফরের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে, যে সফর কখনও শেষ হবে না। আর সে সফর হচ্ছে আখিরাতের সফর।[১]

ছয়

কাবিসা ইবনু কায়িস আল-আম্বরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সন্ধ্যাবেলা যাহহাক ইবনু মুযাহিম খুব কাঁদতেন। কারণ, জিজ্ঞেস করা হলে বলতেন, আমি জানি না, আজ সারাদিনে আমার কোন কোন আমল আল্লাহর কাছে গৃহীত হয়েছে। তাই কাঁদছি।)[২]

সাত

কিনানা ইবনু জাবালা আস-সুলামী রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, বকর ইবনু আব্দিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যখন তুমি বয়সে তোমার চেয়ে বড় কাউকে দেখবে, তখন

[১] *সিফাতুস সাফওয়া* : ৪/১৫১

[২] *সিফাতুস সাফওয়া* : ৪/১৫০

ভাববে, এ ব্যক্তি ঈমান ও সৎ আমলের দিক থেকে তোমার চেয়ে অগ্রগামী। তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর যখন বয়সে তোমার চেয়ে ছোট কাউকে দেখবে, তখন মনে করবে, গুনাহ এবং অবাধ্যতায় তুমি তার চেয়ে অগ্রগামী। সুতরাং, সে-ও তোমার চেয়ে উত্তম। তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর যখন তুমি তোমার সমবয়সী ও সমসাময়িকদের দেখবে, তারা তোমাকে সম্মান দেখাচ্ছে এবং তোমার প্রশংসা করছে তখন মনে করবে, তারা যা করছে, সেটা তাদের দয়া ও অনুগ্রহ। পক্ষান্তরে তারা যদি তোমাকে সম্মান না দেখায় এবং তোমার প্রশংসা না করে, তাহলে মনে করবে, এটা তোমার পাপাচারের ফল এবং এটাই তোমার প্রাপ্য।[১]

আট

কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ-র সাথে মাঝে মাঝে সফরে বের হতাম। তখন প্রায়ই আমার মাথায় একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে থাকত—এই লোকটির মধ্যে এমন কী আছে, যার কারণে তার মর্যাদা ও সুখ্যাতি আমাদের চেয়ে এত বেশি? আমরাও তো তার মতো সালাত আদায় করি, হজ পালন করি, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি; তবে কেন তার এবং আমাদের মাঝে এত ব্যবধান? এত পার্থক্য?

এরপর খুব শীঘ্রই আমি এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাই—

একবার আমরা গভীর রাতে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে বের হই। পথিমধ্যে একটি ঘরে খাবারের জন্য বসি। হঠাৎ বাতিটা নিভে যায়। আমাদের সঙ্গীরা বাতি জ্বালানোর জন্য চেষ্টা করতে থাকে। কিছুক্ষণের জন্য পুরো ঘর অন্ধকারে ছেয়ে যায়। সঙ্গীদের কয়েকজন ঘরের বাইরে গিয়ে বাতি জ্বালানোর উপায় খুঁজতে থাকে। এতে কিছুক্ষণ সময় লেগে যায়। তারপর তারা বাতি জ্বালিয়ে ঘরে আসে। হঠাৎ করে ঘর আলোকিত হওয়ায় আমরা দেখতে পাই, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের চেহারা ও দাড়ি চোখের পানিতে ভিজে একাকার!

আমি তখন মনে মনে বলি, এই যে ভীতি! এই যে ভয়! এই কারণেই তিনি আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ! অধিক মর্যাদাবান! হয়তো বাতি নিভে যাওয়ার ফলে সৃষ্ট অন্ধকার তাকে আখিরাতের অন্ধকারের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে![২]

---

[১] *সিফাতুস সাফওয়া* : ৩/২৪৮

[২] *সিফাতুস সাফওয়া* : ৪/১৫৪

নয়

হুসাইন ইবনুল হাসান আল-মাররুযী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একবার আমি আহমাদ ইবনু হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম, দিনটি কেমন কাটল আপনার? তিনি বললেন—যার প্রতিপালক তার কাছে ফরয আদায়ের আশা করেন, যার নবী তাকে সুন্নত পালনের আহ্বান করেন, যার দুই কাঁধের ফেরেশতা তাকে আমল বিশুদ্ধ করার কথা বলেন, অন্তর যাকে তার প্রবৃত্তির চাহিদাপূরণে প্রলুব্ধ করে, শয়তান যাকে অশ্লীল কাজ করতে কুমন্ত্রণা দেয়, মালাকুল মাওত[১] যার আত্মা নিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষমান, যার কাছে তার পরিবার ভরণপোষণের আশায় রয়েছে, তার দিন আর কেমন কাটতে পারে?[২]

দশ

ইবনু খুবাইক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হুযাইফা আল-মারআশী একবার আমাকে বললেন, চারটি জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রেখো—**এক.** তোমার চক্ষুদ্বয়, **দুই.** মুখ, **তিন.** প্রবৃত্তি, **চার.** অন্তর।

- তোমার চোখের ব্যাপারে সতর্ক থেকো—যেন তা হারাম জিনিসে দৃষ্টিপাত না করে।
- তোমার মুখের ব্যাপারে সতর্ক থেকো—যেন তা কপট কথা না বলে।
- তোমার প্রবৃত্তির ব্যাপারে সতর্ক থেকো—যেন সে মন্দ কিছু কামনা না করে।
- তোমার অন্তরের ব্যাপারে সতর্ক থেকো—যেন তার মাঝে কোনো মুসলমানের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ না থাকে।

সুতরাং, যতক্ষণ পর্যন্ত এই চারটি বৈশিষ্ট্য তোমার মাঝে না আসবে, ততক্ষণ তোমার মাথার ওপর ছাই পড়ুক।[৩]

---

[১] মৃত্যুর ফেরেশতা

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১১/২২৭

[৩] *সিফাতুস সাফওয়া* : ৪/২৬৮

এগারো

শাইখ কাফফাল সম্পর্কে কাযী হুসাইন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তিনি আমার উসতায। তিনি যখন পড়াতেন, বেশির ভাগ সময়জুড়েই খুব কাঁদতেন। এরপর মাথা তুলে বলতেন, যে-উদ্দেশ্যে আমাদের প্রেরণ করা হয়েছে, সে-ব্যাপারে আমরা কতই-না বেখবর! আমরা আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কতই-না গাফেল![১]

বারো

মুখাওওয়াল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একদিন বাহিম আল-আজালী আমার কাছে এসে বললেন, আমি হজের সফরে বের হব। তোমার আত্মীয় বা বন্ধুমহলে এমন কেউ কি আছে, যাকে তুমি আমার সফরসঙ্গী হিসাবে পছন্দ করো? আমি বললাম, হ্যাঁ।

অতঃপর আমি আমার মহল্লার এক লোকের কাছে গেলাম। লোকটি খুবই দ্বীনদার ও পরহেজ্গার। আমি তাদের দুইজনের মাঝে পরিচয় করিয়ে দিলাম। তারা একসাথে সফরে যেতে সম্মত হলো। একপর্যায়ে বাহিম আল-আজালী তার পরিবারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলে মহল্লার ওই লোক এসে আমাকে বলল, হে মুখাওওয়াল, তোমার এই বন্ধুকে আমার থেকে দূরে রাখো। আমার জন্য অন্য কোনো সফরসঙ্গী তালাশ করো।

: সর্বনাশ! কী সব বলছ, তুমি? কী হয়েছে? আল্লাহর কসম! পুরো কূফা নগরীতে তার মতো সচ্চরিত্রবান ও সহনশীল আর কেউ নেই। আমি তার সাথে সমুদ্র-সফর করেছি। তাকে উত্তম সঙ্গী হিসেবে পেয়েছি।

: সমস্যাটা এখানে নয়; বরং সে ক্লান্তিহীন অবিরাম ক্রন্দন করে। তার এই ক্রন্দন আমার পুরো সফর মাটি করে দেবে।

: যখন আল্লাহর কথা স্মরণ হয় এবং হৃদয় বিগলিত হয়, তখন সে এভাবে কাঁদতে থাকে। তাছাড়া তুমি কি কখনও কাঁদো না?

: হ্যাঁ, অবশ্যই কাঁদি; কিন্তু আমি জানতে পেরেছি, সে মাত্রাতিরিক্ত কাঁদে।

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১৭/৪০৭

: ঠিক আছে, তুমি তার সঙ্গে সফর করো। আশা করি, তার দ্বারা তুমি উপকৃত হতে পারবে।

: হুম! আমি ইস্তিখারা[১] করে দেখি।

যেদিন তারা সফরের উদ্দেশ্যে বের হবে, সেদিন তাদের জন্য একটি উট আনা হলো। উটের পিঠে সফরের পাথেয় বেঁধে দেওয়া হচ্ছিল। এমন সময় বাহিম আল-আজালী হাতের ওপর থুঁতনি ঠেকিয়ে দেওয়ালের ছায়ায় বসে ছিলেন। আর এত বেশি কাঁদছিলেন যে, তার গাল, দাড়ি ও বুক অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছিল। আল্লাহর কসম! আমি দেখেছি, তার অশ্রু মাটিতে গড়িয়ে পড়ছিল!

আমার সাথীটি আমাকে বলল, মুখাওওয়াল! তোমার বন্ধুর কান্না শুরু হয়ে গেছে। এ ব্যক্তি আমার সফরসঙ্গী হতে পারবে না।

আমি বললাম, তুমি তার সাথে সফর করো। হয়তো তার পরিবারের কথা কিংবা দীর্ঘ সফরে তাদের বিচ্ছেদের কথা মনে পড়েছে। তাই সে কাঁদছে।

আমাদের এই আলাপ বাহিম শুনে ফেলেন। তিনি বলেন, হে আমার ভাই, আল্লাহর শপথ, আমি মোটেও এই জন্য কাঁদছি না। আমি তো কাঁদছি দুনিয়ার এই সফর দেখে আখিরাতের সফরের কথা মনে পড়ে গেল, তাই!

মুখাওওয়াল বলেন, এরপর তার কান্নার আওয়াজ আরও বেড়ে যায়।

তখন মহল্লার লোকটি আমাকে বলে, আল্লাহর শপথ! আমার প্রতি তোমার কোনোরূপ শত্রুতা এবং ঘৃণা নেই! কেন তুমি আমাকে বাহিমের সাথে জুড়ে দিচ্ছ? বাহিমের সফরসঙ্গী তো হওয়া উচিত দাউদ আত-তায়ী, সালাম আবুল আহওয়াস এবং এদের মতো কেউ। যাতে তারা পরস্পরে মিলে কাঁদতে পারে—যতক্ষণ না তাদের মন প্রশান্ত হয় কিংবা তারা সকলে মারা যায়।

আমি তাকে সফরসঙ্গী হিসেবে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করতে লাগলাম এবং বললাম, ধৈর্য ধরো! হয়তো এটাই হবে তোমার জীবনের সর্বোত্তম সফর।

---

[১] আল্লাহর কাছে কল্যাণ কামনার দুআ।

সে বলল, একবার আমি হজের দীর্ঘ সফরে বেরিয়েছিলাম। তখন আমার সঙ্গী ছিল ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক ব্যবসায়ী। তিনি ছিলেন উন্নত রুচিবোধসম্পন্ন। কখনও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতেন না। কাঁদতেন না। আমি এমন সফরসঙ্গী জীবনে একবারই পেয়েছি। আর সম্ভবত সেটাই আমার জীবনের সেরা সফর ছিল।

মুখাওওয়াল বলেন, আমাদের এই আলাপ-আলোচনা বাহিম জানতেন না। যদি জানতেন, তাহলে কিছুতেই তার সাথে সফরে বের হতেন না।

অবশেষে তারা বেরিয়ে পড়লেন এবং হজ সম্পন্ন করে ফিরে এলেন। তাদের উভয়কে সফরসঙ্গী নয়; বরং ভাইয়ের মতো লাগছিল। আমি আমার প্রতিবেশীর নিকট গেলাম। সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী অবস্থা?

তিনি বললেন, প্রিয় ভাই, আল্লাহ তোমাকে আমার পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন! আমি তো মনে করি, এই লোকটি বিশ্ববাসীর জন্য এই সময়ের আবু বকর! আল্লাহর শপথ! খরচ বহনে সে আমার চেয়ে অগ্রগামী ছিল। অথচ সে ছিল নিঃস্ব; আমি ছিলাম সচ্ছল। খেদমতের ব্যাপারেও সে আমার থেকে ওপরে ছিল। অথচ আমি ছিলাম শক্তিশালী যুবক; আর সে ছিল দুর্বল বৃদ্ধ। রান্নাবান্নার ক্ষেত্রেও সে ছিল আমার আগে। সে আমার জন্য রান্না করত। অথচ আমি সিয়াম রাখতাম না, কিন্তু সে নিয়মিত সিয়াম পালন করত।

আমি বললাম, তার মাত্রাতিরিক্ত কাঁদার যে-ব্যাপারটি তুমি অপছন্দ করতে, সেটার কী অবস্থা? সে বলল, আল্লাহর কসম! আমি সেটাকে মানিয়ে নিয়েছিলাম। এমনকি আমার অন্তর নরম হয়ে গিয়েছিল এবং তার সাথে আমিও ক্রন্দন করতাম। এতে করে অন্যান্য সফরসঙ্গীদের কষ্ট হতো; কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারাও ব্যাপারটা মানিয়ে নেয় এবং যখন আমাদের কাঁদতে শুনত, তখন তারাও কান্না আরম্ভ করত। আর নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত, আমাদের সবার তো লক্ষ্য একটিই। তাহলে কেন তারা আমাদের থেকে এত বেশি কান্নাকাটি করছে? আল্লাহর কসম! এরপর তারাও কাঁদত, আমরাও কাঁদতাম!

মুখাওওয়াল বলেন, অতঃপর আমি তার নিকট থেকে উঠে বাহিমের কাছে গেলাম। তাকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার সফরসঙ্গীকে কেমন লাগল? তিনি বললেন, সে খুবই উত্তমসঙ্গী। আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে। দীর্ঘ সময় কুরআন তিলাওয়াত করে। বেশি বেশি ক্রন্দন করে। আল্লাহ আমার পক্ষ থেকে

আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন![১]

[১] *সিফাতুস সাফওয়া* : ৩/১৭৯-১৮৩

তৃতীয় অধ্যায়

সুনাম-সুখ্যাতির প্রতি সালাফগণের অনীহা

এক

হাবীব ইবনু আবি সাবিত রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু একবার কোথাও যাচ্ছিলেন। কিছু মানুষ তার পেছনে পেছনে হাঁটছিল। তিনি তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, আমার কাছে তোমাদের কোনো প্রয়োজন আছে? তারা বলল, না; কিন্তু আমরা আপনার সাথে কিছুক্ষণ হাঁটতে চাই। তিনি বললেন, তোমরা ফিরে যাও। কারও পেছনে পেছনে হাঁটা, এটা অনুসারীদের জন্য অপমান। আর অনুসৃত ব্যক্তির জন্য ফিতনা।[১][২]

দুই

হারিস ইবনু সুওয়াইদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন—আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ বলতেন, আমি আমার সম্পর্কে যা জানি, তোমরা যদি তা জানতে, তাহলে (আমার প্রতি ঘৃণাবশত) তোমরা আমার মাথায় মাটি ছুড়ে মারতে।[৩]

---

[১] বিপদের কারণ/পরীক্ষার বস্তু।

[২] *সিফাতুস সাফওয়া* : ১/৪০৬

[৩] *সিফাতুস সাফওয়া* : ১/৪০৬, ৪০৭

তিন

বিসতম ইবনু মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন রাহিমাহুল্লাহ যখন দেখতেন, কেউ তার সাথে সাথে হাঁটছে, তখন তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন। আর বলতেন, ভাই, আমার কাছে কি আপনার কোনো প্রয়োজন আছে?

যদি কোনো প্রয়োজন থাকত, তাহলে তিনি তা পূরণ করতেন। এরপরও যদি লোকটি তার সাথে হাঁটতে থাকত, তখন বলতেন, আপনার আর কোনো প্রয়োজন আছে কি?[১]

চার

হাসান[২] রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একদিন আমি আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের সাথে ছিলাম। তিনি আমাকে নিয়ে একটি কূপের নিকট আসেন। মানুষ সেখান থেকে পানি উঠিয়ে পান করছিল। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকও পানি পান করার জন্য কূপের নিকটে যান; কিন্তু লোকেরা তাকে চিনতে না পারায় তার সাথেও ধাক্কাধাক্কি করে।

অতঃপর তিনি ভিড় থেকে বের হয়ে এসে বলেন, এটাই জীবন। অর্থাৎ যেখানে আমাদের কেউ চিনবে না, সেখানে আমাদের কেউ সম্মানও করবে না।

হাসান বলেন, আমরা একবার কুফায় অবস্থান করছিলাম। তখন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের সামনে 'কিতাবুল মানাসিক' পড়া হচ্ছিল। একপর্যায়ে এমন একটি হাদীস সামনে আসে যেটির শেষে লেখা ছিল—আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেন, 'এটিই আমাদের মত।' তখন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক জিজ্ঞেস করেন, 'আমার এই উক্তি কে লিখেছে?' আমি বললাম, 'এই কিতাব যার—তিনিই লিখেছেন।' আমার এ কথা শুনে তিনি পাঠদান শেষ হওয়া পর্যন্ত তার হাত দিয়ে খুঁটে খুঁটে সেই লেখাটুকু তুলতে থাকেন। সেই সঙ্গে পাঠদানও অব্যাহত রাখেন। এরপর বলেন, 'আমি এমন কে যে, আমার কথা কিতাবে লিখতে হবে?'[৩]

---

[১] *সিফাতুস সাফওয়া* : ৩/২৪৩

[২] তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের ছাত্র। সাহান ইবনু রবী'আ, সাহান ইবনু আরাফা, হাসান ইবনু ঈসা, এদের কোনো একজন হবেন। দেখুন—*সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৮/৩৮০

[৩] *সিফাতুস সাফওয়া* : ১/৪০৬ ৪/১৩৫

পাঁচ

হুসাইন ইবনুল হাসান আল-মাররুযী রাহিমাহুল্লাহ বলেন—আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেন, নিজেকে সবসময় সুনাম-সুখ্যাতির আড়ালে রাখার চেষ্টা করবে। সেই সঙ্গে তুমি যে সুনাম-সুখ্যাতি পছন্দ করো না—সেটা বলে বেড়ানো থেকে বিরত থাকবে। নিশ্চয় যে নিজেকে 'যাহিদ[১]' বলে দাবি করে, সে 'যুহ্দ'-এর চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে যায়। কেননা, 'যাহিদ' বলে বেড়ানোর অর্থই হলো মানুষের প্রশংসা ও স্তুতিবাক্য কামনা করা।[২]

ছয়

ইবনু মুহাইরিয রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একদিন আমি ফুযালা ইবনু উবাইদকে বললাম, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, কিছু গুণ আছে, সেগুলো অর্জন করতে পারলে আল্লাহ এর দ্বারা তোমাকে উপকৃত করবেন।

(১) সম্ভব হলে এমনভাবে থাকার চেষ্টা করবে যে, তুমি মানুষকে চিনবে; কিন্তু মানুষ তোমাকে চিনবে না।

(২) তুমি শুধু শুনবে, কিছু বলবে না।

(৩) তুমি অন্যের মজলিসে বসবে, কিন্তু তোমার মজলিসে কেউ বসবে না।[৩]

সাত

জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আবু আব্দিল্লাহ[৪]-এর চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ দেখতে পাই। কারণ, জিজ্ঞেস করলে জানা যায়, কেউ একজন তাঁর প্রশংসা করে বলেছিল, আল্লাহ তাআলা ইসলামের পক্ষ থেকে আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন'। তার এই দুআর উত্তরে তিনি বলেছিলেন, বরং আল্লাহ তাআলা আমার পক্ষ থেকে ইসলামকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমি এমন কে

---

[১] মোহবিমুখ

[২] *সিফাতুস সাফওয়া* : ৪/১৩৭

[৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৩/১১৬

[৪] ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ

যে, মহান আল্লাহ আমাকে ইসলামের পক্ষ থেকে প্রতিদান দেবেন![১]

আট

মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মসজিদে নববীতে একটি খুঁটি ছিল। আমি রাতের বেলা খুঁটিটির পাশে সালাত পড়তাম। তাতে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিতাম। একবারের ঘটনা, মদীনায় সে-বছর মারাত্মক খরা দেখা দেয়। বৃষ্টির জন্য খোলা মাঠে এসে মানুষ প্রার্থনা করে; কিন্তু বৃষ্টি নামে না। এরপর সেই রাতে আমি ইশার সালাত আদায় করে মসজিদে নববীর ওই খুঁটির নিকট এসে হেলান দিয়ে বসি। এমন সময় একলোক আসেন। দেখতে কালো। একটা হলদে রঙের চাদর জড়ানো। ছোট একটা কাপড় তার কাঁধে চাপানো। সে আমার এবং আমার সামনে থাকা খুঁটির মাঝে এসে দাঁড়ায় এবং আমাকে পেছনে ফেলে দুই রাকাত সালাত আদায় করে। এরপর ওপরের দিকে দু'হাত তুলে কায়মনোবাক্যে বলে—

> **হে আমার প্রভু, আজ তোমার নবীর সম্মানিত শহরের মানুষেরা ময়দানে নেমেছিল, বৃষ্টি প্রার্থনা করেছিল; কিন্তু তুমি বৃষ্টি বর্ষণ করোনি। আমি তোমাকে দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি তাদের ওপর অবশ্যই বৃষ্টি বর্ষণ করো!**

ইবনুল মুনকাদির বলেন, আমি মনে মনে বললাম, লোকটা পাগল নাকি! অতঃপর সে হাত নামাতেই আকাশে মেঘের গর্জন শুনতে পেলাম। আর এমন মুষলধারে বর্ষণ হলো যে, বাড়িতে পরিবারের লোকদের জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছিল।

এদিকে লোকটা বৃষ্টির আওয়াজ শুনতে পেয়ে আল্লাহ তাআলার প্রশংসায় এমন কিছু বাক্য বলে—যা আমি ইতিপূর্বে কখনও শুনিনি। এরপর সে বলে, হে আমার রব, আমি এমন কে যে, আমার আহ্বানে সাড়া দিলে? কিন্তু হ্যাঁ, আমি কেবল তোমার প্রশংসা করেছি এবং তোমারই আশ্রয় চেয়েছি।

অতঃপর সে উঠে দাঁড়ায়। যে-কাপড়টা সে লুঙ্গি হিসেবে ব্যবহার করেছিল সেটাকে খুলে গোটা শরীরে জড়িয়ে নেয় এবং তার পিঠে ঝুলে থাকা কাপড়টা বিছিয়ে তার ওপর সালাত পড়তে শুরু করে। এভাবে ফজরের আগ পর্যন্ত সালাত পড়তে থাকে।

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১১/২২৫

সুবহে সাদিকের আগ দিয়ে বিতরের সালাত পড়ে।

এরপর ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত আদায় করে এবং সবশেষে সাধারণ মানুষের সাথে সাথে ফজরের জামাআতে অংশগ্রহণ করে। তার সাথে আমিও জামাআতে অংশগ্রহণ করি।

ইমাম সাহেব সালাম ফেরানোর পর সে উঠে বেরিয়ে যায়। আমিও তার পিছু পিছু হাঁটতে থাকি। একপর্যায়ে সে মসজিদের গেইট পর্যন্ত চলে আসে এবং কাপড় কিছুটা ওপরে উঠিয়ে পানির ওপর দিয়ে চলতে থাকে। আমিও তার মতো চলতে থাকি; কিন্তু কিছুক্ষণ পর হঠাৎ সে কোথায় যেন হারিয়ে যায়; তাকে আর খুঁজে পাই না।

দ্বিতীয় রাতে মসজিদে নববীতে ইশার সালাত আদায় করে ওই খুঁটির পাশে এসে বসি। খুঁটিটিকে বালিশের মতো ব্যবহার করে শুই। এ সময় লোকটি আবার আগমন করে। যে-কাপড়টা সে লুঙ্গি হিসেবে ব্যবহার করছিল সেটাকে ভালো করে গোটা শরীরে জড়িয়ে নেয়। আর কাঁধে ঝুলিয়ে রাখা কাপড়টা বিছিয়ে তার ওপর সালাত পড়তে শুরু করে। এভাবে ফজরের আগ পর্যন্ত সালাত আদায় করতে থাকে। এরপর বিতরের সালাতের পর ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত আদায় করে। সবশেষে মানুষের সাথে সাথে ফজরের জামাআতে অংশগ্রহণ করে। তার সাথে আমিও জামাআতে অংশগ্রহণ করি।

ইমাম সাহেব সালাম ফেরানোর পর সে উঠে বেরিয়ে যায়। আমিও তার পিছু পিছু হাঁটতে থাকি। একপর্যায়ে সে একটি ঘরে প্রবেশ করে। মদীনায় বসবাস করার দরুন আমি ঘরটি ভালো করেই চিনতাম। ঘরটি দেখে আমি মসজিদে নববীতে ফিরে আসি।

সূর্যোদয়ের পর নফল সালাত আদায় করি। তারপর সেই ঘরের উদ্দেশ্যে রওনা করি। সেখানে গিয়ে দেখি, সে বসে বসে মোজা সেলাই করছে। অর্থাৎ পেশায় সে একজন মুচি। আমাকে দেখেই সে চিনে ফেলল এবং ঈষৎ হেসে বলল—'হে আবু আব্দিল্লাহ, তোমাকে স্বাগতম! তোমার কি সেলাইযোগ্য কোনো মোজা আছে? থাকলে দিতে পারো।'

আমি তার পাশে বসতে বসতে বললাম, তুমি কি প্রথম রাতে আমার সাথে থাকা সেই ব্যক্তি নও? এ কথা শুনতে-ই তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। চিৎকার করে বলল, ওহে ইবনুল মুনকাদির! ওইটার সাথে তোমার কী সম্পর্ক? এ কথা বলে সে প্রচণ্ড রেগে গেল!

অতঃপর আমি তাকে এই বলে বেরিয়ে গেলাম যে, আল্লাহর শপথ! আমি এখনই তোমার এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি!

তৃতীয় রাত। আমি এশার সালাত মসজিদে নববীতে পড়ে ওই খুঁটির নিকট এসে হেলান দিয়ে বসে আছি; কিন্তু আজ আর ওই লোকটি এলো না। আমি মনে মনে বললাম, ইন্না লিল্লাহ! আমি কোনো সমস্যা করে ফেলিনি তো? সকালবেলা তার ঘরে গিয়ে দেখলাম, ঘরের দরজা খোলা এবং ঘর একেবারেই খালি। সেখানে মানুষ তো দূরের কথা; কোনো তৈজসপত্রও নেই।

ঘরের মালিক আমাকে বলল, হে আবু আব্দিল্লাহ, গতকাল তোমার এবং তার মাঝে কী হয়েছিল? আমি বললাম, কেন? কী হয়েছে তার? সে বলল, তুমি চলে যাওয়ার পর সে ঘরে ঢোকে তার চাদরটি মেঝেতে বিছায়। এরপর চামড়া, জুতা, মোজা এবং সেলাইয়ের যন্ত্রপাতিসহ প্রয়োজনীয় সবকিছু সেখানে রাখে। অতঃপর চাদরটি পেঁচিয়ে পিঠে করে নিয়ে চলে যায়। জানি না, সে কোথায় গেছে!

মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির বলেন, মদীনার এমন কোনো ঘর নেই—যেটাতে আমি তার অনুসন্ধান করিনি; কিন্তু তাকে কোথাও খুঁজে পাইনি। আল্লাহ তার ওপর রহম করুন![১]

[১] *সিফাতুস সাফওয়া* : ২/১৯০-১৯২

চতুর্থ অধ্যায়

আত্মমুগ্ধতার প্রতি সালাফগণের অনীহা

এক

সাবিত আল-বুনানী রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত—আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হে লোকসকল, আমি কুরাইশ গোত্রের লোক। সাদা-কালো নির্বিশেষে সকল রঙের মানুষই খোদাভীতির ক্ষেত্রে আমার চেয়ে অগ্রগামী! আমি তো কেবল খোদাভীরুদের বেশ-ভূষা ধারণ করি।[১]

দুই

মা'মার রাহিমাল্লাহ আইয়ুব, নাফি কিংবা অন্য কারও থেকে বর্ণনা করেন—একদা জনৈক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুকে 'হে সর্বোত্তম মানুষ' কিংবা 'হে সর্বোত্তম মানুষের সন্তান!' বলে সম্বোধন করে। প্রতিউত্তরে ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আমি সর্বোত্তম মানুষ নই এবং সর্বোত্তম মানুষের সন্তানও নই; বরং আমি আল্লাহর এক নগণ্য বান্দা। আমি আল্লাহকে ভয় করি এবং তার প্রতি আশা রাখি। আল্লাহর শপথ! তোমরা যার পিছু নাও, তাকে ধ্বংস করেই ছাড়ো।[২]

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১/৮১

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৩/২৩৬

তিন

জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, মুতররিফ ইবনু আব্দিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সারারাত ইবাদত করে সকালে আত্মগর্ব করার চেয়ে সারারাত ঘুমে কাটিয়ে সকালে অনুতপ্ত হওয়া আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়।

ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহর শপথ! ওই ব্যক্তি কখনও সফলকাম হবে না, যে নিজেকে সর্বোত্তম জ্ঞান করে কিংবা নিজের ইবাদত নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভোগে।[১]

চার

ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তোমরা আমার পক্ষ থেকে তিনটি বিষয়ের ওপর আমলের জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখো—

(১) প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকো।

(২) অসৎ সঙ্গা ত্যাগ করো।

(৩) আত্মমুগ্ধ হওয়া থেকে বিরত থাকো।[২]

পাঁচ

আবু ওয়াহাব আল-মারওয়াযী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একবার আমি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম, অহংকার কী?

তিনি বললেন, মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আত্মগর্ব কী?

তিনি বললেন, 'কোনো ব্যাপারে এমন ধারণা পোষণ করা যে, এটা শুধু তোমারই আছে, অন্য কারও নেই।' এরপর বললেন, 'সালাত আদায়কারীদের মধ্যে নিজের আমলের প্রতি মুগ্ধ হওয়ার চেয়ে মন্দ আর কিছু আমি দেখিনি।'[৩]

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৪/১৯০

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৪/৪৪৯

[৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৮/৪০৭

ছয়

আহমাদ ইবনু আবিল হাওয়ারী রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আবু আব্দিল্লাহ আনতাকী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একবার ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী ও ইমাম ফুযাইল রাহিমাহুমাল্লাহ কোথাও মিলিত হয়ে পরস্পর আলাপ-আলোচনা করছিলেন। একপর্যায়ে সুফিয়ান আস-সাওরীর মন গলে যায়। তিনি কাঁদতে থাকেন। এরপর বলেন, আশা করি আজকের এই মজলিস আমাদের জন্য রহমত ও বরকত বয়ে আনবে। তখন ফুযাইল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহর বান্দা, কিন্তু আমার আশঙ্কা হয়, না-জানি, এ মজলিস আমাদের জন্য উপকারী হওয়ার চেয়ে বেশি ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়! তুমি যা ভালো মনে করেছ, তা-ই বলেছ, আমিও যা ভালো মনে করেছি, তাই বলেছি। এতে কি তুমি আমার নিকট নিজেকে সুন্দর করে উপস্থাপন করোনি? আর আমিও কি তোমার কাছে নিজেকে সুন্দর করে উপস্থাপন করিনি?

এ কথা শুনে সুফিয়ান আস-সাওরী আবার কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, তুমি আমাকে সতর্ক করে (ধ্বংসের হাত থেকে) বাঁচিয়েছ। আল্লাহ তোমাকে বাঁচিয়ে রাখুন।[১]

সাত

ইমাম শাফিয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যদি তুমি তোমার আমলের ব্যাপারে গর্বের আশঙ্কা করো, তাহলে ভাবো—

- যার সন্তুষ্টি কামনা করছ, তিনি কি সাধারণ কেউ?
- যে নিয়ামতের আশা করছ, তা কি সহজলভ্য?
- যে ভয়াবহ শাস্তির ভয় করছ, তা স্বাভাবিক কিছু?

যে এসব নিয়ে চিন্তা করবে, তার কাছে তার আমলগুলো খুবই নগণ্য মনে হবে।[২]

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৮/৪৩৯

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১০/৪২

আট

রিশদীন ইবনু সাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হাজ্জাজ ইবনু শাদ্দাদ থেকে বর্ণিত, তিনি খ্যাতনামা বিদ্বান উবাইদুল্লাহ ইবনু আবি জাফরকে বলতে শুনেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো মজলিসে কথা বলে এবং কথাগুলো তাকে চমৎকৃত করে তাহলে সে যেন তৎক্ষণাৎ কথা বলা বন্ধ করে দেয় এবং যখন চুপ থাকতে ইচ্ছে করে তখন যেন আবার কথা বলা শুরু করে।[১]

নয়

সাঈদ ইবনু আব্দির রহমান রাহিমাহুল্লাহ আবু হাযিম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন—তিনি বলেন, বান্দা যদি কোনো উত্তম আমল করার পর আত্মগর্ব অনুভব করে তাহলে বুঝতে হবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য এরচেয়ে ক্ষতিকর কোনো আমলই তৈরি করেননি! অপরদিকে বান্দা যদি কোনো গুনাহ করার পর অন্তর্জ্বালার শিকার হয়, তাহলে বুঝতে হবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য এরচেয়ে উপকারী ও কল্যাণকর কোনো কাজই সৃষ্টি করেননি।

কেননা, মানুষ যখন ভালো ও পুণ্যের কাজ করে তখন হয়তো সে তা নিয়ে আত্মতৃপ্তি বোধ করে অথবা নিজেকে অন্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে করে। এতে আল্লাহ তাআলা তার বর্তমান ভালো কাজটির সাথে সাথে অতীতের ভালো কাজগুলোও বাতিল করে দেন।

অপরদিকে যদি কোনো ব্যক্তি মন্দ কাজ করার পর তার মধ্যে অনুশোচনা জাগে তাহলে হতে পারে, আল্লাহ তাআলা এই কাজের কারণে তার মধ্যে অনুতাপ ও অনুশোচনার স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করে দেবেন। পরিশেষে সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হবে যে, সেই অনুতাপ ও অনুশোচনা তার হৃদয়ে আগের মতোই রয়ে যাবে। (এবং তার অসিলায় সে মুক্তি পেয়ে যাবে!)[২]

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৬/১০

[২] *সিফাতুস সাফওয়া* : ২/১৬৪

দশ

ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ ইবনু হাযম রাহিমাহুল্লাহর জীবনী আলোচনার একপর্যায়ে তার একটি উক্তি উল্লেখ করেন। সেখানে তিনি বলেছেন—'আমি সত্যের অনুসরণ করি। নিজেই ইজতিহাদ করে চলি। কোনো এক মাযহাবের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকি না।'

ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হ্যাঁ, কেউ যদি ইজতিহাদের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছতে পারেন এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইমাম তার এই যোগ্যতার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেন, তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য তাকলীদ তথা কোনো মাযহাব অনুসরণের সুযোগ নেই।

পক্ষান্তরে যাদের এই পর্যায়ের ইজতিহাদী যোগ্যতা নেই; বরং কেবল ফিকহের কোনো কিতাব মুখস্থ করেছে কিংবা সমগ্র কুরআন অথবা তার কিয়দাংশ হিফয করেছে তাদের জন্য তো কখনই ইজতিহাদ করার অনুমতি নেই। সে কীভাবে ইজতিহাদ করবে? কী সমাধান দেবে? কীসের ভিত্তিতে দেবে? যার পাখাই গজায়নি, সে কী করে আকাশে উড়বে?

অবশ্য যে-ফকীহর সতর্কতা, বিচক্ষণতা, বোধগম্যতা, খোদাভীতি এবং হাদীসের জ্ঞান সর্বজন স্বীকৃত; সেই সঙ্গে শাখাগত মাসআলার সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ এবং হাদীস ও ফিকহের মূলনীতি বিষয়ক কিতাবগুলো যার মুখস্থ, পাশাপাশি হিফযুল করআন, তাফসীর ও তর্কশাস্ত্রেও যে সমান পারঙ্গম; সর্বোপরি আরবীভাষা সম্পর্কেও যে সম্যক অবগত তার জন্য 'ইজতিহাদুল মুকায়্যাদ' তথা নির্ধারিত পরিমণ্ডলে ইজতিহাদ করার অনুমতি রয়েছে। তিনি ইমামগণের দলিল সম্পর্কে গবেষণা করার যোগ্যতা রাখেন। যখন কোনো মাসআলায় তার নিকট সত্য উন্মোচিত হবে এবং এর ওপর কুরআন-সুন্নাহর কোনো দলিল থাকবে, পাশাপাশি প্রসিদ্ধ কোনো ইমামের আমলও পাওয়া যাবে[১] তখন তিনি তার নিকট উন্মোচিত ওই সত্যটারই অনুসরণ করবে। রুখসত বা ছাড়ের পথে হাঁটবেন না। সদা সতর্ক থাকবেন। এভাবে কোনো মাসআলার ওপর দলিল পাওয়া গেলে তার জন্য তাকলীদের কোনো সুযোগ নেই।

তবে যদি এই নব উদ্ভাবিত সত্য প্রকাশ করলে অন্যান্য ফকীহ ও মুফতীগণের পক্ষ থেকে গোলযোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে কিংবা সমাজে ফিতনা সৃষ্টি হওয়ার

---

[১] যেমন, ইমাম আবু হানীফা, মালিক, আস-সাওরী, আওযায়ী, শাফিয়ী, আবু উবাইদ, আহমাদ বা ইসহাক রাহিমাহুমুল্লাহ।

আশঙ্কা থাকে তাহলে তা গোপন রাখতে হবে। কোনোভাবেই তার আমল প্রকাশ করা যাবে না। কেননা, কখনও এর কারণে নিজের মনে গর্ববোধ জেগে উঠতে পারে এবং তা প্রকাশ করা নিজের কাছে প্রিয় হয়ে উঠতে পারে।

এমনটা হলে অবশ্যই একদিন তাকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। কারণ, তখন ওই সত্যটার মাঝে অন্তরের একটি অনৈতিক চাহিদা ঢুকে পড়ে। এমন কত মানুষ আছে, যারা সত্য কথা বলে, সৎ কাজের আদেশ করে, এরপরও আল্লাহ তাআলা ফকীহগণকে দিয়ে তাদের দাবিয়ে রাখেন।

অনেক সময় অর্থদাতা, ভূমিদাতা ও সমাজ সেবকদের মধ্যে এই আত্মগর্ব সংক্রমক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে সৈনিক, মুজাহিদ ও শাসকশ্রেণিও এই ব্যাধি থেকে মুক্ত হতে পারে না। ফলে দেখা যায়, তারা শত্রুদের মুখোমুখি হচ্ছে, অথচ তাদের অন্তরে লুকিয়ে আছে বিভিন্ন কল্পনাবিলাস ও সুপ্ত বাসনা। যেমন, বীরত্ব প্রকাশ করা, অহমিকা প্রদর্শন করা, স্বর্ণখচিত শিরস্ত্রাণ, পোশাক, অশ্ব ও যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জিত হওয়া। এর সাথে আবার যোগ হয় সালাত পরিহার করার মন্দ প্রবণতা, শাসিতের প্রতি জুলুম ও মদ্যপানের হীন মানসিকতা। সুতরাং, কোত্থেকে তারা আল্লাহর সাহায্য পাবে? আর কেনই-বা তারা অপদস্থ ও পরাজিত হবে না!

হে আল্লাহ, আপনি আপনার দ্বীনকে সাহায্য করুন। আপনার বান্দাদের দ্বীনের কাজ করার সামর্থ্য দিন।

যে-ব্যক্তি আমলের উদ্দেশ্যে ইলম অন্বেষণ করে, ইলম তার হৃদয়-ভূমিকে কোমল করে। সে তার নিজের কথা ভেবে ক্রন্দন করে। পক্ষান্তরে যে-ব্যক্তি মুদাররিস বা মুফতি হওয়ার উদ্দেশ্যে কিংবা দাম্ভিকতা প্রদর্শন ও অন্যকে হেয় করার মানসিকতা নিয়ে ইলম শেখে—সে নিজেই নিজেকে ধোঁকা দেয়, প্রতারিত করে এবং মানুষের সামনে নিজেকে ছোট করে। এই আত্মঅহমিকা তাকে ধ্বংস করে ছাড়ে এবং মানুষের ঘৃণার পাত্রে পরিণত করে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ۝٩ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ۝١٠

ওই ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে যে তার আত্মা পবিত্র করেছে। আর ওই ব্যক্তি ব্যর্থ হয়েছে যে তার আত্মা কলুষিত করেছে।[১]

এখানে কলুষিত করার অর্থ হচ্ছে—আত্মাকে পাপাচার ও অবাধ্যতায় লিপ্ত রাখা।[২]

---

[১] সূরা শামস, আয়াত : ৯ ও ১০

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১৮/১৯১-১৯২

পঞ্চম অধ্যায়

সালাফগণের দুনিয়াবিমুখতা

এক

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ রচিত *যুহ্দ* নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, উরওয়া ইবনু যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু শাম গমন করেন। সেখানে তার সাথে স্থানীয় আমীরগণ এবং উচ্চপদস্থ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সাক্ষাৎ করেন। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার ভাই আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ কোথায়? তাকে যে দেখছি না! লোকেরা বলে, তিনি এখনই চলে আসবেন।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু নাকে রশি বাঁধা একটি উটনীর ওপর চড়ে আগমন করেন। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সালাম করেন। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু উপস্থিত লোকদের বলেন, তোমরা যার যার কাজে ফিরে যাও। অতঃপর তিনি আবু উবায়দাকে সাথে নিয়ে তার বাড়িতে আসেন। ঘরে ঢুকে দেখেন, তার বাড়িতে কেবল একটি তরবারি, একটি ঢাল এবং সামান্য কিছু পাথেয় পড়ে আছে। উমার রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জিজ্ঞেস করেন, ঘরে আরও কিছু আসবাবপত্র রাখলে না কেন? তিনি বলেন, আমীরুল মুমিনীন, দুনিয়ায় স্বল্প সময় বিশ্রামকারীর জন্য এটুকুই যথেষ্ট।[১]

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১/১৬

দুই

মালিক আদ-দার[১] রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একবার উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চারশ দিনার হাতে নিয়ে তার গোলামকে ডেকে বলেন, এটা আবু উবায়দার নিকট পৌঁছে দাও। আর তার ঘরের পাশে ওঁৎপেতে থাকো। দেখো, সে এগুলো দিয়ে কী করে?

অতঃপর গোলাম চারশ দিনার নিয়ে আবু উবায়দার কাছে যায় এবং তাকে বলে, আমিরুল মুমিনীন আপনাকে এগুলো উপহার দিয়েছেন। আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ বলেন, আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় দিন এবং তার ওপর রহম করুন। এরপর তিনি দাসিকে ডেকে বলেন, এদিকে এসো! এই সাত দিনার অমুককে দাও। এই পাঁচ দিনার অমুককে দাও... এভাবে তিনি সব দিনার ভাগ-বাটোয়ারা করে দিয়ে দেন। গোলাম ফিরে এসে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুকে পুরো ঘটনা জানায়।

এদিকে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু মুআয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকটও সমপরিমাণ দিনার প্রেরণ করেন। গোলাম তার কাছে সেগুলো পৌঁছে দিয়ে বলে, আমীরুল মুমিমীন এগুলো আপনার জন্য হাদিয়া পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় দিন। এরপর তিনি দাসিকে ডেকে বলেন, এগুলো অমুককে দাও, এগুলো অমুককে দাও... কিছুক্ষণ পর মুআজ রাযিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী এই ঘটনা জানতে পেরে বলেন, আল্লাহর শপথ! আমরাও তো গরীব। আমাদের জন্যেও কিছু রাখুন। ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে। কেবল দুটি দিনার অবশিষ্ট ছিল। তিনি স্ত্রীর দিকে সেগুলোই ছুঁড়ে দেন।

গোলাম ফিরে এসে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুকে পুরো ঘটনা শোনালে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং বলেন, এরা প্রত্যেকে একে অন্যের ভাই।[২]

তিন

তালহা রাহিমাহুল্লাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তার পিতা বলেন, একবার 'হাযরামাউত' নামক শহর থেকে তার কাছে কিছু সম্পদ আসে। সম্পদের পরিমাণ প্রায় সাত লাখ দিরহাম। রাতে তিনি খুব ছটফট করতে থাকেন। তার স্ত্রী তাকে

---

[১] তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর আযাদকৃত গোলাম। উমার ও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার পূর্ণ জীবনী রয়েছে *তাবাকাত* : ৫/৮-এ

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১/৪৫৬

অস্থির দেখে জিজ্ঞেস করেন, কী হয়েছে আপনার? আপনি এত পেরেশান কেন? তিনি বলেন, আমি ভীষণ দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা, যে-ব্যক্তি তার ঘরে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ রেখে নিদ্রায় যায়, মহান রবের ব্যাপারে তার ধারণাটা কেমন?

স্ত্রী বলেন, সকাল হলে আপনি আপনার বন্ধু ও পরিচিতজনদের দেখা পাবেন। তখন কিছু পাত্র আর থলে আনিয়ে তাদের মাঝে এগুলো বণ্টন করে দেবেন।

তিনি বলেন, আল্লাহ তোমার ওপর রহমত বর্ষণ করুন। নিশ্চয় তুমি যোগ্য পিতার যোগ্য মেয়ে।[১]

সকাল হলে তিনি বেশ-কিছু থলে ও পাত্র আনান। সব সম্পদ আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে বণ্টন করে দেন। একটি পাত্র আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছেও পাঠান।

এসময় তার স্ত্রী বলেন, আবু মুহাম্মাদ, এই সম্পদে কি আমাদের কোনো অংশ আছে? তিনি বলেন, আজ সারাদিন কোথায় ছিলে? এখন সামান্য যা-কিছু আছে, তা তোমার! তার স্ত্রী বলেন, তখন মাত্র একটি থলে অবশিষ্ট ছিল। আর তাতে হাজার খানেক দিরহাম ছিল।[২]

চার

হুযাইল ইবনু শূরাহবিল রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, যে-ব্যক্তি আখিরাতের সফলতা চায়, সে দুনিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর যে-ব্যক্তি দুনিয়ার সফলতা চায়, সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ওহে লোকসকল, তোমরা স্থায়ী আবাসস্থলের স্বার্থে অস্থায়ী আবাসস্থলের ক্ষতি মেনে নাও।[৩]

পাঁচ

আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

[১] এই বিদূষী নারী হলেন আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা উম্মু কুলসুম।

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১/৩১

[৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১/৪৯৬

সাহাবীগণের তুলনায় অধিক সময় দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করো এবং তাদের তুলনায় বেশি আমল করার চেষ্টা করো; এরপরও তারা তোমাদের থেকে শ্রেষ্ঠ।

জিজ্ঞেস করা হলো, এটা কেন?

তিনি বললেন, এর কারণ হচ্ছে, তারা তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি দুনিয়াবিমুখ এবং আখিরাতের প্রতি অধিক আগ্রহী ছিলেন।[১]

ছয়

বিলাল ইবনু সাদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আল্লাহর নিকট চিন্তার বিক্ষিপ্ততা এবং চিত্তের অস্থিরতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। জিজ্ঞেস করা হলো, চিন্তার বিক্ষিপ্ততা ও চিত্তের অস্থিরতা কী? তিনি বললেন, প্রত্যেক জায়গায় নিজের কিছু সম্পদ গড়ে তোলা।[২]

সাত

ইমাম আ'মাশ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আবুল বুখতারী বলেন, একবার আশআস ইবনু কায়িস ও জারীর ইবনু আব্দিল্লাহ সালমান ফারসী রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাক্ষাতে তার ছোট্ট কুটিরে প্রবেশ করেন। তারা তাকে সালামের মাধ্যমে অভিবাদন জানান এবং বলেন, আপনি তো আল্লাহর রাসূলের সাহাবী!

: তা আমার জানা নেই।

তারা উভয়ে জবাব শুনে দ্বিধায় পড়ে যান। সালমান ফারসী তাদের অবস্থা বুঝতে পেরে বলেন, আল্লাহর রাসূলের সঙ্গী তো সে, যে তার সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করবে!

: আমরা আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছ থেকে এসেছি।

: ও, তাহলে তার প্রেরিত হাদিয়া কোথায়?

: আমাদের সাথে তো তার কোনো হাদিয়া নেই!

---

[১] *সিফাতুস সাফওয়া* : ১/৪২০

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ২/৩৪৮

: আল্লাহকে ভয় করো। আমানত আদায় করো। তার নিকট থেকে আমার কাছে কেউ হাদিয়া ছাড়া আসে না।

: দয়া করে আপনি আমাদের ওপর এমন অভিযোগ আনবেন না। আমাদের কাছে এমনিতেই কিছু সম্পদ আছে। প্রয়োজন হলে বলুন!

: না, না! আমি হাদিয়া ছাড়া অন্যকিছু চাই না।

: আল্লাহর কসম! তিনি আপনার উদ্দেশ্যে কোনো হাদিয়া পাঠাননি। আসার সময় শুধু বলেছেন, তোমাদের মধ্যে রাসূলের এমন একজন সাহাবী রয়েছেন, রাসূল যখন তার সাথে একাকী সাক্ষাৎ করতেন তখন অন্য কারও সাক্ষাৎ কামনা করতেন না! যখন তোমরা তার কাছে যাবে তখন আমার পক্ষ থেকে তাকে সালাম পেশ কোরো।

: আরে! এই সালাম-ই তো সেই হাদিয়া। এরচেয়ে বড় কোনো হাদিয়া আছে নাকি? আমি তো এটাই চাইছিলাম![১]

আট

কাতাদা ইবনু দিআমা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, বিখ্যাত তাবিয়ী আমির ইবনু আবদি কায়িস মুত্যুর পূর্বমুহূর্তে খুব কাঁদছিলেন। কাতাদা ইবনু দিআমা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, আমি মৃত্যু-যন্ত্রণায় কাঁদছি না। দুনিয়ার প্রতি মায়ার কারণেও না। আমি তো কাঁদছি, দুপুরের পিপাসা[২] এবং রাতের কিয়াম[৩]-এর সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে।[৪]

নয়

মুসা আত-তাইমী রাহিমাহুল্লাহ আব্দুর রহমান ইবনু আবান রাহিমাহুল্লাহর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, আমি এমন কোনো ব্যক্তিকে দেখিনি—দ্বীনদারী, রাজ্যশাসন ও সম্মানের মাঝে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে আব্দুর রহমানের সমকক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে।

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১/৫৪৯

[২] অর্থাৎ সিয়াম পালন।।

[৩] রাতের সালাত ও অন্যান্য নফল ইবাদত।

[৪] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৪/১৯

জনশ্রুতি আছে, আহলে বাইতের[১] কেউ দাসত্বের শিকার হলে তিনি তাকে কিনে নিতেন এবং তার অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করে আযাদ করে দিতেন। তিনি বলতেন, আমি এই দাসমুক্তির মাধ্যমে মূলত আল্লাহর কাছে মৃত্যুযন্ত্রণা থেকে মুক্তি চাই।

পরবর্তী সময়ে তিনি তার এলাকার মসজিদে ঘুমন্ত অবস্থায় ইনতিকাল করেন। প্রসিদ্ধ আছে, তিনি আল্লাহওয়ালা ছিলেন। খুব ইবাদত করতেন। আলী ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনি আব্বাস তার ইবাদত ও কুরবানী দেখে বিমুগ্ধ হন এবং ভালো কাজে তার অনুসরণ করেন।[২]

দশ

ইবরাহীম ইবনু বাশশার রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আলী ইবনু ফুযাইল বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহকে বলেন—তুমি মানুষকে অল্পতুষ্টি ও দুনিয়াবিমুখতার ব্যাপারে আদেশ করো; অথচ নিজেই পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন করো?

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেন, হে আবু আলী, আমি এমনটা করি, যাতে আমার সম্মান ঠিক থাকে। আমার ব্যক্তিত্ব কারও কাছে মুখাপেক্ষী না হয়ে পড়ে এবং এর মাধ্যমে যাতে আমি আমার প্রতিপালকের আনুগত্য করতে পারি।

তিনি বলেন, হে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, যদি এমনটিই হয়ে থাকে, তাহলে কতই না উত্তম তোমার সিদ্ধান্ত।[৩]

এগারো

যিয়াদ ইবনু মাহিক রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, শাদ্দাদ ইবনু আউস রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, তোমরা দেখে থাকবে, প্রত্যেক ভালোর কিছু মাধ্যম থাকে; আবার প্রত্যেক মন্দের পেছনেও কিছু কারণ থাকে। সকল ভালোই জান্নাতে যাওয়ার

---

[১] আহলে বাইত বলতে বোঝায়, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীবর্গ, তার বংশধরগণ, বানু হাশিম, বানু আব্দিল মুত্তালিব এবং তাদের আজাদকৃত দাসগণ।

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৫/১০

[৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৮/৩৮৭

ক্ষেত্রে সহায়ক। আর সকল মন্দই জাহান্নামে যাওয়ার কারণ। নিশ্চয় দুনিয়া হলো ক্ষণস্থায়ী ভোগ-সামগ্রী। এখান থেকে ভালো মানুষেরাও ভোগ করে, মন্দরাও ভোগ করে; কিন্তু আখিরাত চিরস্থায়ী ও চিরসত্য। সেখানে কেবল প্রতাপশালী বাদশাহ আল্লাহ জাল্লা শানুহুর রাজত্ব। প্রতিটি আদর্শেরই অনুসারী থাকে। সুতরাং, তোমরা আখিরাতের অনুসারী হও। দুনিয়ার অনুসারী হয়ো না।[১]

বারো

মুসলিম ইবনু সাদ রাহিমাহুল্লাহর ভাগ্নে আব্দুল্লাহ বলেন, একবার আমি হজের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। তখন আমার মামা মুসলিম ইবনু সাদ আমাকে দশ হাজার দিরহাম দিয়ে বললেন, যখন তুমি মদীনায় যাবে, তখন মদীনার আহলে বাইতের সবচেয়ে দরিদ্র পরিবারকে এগুলো দেবে। অতঃপর আমি মদীনায় গেলাম। লোকদেরকে আহলে বাইতের সবচেয়ে দারিদ্র পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তারা আমাকে একটি বাড়ি দেখিয়ে বলল, এই পরিবারটি আহলে বাইতের মধ্যে সবচেয়ে গরীব এবং সবচেয়ে অভাবী। আমি সেই ঘরে কড়া নাড়লাম। ভেতর থেকে এক মহিলা জিজ্ঞেস করলেন—

: কে আপনি?

: আমি বাগদাদ থেকে এসেছি। আমাকে দশ হাজার দিরহাম দেওয়া হয়েছে—যেন সেগুলো মদীনার সবচেয়ে দরিদ্র ও অভাবী 'আহলে বাইত'-এর নিকট পৌঁছে দিই। আর আমি জানতে পেরেছি, আপনাদের পরিবারটিই সবচেয়ে বেশি দরিদ্র ও অভাবী। সুতরাং, আপনি এগুলো গ্রহণ করুন।

: আল্লাহর বান্দা, তোমাকে যিনি দিরহামগুলো দিয়েছেন তিনি মদীনার সবচেয়ে গরীব আহলে বাইতকে দিতে বলেছেন। আর এখানে সবচেয়ে দরিদ্র পরিবার হলো আমাদের পাশে থাকা পরিবারটি। তারা আমাদের চেয়েও অধিক অভাবী।

আমি তাদের ছেড়ে পাশের ঘরের দিকে গেলাম। তাদের দরজায় কড়া নাড়লাম। একজন নারী ভেতর থেকে পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। আমি আগের মতোই জবাব দিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহর বান্দা, আমরা এবং আমাদের প্রতিবেশী—উভয়েই

[১] *সিফাতুস সাফওয়া* : ১/৭০৯

খুব অভাবী। সবাই সংকটময় জীবনযাপন করছি। তুমি বরং আমাদের উভয়ের মাঝে দিরহামগুলো বণ্টন করে দাও।[১]

তেরো

ইবরাহীম ইবনু শাবীব ইবনি শাইবা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এক জুমআর দিনে আমরা একটি ইলমী মজলিসে[২] বসা ছিলাম। এমন সময় কোথা থেকে যেন এক অপরিচিত লোক আগমন করেন! তার গায়ে একটি মাত্র কাপড়। সেটা দ্বারা পুরো শরীর পেঁচানো। তিনি আমাদের নিকট এসে বসেন। তারপর নতুন একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। আমরা সেটি নিয়েই আলোচনা করতে থাকি। আলোচনা শেষ হলে তিনি চলে যান।

পরবর্তী জুমআয় তিনি আবার আসেন। আমরা তার উপস্থাপনা, জ্ঞানমূলক আলোচনা, সুচিন্তিত মতামত ও ব্যক্তিত্ব-গুণে মুগ্ধ হয়ে পড়ি। তাকে ভালোবেসে ফেলি। তাকে তার বাসস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, আমি 'হারবিয়্যাহ'তে বাস করি। এরপর তার উপনাম জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, আবু আব্দিল্লাহ'। আমরা তার মজলিসে বসার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে পড়ি। তার আলোচনা শোনার জন্য মুখিয়ে থাকি। কারণ, তার আলোচনা ছিল খুবই ফলপ্রসূ ও জ্ঞানমূলক।

এরপর কিছুদিন তার আসা-যাওয়া বন্ধ থাকে। আমরা পরস্পর বলাবলি করতে থাকি, কী হলো? তিনি আসছেন না কেন? তিনি আমাদের মজলিসগুলোর প্রাণ ছিলেন! তিনি চলে যাওয়ার পর থেকে মজলিসগুলো কেমন যেন প্রাণহীন হয়ে পড়েছে!

আমরা সিদ্ধান্ত নিই, সকাল হলে হারবিয়্যাহ—এলাকায় গিয়ে তাকে খুঁজব। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা কয়েকজন সেখানে যাই। আমরা আবু আব্দিল্লাহ সম্পর্কে কাউকে জিজ্ঞেস করতে ইতস্তত বোধ করছিলাম। এমন সময় দেখি, কয়েকজন বালক মক্তব থেকে বাড়ি ফিরছে। তাদের জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা আবু আব্দিল্লাহকে চেনো? তারা বলল, সম্ভবত আপনারা শিকারী লোকটির সন্ধান করছেন? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তারা বলল, তার এখনই চলে আসার সময় হয়েছে। আপনারা অপেক্ষা করুন।

---

[১] *সিফাতুস সাফওয়া* : ২/২০৬

[২] জ্ঞানমূলক আলোচনা সভা।

এরপর আমরা এক জায়গায় বসে অপেক্ষা করতে থাকি। ইতোমধ্যে দূর থেকে তাকে আসতে দেখা যায়। তার গায়ে একটি লুঙ্গি। কাঁধে একটুকরো কাপড়। সাথে জবাই করা কিছু পাখি এবং কিছু জীবন্ত পাখি। তিনি আমাদের দেখে মুচকি হেসে বলেন, হঠাৎ আপনাদের আগমন? আমরা বললাম, আপনাকে হারিয়ে ফেলেছি। আপনি আমাদের মজলিসগুলো জমিয়ে রাখতেন। আপনি কেন আমাদের ফেলে এভাবে চলে এলেন? তিনি বললেন, আজ তাহলে আপনাদের বলি। আসলে আমার এক প্রতিবেশী আছেন। পূর্বে আমার গায়ে আপনারা যেই কাপড়টি দেখেছিলেন, প্রতি শুক্রবার ওই প্রতিবেশী থেকে কাপড়টি ধার নিয়ে যেতাম। লোকটি প্রবাসী। কিছুদিন হলো সে তার জন্মভূমিতে ফিরে গেছে। আর আমার এমন কোনো কাপড় নেই, যেটা পরে আপনাদের কাছে যেতে পারি। আচ্ছা যাই হোক, আমরা কি এভাবে বাহিরে দাঁড়িয়ে গল্প করব? আপনাদের কোনো আপত্তি না থাকলে, বাড়ির ভেতরে চলুন। আল্লাহ রিজিকে যা রেখেছেন, তা দিয়ে আপনাদের আপ্যায়ন করা হবে।

আমরা ইশারায় পরস্পরকে বললাম—চলো, ঘরে যাই। তিনি ঘরে গিয়ে প্রথমে কড়া নাড়েন। সালাম দিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন। এরপর আমাদের ভেতরে আসতে বলেন। আমরা ঘরে প্রবেশ করি। তিনি একটি মাদুর বিছিয়ে দিলে আমরা তাতে বসে পড়ি।

তিনি অন্তঃপুরে চলে যান। জবাই করা পাখিগুলো স্ত্রীর কাছে দিয়ে জীবিত পাখিগুলো নিয়ে বাজারের উদ্দেশ্যে রওনা হন। যাওয়ার সময় বলে যান, আপনারা একটু আরাম করুন। ইন শা আল্লাহ, অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরে আসবো। তিনি পাখিগুলো বিক্রি করে কিছু রুটি কিনে আনেন। এদিকে তার স্ত্রীও গোশত রান্না শুরু করে দেন।

রান্না শেষ হলে আমাদের সামনে গোস্ত-রুটি পরিবেশন করা হয়। আমরা খেতে থাকি। একটু পর তিনি লবণ ও পানি আনার জন্য বাইরে যান। আমরা তখন পরস্পর বলাবলি করছিলাম, তোমরা কি কখনও তার মতো কাউকে দেখেছ? তোমরা বসরা নগরীর একেকজন সরদার। তোমরা কি তার বিষয়টি নিয়ে ভাববে না? তার অবস্থা পরিবর্তনে সচেষ্ট হবে না? তখন আমাদের একজন বলল, আমি পাঁচশ' দিরহাম দেব। অন্যজন বলল, আমি আটশ' দিরহাম দেব। এভাবে একেক জন একেক ধরনের সংখ্যা লেখাতে থাকে এবং একজন সবগুলো দিরহাম জমা করার দায়িত্ব নেয়। হিসাব করে দেখা যায়, সবার থেকে সর্বমোট পাঁচ হাজার দিরহাম উঠবে। এরপর সবাই বলল, চলো! আমরা এখন উঠি। সব দিরহাম উঠিয়ে আমরা আবার আসব। চাইব, তিনি যেন তার অবস্থার উন্নতি ঘটান।

এরপর আমরা উঠে চলে যাই। সওয়ারীতে করে 'মারবাদ'[১] বাজার অতিক্রম করার সময় বসরা নগরীর আমীর মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান তার পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে আমাদের দেখে ফেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তার গোলামকে বলেন, দ্রুত ইবরাহীম ইবনু শাবীব ইবনি শাইবাকে ডেকে নিয়ে এসো।

আমি আসার পর তিনি জিজ্ঞেস করেন, ঘটনা কী? কোত্থেকে এলে? আমি তাকে সত্য ঘটনা বললাম। সব শুনে তিনি বললেন, ভালো কাজে আমি তোমাদের চেয়ে বেশি অগ্রগামী। এরপর তিনি তার গোলামকে বললেন, আমার দিরহামের ব্যাগটা নিয়ে এসো। গোলাম সেটি নিয়ে এলে বললেন, এবার যাও, একজন গৃহকর্মী নিয়ে এসো। এরপর গৃহকর্মীকে বললেন, মুদ্রার এই থলেটা নিয়ে এই লোকটির সাথে যাও এবং আমার নির্দেশিত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দিয়ে এসো। আমি খুশিতে দ্রুত হাঁটতে শুরু করি। আবু আব্দিল্লাহর বাড়ি পৌঁছে তাকে সালাম দিই। তিনি সালামের উত্তর দিতে দিতে বেরিয়ে আসেন; কিন্তু গৃহকর্মী ও তার কাঁধে মুদ্রার থলে দেখে মুহূর্তেই তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়—যেন আমি তার মুখে কালি মেখে দিয়েছি।

তিনি অত্যন্ত রূঢ়ভাব নিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসেন এবং বলেন, তোমার এবং আমার সাথে এগুলোর কী সম্পর্ক? তুমি কি আমাকে ফিতনায় ফেলতে চাইছ? আমি বললাম, আবু আব্দিল্লাহ! আপনি শান্ত হোন। একটু বসুন। আমি সব খুলে বলছি। এরপর তাকে বললাম, আপনি তো বসরার আমীর মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমানকে চেনেন। তিনি খুবই প্রতাপশালী ও রাগী। যদি আমি এগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাই তাহলে অবস্থা কী হবে—একটু ভেবে দেখেছেন? দয়া করে আল্লাহকে ভয় করুন। নিজেকে অযথা বিপদে ফেলবেন না।

এটা শুনে তার রাগ আরও বেড়ে যায়। তিনি আমার সামনে থেকে উঠে গিয়ে মুখের ওপর সজোরে দরজা বন্ধ করে দেন। আমি বাইরে পায়চারি করতে থাকি; কিন্তু বুঝে উঠতে পারছিলাম না—আমীরকে কী বলব? শেষে নিরুপায় হয়ে সিদ্ধান্ত নিই, সত্যটাই বলব। যা হবার হবে।

আমীরের কাছে এসে পুরো ঘটনা জানালাম। তিনি ক্ষেপে গিয়ে বললেন, নিশ্চয় লোকটা 'হারুরী'![২] এই গোলাম, তরবারিটা নিয়ে আয়। সে তরবারি নিয়ে এলে

[১] বসরার প্রসিদ্ধ বাজার

[২] খারেজীদের একটি শাখাগোত্র

তিনি বললেন, তুই এই গোলামের সাথে যা। ওই লোকটার বাড়িতে গিয়ে তাকে হত্যা করে তার মাথাটা নিয়ে আয়!

ইবরাহীম ইবনু শাবীব ইবনি শাইবা বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ আমীরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন। দয়া করে আপনি আল্লাহকে ভয় করুন। আল্লাহর কসম! সে খারেজী নয়। আপনি সবর করুন। আমিই তাকে আপনার কাছে নিয়ে আসব। আমি কেবল তার মুক্তি চাইছি। তিনি বললেন, তাহলে তুমিই ওর জামিন!

আমি সেখান থেকে উঠে সোজা তার বাড়িতে গেলাম। দরজায় দাঁড়িয়ে সালাম দিলাম। তার স্ত্রীর মাতম শুনতে পেলাম! তিনি দরজা খুলে পর্দার আড়ালে গিয়ে বললেন, জনাব! ভেতরে আসুন। আমি ভেতরে যাওয়ার পর জিজ্ঞেস করলেন, আপনার আর আমার স্বামীর মাঝে কী ঘটেছিল?

বললাম, কেন? কী হয়েছে?

তার স্ত্রী বললেন, আপনি চলে যাওয়ার পর তিনি কূপের কাছে যান। পানি উঠিয়ে অজু করেন। এরপর এই দুআ করেন—

‘হে আল্লাহ, আপনি আমাকে উঠিয়ে নিন। আমাকে ফিতনায় ফেলবেন না।’

এই দুআটিই বার বার করছিলেন। কিছুক্ষণ পর তার কাছে গিয়ে দেখি, তিনি আর নেই। আল্লাহ তার দুআ কবুল করেছেন। তাকে উঠিয়ে নিয়েছেন।

আমি বললাম, এ-তো বড় আশ্চর্যজনক ঘটনা! আপনি এই ঘটনা কাউকে বলবেন না। এরপর আমি দ্রুত আমীর মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমানের কাছে যাই। সবকিছু শুনে তিনি বলেন, আমার বাহন প্রস্তুত করো। আমি তার জানাযায় শরীক হবো।

বর্ণনাকারী বলেন, এ খবর পুরো বসরা নগরীতে ছড়িয়ে পড়ে। আবু আব্দিল্লাহর জানাযায় মুসল্লীদের ঢল নামে। তাতে বসরার আমীর ও বসরা নগরীর অসংখ্য মানুষ অংশগ্রহণ করেন। আল্লাহ তাকে রহম করুন।[১]

[১] *সিফাতুস সাফওয়া* : ৪/৯-১২

ষষ্ঠ অধ্যায়

নেতৃত্বের প্রতি সালাফগণের অনীহা

এক

আহনাফ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন—'নেতৃত্ব গ্রহণের পূর্বে তোমরা দ্বীনের গভীর ইলম অর্জন করো। কেননা, যে-ব্যক্তি দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করে, সে কখনও নেতৃত্ব কামনা করে না।'[১]

দুই

মুসা ইবনু উকবাহ রাহিমাহুল্লাহ তার *মাগাযী* নামক গ্রন্থে লেখেন—

গাযওয়ায়ে আমর ইবনুল আস[২]—যুদ্ধে আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু শত্রু পক্ষ থেকে প্রচণ্ড আক্রমণের আশঙ্কা করেন। তাই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সাহায্যের আবেদন করে পত্র লেখেন। প্রিয় নবীজির আহ্বানে উঁচু পর্যায়ের মুহাজির সাহাবীগণ এগিয়ে আসেন। তাদের মাঝে আবু বকর ও উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-ও শরীক ছিলেন। সাহায্যকারী এ দলের আমীর

---

[১] *সিফাতুস সাফওয়া* : ২/২৩৬

[২] এই যুদ্ধকে 'যা-তুস সালাসিল'ও বলা হয়। দেখুন—*তারীখুত তাবারী* : ৩/৩২; *আল ইসাবাত* : ৫/২৮৬ শামের নিকটবর্তী কোনো এক অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছিল।

বানানো হয় আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে।

এই সাহায্যকারী বাহিনী আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট পৌঁছলে তাদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, আমি তোমাদের আমীর। মুহাজিরগণ বলেন, না; বরং আপনি আপনার দলের আমীর। আর আমাদের[১] আমীর হলেন আবু উবায়দা। আমর ইবনুল আস বলেন, তোমরা আমার সাহায্যে এসেছ। সুতরাং, আমার অধীনেই থাকবে। আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন খুবই নরম প্রকৃতির একজন মানুষ এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন একনিষ্ঠ অনুসারী। তিনি ব্যাপারটি দেখে বললেন, আমর ইবনুল আস-ই নেতৃত্ব দেবেন। আর আমরা তার অধীনে থাকবো।[২]

তিন

হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার নাজরানের কিছু লোক এসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একজন বিশ্বস্ত নেতা নিয়োগের আবেদন করে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাজরানবাসীকে লক্ষ্য করে বলেন—

“

لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ

আমি তোমাদের নিকট এমন এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করব, যে আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বস্ত।

এ কথা শোনার পর সকল সাহাবী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে প্রেরণ করেন।[৩]

---

[১] সাহায্যকারী দলের

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১/৮-৯

[৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১/১১, এই হাদীসটি *সহীহ বুখারী* :৩৭৪৫; *সহীহ মুসলিম* : ২৪২০—ছাড়াও আরও অনেক হাদীসগ্রন্থে এসেছে। আলোচ্য হাদীসের শিক্ষা হলো—সাহাবীগণ কখনই ক্ষমতার জন্য লালায়িত ছিলেন না। তবে রাসূলের মুখে এমন বিশ্বস্ততার সাক্ষ্যলাভে ধন্য হওয়ার আকাঙ্ক্ষা সবার মনেই বিরাজ করত।

চার

আমির ইবনু সাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমার পিতা সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর একটি ছাগলের পাল ছিল। একবার তার ছেলে উমার তার নিকট আসে। তিনি দূর থেকে তাকে দেখেই বলেন, আমি আল্লাহর নিকট এ অশ্বারোহীর অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অতঃপর সে তার কাছে এসে বলে, আব্বাজান! আপনি গ্রাম্য লোকদের মতো ছাগলের পাল নিয়ে সন্তুষ্ট! অথচ মদীনায় মানুষ নেতৃত্ব নিয়ে ঝগড়া করছে! তিনি তার বুকে আঘাত করে বলেন, চুপ! আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—

“

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মুত্তাকী, অল্পেতুষ্ট ও নির্জনতা অবলম্বনকারী বান্দাকে ভালোবাসেন[১]

পাঁচ

মাসরুর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যখন আব্দুর রহমান ইবনু আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মজলিসে শূরার প্রধান নির্বাচিত করা হয়, তখন আমার দৃষ্টিতে তিনিই ছিলেন খলীফা হওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার। তার পরবর্তী পর্যায়ে ছিলেন, সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু।

এসময় আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু আমার সাথে সাক্ষাতে এসে বলেন, আল্লাহর ব্যাপারে তোমার মামা আব্দুর রহমান ইবনু আউফ এর কী ধারণা? যদি তিনি অন্য কাউকে খলীফা বানান, এ কথা জেনেও যে, তিনি নিজেই এ দায়িত্বের অধিক হকদার—তাহলে আল্লাহর নিকট তিনি কী জবাব দেবেন?

আমি আব্দুর রহমান ইবনু আউফের নিকট এসে ব্যাপারটি তুলে ধরি। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! যদি আমার গলায় ছুরি চালানো হয় এবং তা আমার কণ্ঠনালি ভেদ করে ফেলে—তবুও তা আমার নিকট খলীফা হওয়ার চেয়ে অধিক প্রিয়।[২]

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১/১০২; *সহীহ মুসলিম* : ২৯৬৫; *মুসনাদে আহমাদ* : ১/১৬৮

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১/৮৭-৮৮; *ইবনু সাদের আত-তাবাকাত* : ৩/৪/৯৪-৯৫

ছয়

আব্দুর রহমান ইবনু আযহার রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, একবার উসমান ইবনু আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহুর নাক দিয়ে অনর্গল রক্ত বের হতে থাকে। তিনি তার গোলাম হুমরানকে ডেকে বলেন, লিখে নাও, আমার পর খলীফা হবেন আব্দুর রহমান ইবনু আউফ। হুমরান তৎক্ষণাৎ তা লিখে ফেলে।

এই পত্র নিয়ে হুমরান আব্দুর রহমান ইবনু আউফের নিকট গিয়ে বলে, আপনার জন্য সুসংবাদ!

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কীসের সুসংবাদ?

সে বলল, খলীফাতুল মুসলিমীন উসমান ইবনু আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু তার মৃত্যুর পর আপনাকে খলীফা হিসেবে মনোনীত করেছেন।

একথা শোনামাত্র আব্দুর রহমান ইবনু আউফ রাসূলের রওজা ও মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়িয়ে যান এবং দু-হাত তুলে বলেন—

> **হে আল্লাহ, যদি উসমান তার পরে আমাকে খলীফা হিসেবে মনোনীত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে, তাহলে আপনি তার পূর্বেই আমাকে উঠিয়ে নিন।**

এরপর মাত্র ছয় মাস তিনি জীবিত ছিলেন! রাযিয়াল্লাহু আনহু।[১]

সাত

একবার সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু আব্দুর রহমান ইবনু আউফের নিকট এই বলে লোক পাঠান যে, আপনি মানুষের সামনে খলীফা হওয়ার দাবি করুন! আব্দুর রহমান ইবনু আউফ তখন মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। একথা শুনে তিনি উত্তেজিত হয়ে বললেন, ধ্বংস হও! উমারের পর যে-ই খলীফা হয়েছে, সে-ই মানুষের কাছে তিরস্কৃত হয়েছে।[২]

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১/৮৮

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১/৮৭, বর্ণনাকারীগণ সবাই নির্ভরযোগ্য।

আট

ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আব্দুর রহমান ইবনু আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সর্বোত্তম আমল হলো—শূরার সিদ্ধান্তের সময় নিজেকে খিলাফতের প্রার্থিতা থেকে সরিয়ে নেওয়া এবং উম্মাহর জন্য এমন ব্যক্তিকে নির্বাচন করা, যার পক্ষে বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরা মত দিয়েছেন। তিনি উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে গোটা উম্মাহকে ঐক্যবন্ধ করার দায়িত্বটা দারুণভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন। যদি তিনি পক্ষাবলম্বন করতেন, পক্ষপাতদুষ্ট হতেন—তাহলে নিজেই খলীফা হয়ে বসতেন; কিংবা তার চাচাতো ভাই সাদ ইবনু আবি ওক্কাসকেই খলীফা বানাতেন।[১]

নয়

আইয়্যাশ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইয়াযীদ ইবনু মুহাল্লাব খোরাসানের গভর্নর হওয়ার পর লোকদের বলেন, তোমরা আমাকে জ্ঞানে-গুণে শ্রেষ্ঠ কোনো ব্যক্তির সন্ধান দাও। লোকেরা তাকে আবু বুরদাহ আল-আশআরীর সন্ধান দেয়।

তিনি তৎক্ষণাৎ আবু বুরদাহ আল-আশআরীকে দরবারে ডেকে পাঠান। আবু বুরদাহ ছিলেন একেবারে ভুখা-নাঙ্গা ও দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট নিতান্ত সাধারণ একজন মানুষ; কিন্তু যখন ইয়াযীদ ইবনু মুহাল্লাব তার সাথে কথা বললেন, তখন তাকে লোকমুখে শোনা বৈশিষ্ট্যের চেয়ে উত্তম মনে হলো। তিনি বললেন, আমি আপনাকে আমার অমুক অমুক কাজের দায়িত্ব প্রদান করছি। আবু বুরদাহ অপারগতা প্রকাশ করলেন; কিন্তু গভর্নর তার ওজর আমলে নিলেন না। এবার তিনি বললেন, মহামান্য আমীর, আমি কি আপনাকে একটি হাদীস শোনাতে পারি, যে হাদীসটি আমি আমার পিতার কাছ থেকে শুনেছি, আর তিনি শুনেছেন সরাসরি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে?

ইয়াযীদ বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই।

তিনি বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

“

مَنْ تَوَلَّى عَمَلا وهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ لِذَلِكَ الْعَمَلِ بِأَهْلٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১/৮৬

যে-ব্যক্তি জানে, সে কোনো কাজের উপযুক্ত নয়; তথাপি সে ওই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।[১]

মাননীয় আমীর, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি যেই কাজের দিকে আমায় ডাকছেন, আমি তার উপযুক্ত নই।

ইয়াযীদ বললেন, আপনি আমাদেরকে আপনার ব্যাপারে উৎসাহ দেননি। এ পদ আপনি চেয়েও নেননি। সুতরাং, কথা না বাড়িয়ে কাজে যোগ দিন। কোনোভাবেই আমি আপনাকে ছাড়ছি না ।

অগত্যা তিনি ইয়াযীদের প্রস্তাব মেনে নেন এবং দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর আমীরের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন। তাকে অনুমতি দেওয়া হলো। এবার তিনি বললেন, মাননীয় আমীর, আমি কি আপনাকে একটি হাদীস শোনাবো না, যে হাদীসটি আমি আমার পিতার কাছ থেকে শুনেছি, আর তিনি শুনেছেন সরাসরি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে?

ইয়াযীদ বললেন, জি, অবশ্যই।

আবু বুরদাহ বললেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

“

مَلْعُونٌ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللهِ ، وَمَلْعُونٌ مَنْ سُئِلَ بِوَجْهِ اللهِ ثُمَّ مَنَعَ سَائِلَهُ ، مَا لَمْ يَسْأَلْ هَجْرًا

যে-ব্যক্তি আল্লাহর দোহাই দিয়ে কিছু চায়, সে অভিশপ্ত এবং সেও অভিশপ্ত, যার কাছে আল্লাহর দোহাই দিয়ে কিছু চাওয়া হয়; কিন্তু সে চাহিদাকৃত বস্তুটা মন্দ না হওয়া সত্ত্বেও তাকে দেয় না।

মাননীয় আমীর, আমি আপনার কাছে আল্লাহর দোহাই দিয়ে অব্যাহতি চাইছি।

এবার আমীর তাকে অব্যাহতি দেন। [২]

---

[১] *মুজামুল কাবীর-তাবারানী*, ইবনু আসাকীর

[২] বর্ণনাটি আল্লামা রূয়ানী ইমাম আহমাদের সূত্রে তার *মুসনাদে* উল্লেখ করেছেন। *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৪/৩৪৫; বর্ণিত প্রথম হাদীসটির সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু আইয়্যাশ ছাড়া সবাই গ্রহণযোগ্য। আবু হাতিম বলেন, আইয়্যাশের মুখস্থশক্তি দুর্বল। তবে তার লিখিত পত্র গ্রহণযোগ্য। ইমাম আবু দাউদ ও নাসায়ী তাকে যয়ীফ সাব্যস্ত করেছেন। শাওয়াহেদ-বর্ণনায় ইমাম মুসলিম তাকে এনেছেন। একক বর্ণনায়

দশ

ইউসুফ ইবনু আসবাত রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত—সুফিয়ান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মানুষের মাঝে নেতৃত্ব বিমুখতার যে-অভাব, তা অন্য কোনো বিষয়ে আমি দেখিনি। তুমি খেয়াল করলে দেখবে, মানুষ খাবার-দাবার, ধন-সম্পদ ও পোশাক-আশাকে অনীহা প্রকাশ করে। এড়িয়ে চলে; কিন্তু যদি তাকে নেতৃত্বের আহ্বান করা হয়, তাহলে তাকে আঁকড়ে ধরে; বরং তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।[১]
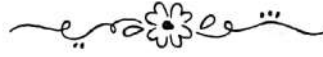
আনেননি। ঘটনাটি পরিপূর্ণরূপে এসেছে ইবনু আসাকীর-এর *তারীখ* গ্রন্থে : ৩৮৭। আর দ্বিতীয় হাদীসটি আবু মুসা আশআরী থেকে ইমাম তাবারানী উল্লেখ করেছেন। বর্ণনাটি আল্লামা রূয়ানী ইমাম আহমাদের সূত্রে তার মুসনাদের ৪৯৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন।

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৭/২৬২

সপ্তম অধ্যায়

ধর্মীয় বিষয়ে সালাফগণের দক্ষতা

এক

সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, বুদ্ধিমান সে নয়, যে কেবল জানে, কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ! বরং বুদ্ধিমান তো সে, যে জানে, দুটি মন্দের মাঝে কোনটি তুলনামূলক ভালো।[১]

দুই

আনবাসা আল-খাসআমী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি জাফর ইবনু মুহাম্মাদকে বলতে শুনেছি, ধর্মীয় বিষয়ে বাক-বিতণ্ডা করা থেকে বিরত থাকো। কেননা, তা অন্তরকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে এবং মুনাফিকির দিকে টেনে নিয়ে যায়।[২]

তিন

হাফিয ইবনু আব্দিল বার রাহিমাহুল্লাহ তার *আত-তামহীদ* নামক বইয়ে লেখেন[৩]—

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৩/৭৪

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৬/২৬৪

[৩] ঘটনাটি মুখস্থ লিখছি। মূল পাণ্ডুলিপি এখন আমার কাছে নেই।

আব্দুল্লাহ আল-উমারী আল-আবিদ ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহর নিকট একটি পত্র লেখেন। তাতে তিনি ইমাম মালিককে নির্জনতা ও একাগ্রচিত্তে ইবাদত করার উপদেশ দেন।

ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ তার জবাবে লেখেন—'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জীবিকা বণ্টনের মতো আমলসমূহ বণ্টন করে রেখেছেন। কারও জন্য সালাত সহজ করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সিয়াম সহজ করা হয়নি। আবার কারও জন্য সাদাকাহ সহজ করা হয়েছে; কিন্তু সিয়াম সহজ করা হয়নি। আবার কারও জন্য জিহাদ সহজ করা হয়েছে। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ইলমের প্রচার-প্রসার করাও একপ্রকার জিহাদ। আলহামদু লিল্লাহ! মহান আল্লাহ আমার জন্য এটা সহজ করে দিয়েছেন এবং আমি এটা নিয়ে যথেষ্ট সন্তুষ্টও। তাছাড়া আমার ধারণামতে, আপনার আর আমার কাজ পরস্পরবিরোধী নয়। আশা করি—আমরা উভয়ে সৎ ও কল্যাণের পথেই রয়েছি'।[১]

চার

ইবনু আব্দিল বার রাহিমাহুল্লাহ তার *আল-ইলম* নামক বইয়ে উল্লেখ করেন, বিখ্যাত আলিম ইবনু ওয়াহাব বলেন, ইলম শেখার আগে আমি ইবাদত শুরু করে দিয়েছিলাম। পরবর্তী সময়ে শয়তান আমার মনে ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিস সালামের ব্যাপারে কুমন্ত্রণা ঢেলে দেয়; আল্লাহ পিতা ছাড়া তাকে কীভাবে সৃষ্টি করলেন? ব্যাপারটা আমার মাথায় একেবারে জেঁকে বসে। তাই এক শাইখের নিকট বিষয়টি পেশ করলাম। তিনি বললেন, ইবনু ওয়াহাব! তুমি আগে ইলম শেখো।

এটাই ছিল আমার আলিম হয়ে ওঠার প্রধান কারণ![২]

পাঁচ

আবু ইয়াহইয়া জাকারিয়া আসসাজী রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আল্লামা মুযানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন—একবার আমার মনে উদ্ভট কিছু প্রশ্নের আনাগোনা শুরু হয়। আমি ভাবতে থাকি, এই মুহূর্তে কেউ যদি আমার অন্তরে জেগে ওঠা প্রশ্নের সমাধান দিতে পারেন এবং তাওহীদের ব্যাপারে আমার চিন্তা পরিশুদ্ধ করতে পারেন—তাহলে তিনি হলেন ইমাম শাফিয়ী।

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৮/১১৫

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৯/২২৪

সুতরাং, আমি তার কাছে গেলাম। তিনি তখন মিসরের একটি মসজিদে অবস্থান করছিলেন। আমি বললাম, তাওহীদের ব্যাপারে আমার মনে একটি প্রশ্নের উদয় হয়েছে। আমি জানতে পারলাম, এবিষয়ে আপনার জানাশোনা সবার চেয়ে ভালো। এখন আমার প্রশ্নের উত্তর কি আপনার কাছে পাব?

এতে তিনি খুব নারাজ হয়ে বললেন, তুমি জানো—এটা কোন শহর?

আমি বললাম, জি!

তিনি বললেন, এটা সেই শহর, যেখানে আল্লাহ ফেরাউনকে ডুবিয়ে মেরেছেন। কেউ কি তোমাকে বলেছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব প্রশ্ন করতে আদেশ করেছেন?

: জি না!

: কোনো সাহাবী কি এ বিষয়ে কখনও আলাপ-আলোচনা করেছেন?

: জি না!

: তুমি কি জানো, আসমানে কতগুলো তারা আছে?

: জি না!

: তন্মধ্যে কোন তারাটা কোন গুণের? কোন পরিচয়ের? তার উদয়স্থল ও কক্ষপথ কোথায় এবং কী দিয়ে সেগুলোকে সৃষ্টি করা হয়েছে?

: জি না!

: যে সৃষ্টিকে তুমি নিজ চোখে দেখছ, তার সম্পর্কেই তুমি কিছু জানো না, আর সেই তুমিই কিনা তার স্রষ্টা তথা আল্লাহর ইলম সম্পর্কে কথা বলতে চাচ্ছ!

এরপর তিনি অজু সম্পর্কিত কিছু মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন। আমি সেখানেও ভুল করলাম। এ সম্পর্কিত আরও চারটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন। আমি সেগুলোরও সদুত্তর দিতে পারলাম না। এবার তিনি বললেন, দিনে অন্তত পাঁচবার যে-কাজটা করতে হয়, সে-ই কাজের ইলম হাসিল না করে তুমি পড়ে আছ আল্লাহর ইলম নিয়ে!

যখনই তোমার মনে এমন কোনো কিছুর উদয় হবে, তখনই আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে এবং তাঁর এই বাণীটি স্মরণ করবে—

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ... ﴿١٦٤﴾

তোমাদের উপাস্য হচ্ছেন এক আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোনো উপাস্য নেই। তিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে আল্লাহর নিদর্শন রয়েছে।[১]

সুতরাং, সৃষ্টির মাধ্যমে স্রষ্টার ব্যাপারে নির্দেশনা লাভ করবে। এমন ইলমের পেছনে পড়বে না, যে পর্যন্ত তোমার বিবেক-বুদ্ধি পৌঁছতে অক্ষম। মুযানী বলেন, তার এই বক্তব্য শুনে আমি তাওবা করি।[২]

ছয়

আবুল হাসান আব্দুল মালিক আল-মাইমুনী রাহিমাহুল্লাহ বলেন—এক ব্যক্তি আবু আব্দিল্লাহ[৩]-কে বলল, একবার আমি বাযযার-এর পিছু নিয়েছিলাম তাকে সতর্ক করব বলে। কারণ, আমি জানতে পেরেছিলাম, তিনি আল-আহ্ওয়াস থেকে আব্দুল্লাহর সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। হাদীসটি হলো—

“

مَا خَلَقَ اللهُ شَيْئًا أَعْظَمُ مِنْ آيَةِ الْكُرْسِيِّ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আসমান-জমিনের কোনো কিছুকেই আয়াতুল কুরসী থেকে বড় করে সৃষ্টি করেননি।

ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘কুরআন সৃষ্ট না অসৃষ্ট’ এ নিয়ে ফিতনার এই যুগে এমন হাদীস প্রচার না করাই উত্তম। মূল হাদীসটি হচ্ছে—

“

مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ سَمَاءٍ وَلاَ أَرْضٍ أَعْظَمُ مِنْ آيَةِ الْكُرْسِيِّ

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ১৬৩-১৬৪

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১০/৩১

[৩] ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সাত আসমান-জমিনের কোনোটিকেই আয়াতুল কুরসী থেকে বড় করে সৃষ্টি করেননি।[১]

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'কুরআন সৃষ্ট না অসৃষ্ট'—এই ফিতনার যুগে যখন তারা এসব হাদীস বর্ণনা করবে, তখন সেখানে 'সৃষ্টি'র ক্রিয়াটি কেবল আসমান-জমিন ও অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ হবে; কুরআনের ক্ষেত্রে নয়।

ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, অনুরূপ মুহাদ্দিসগণের উচিত—এমন সব হাদীস প্রচার না করা, যার বাহ্যিক অর্থ দ্বারা প্রবৃত্তিপূজারী, ভ্রান্ত আকীদায় বিশ্বাসী ও সুন্নাতের দুশমনেরা ফায়দা লুটতে পারে এবং ওইসব হাদীসও বর্ণনা না করা, যাতে এমন গুণবাচক আলোচনা রয়েছে, যা অন্য কোনোভাবে প্রমাণিত নয়। কেননা, যখনই শ্রোতার চিন্তাশক্তির বাইরের হাদীস বর্ণনা করা হবে, তখনই তাতে কিছু লোক ফিতনার সম্মুখীন হবে।

সুতরাং, যেটা ইলম, সেটা প্রকাশ করতে হবে; তবে সম্পূর্ণ মূর্খ বা এমন লোকদের কাছে নয়—যারা এর উল্টোটা বুঝবে।[২][৩]

সাত

আল-মাররুযী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একবার আমি ইবরাহীম আল-হুসরীকে[৪] ইমাম আহমাদ-এর নিকট পাঠাই। তিনি বলেন, আমার আম্মা আপনাকে স্বপ্নে এমন এমন দেখেছেন এবং আপনার জান্নাতে প্রবেশের কথাও উল্লেখ করেছেন। তখন ইমাম আহমাদ বলেন, প্রিয় ভাই, সাহল ইবনু সালামাকেও লোকেরা এমন সংবাদ দিয়েছিল। অথচ তিনি রক্তপাতের পথে হেঁটেছেন। এরপর তিনি বলেন, আসলে স্বপ্ন প্রকৃত মুমিনকে আনন্দিত করে। প্রবঞ্চিত করে না।[৫]

---

[১] *আদ্দুররুল মানসুর* : ১/৩৩২

[২] কথাটি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাণী থেকে সংকলিত। দেখুন : *সহীহ মুসলিমের ভূমিকা* : ১/১১

[৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১০/৫৭৮

[৪] তিনি একজন নেককার আবিদ হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন।

[৫] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১১/২২৭

আট

আবুল হুসাইন আল-আতাকী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি ইবরাহীম আল-হারবীকে তার নিকট উপস্থিত এক জামাআতকে লক্ষ্য করে বলতে শুনেছি, 'তোমাদের যুগে তোমরা কাকে সবচেয়ে গরীব মনে করো?

একজন বলল, যে প্রবাসে আছে সে-ই 'গরীব'।

অপরজন বলল, যে তার প্রিয়জনদের থেকে বিচ্ছিন্ন সে-ই 'গরীব'।

ইবরাহীম আল-হারবী বললেন, বর্তমানে সবচেয়ে গরীব ওই ব্যক্তি, যে নিজে সৎকর্মশীল ও সৎকর্মশীলদের মাঝেই বসবাস করে। অধিকন্তু সে সৎকাজের আদেশ করলে লোকেরা তাকে সহায়তা করে; আর খারাপ কাজে বাধা প্রদান করলে লোকেরা তাকে সহযোগিতা করে। পার্থিব কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে লোকেরা তা পূরণ করে। অতঃপর একসময় সে-সকল লোক তাকে একা ফেলে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। তখন সে-ই সবচেয়ে গরীব।'[১]

নয়

ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ আব্বাসী খলীফা মু'তাযিদ বিল্লাহর জীবনীতে উল্লেখ করেন—

কাযী ইসমাঈল বলেন, একবার আমি খলীফা মু'তাযিদ বিল্লাহর দরবারে প্রবেশ করি। তিনি আমাকে একটি কিতাব দেন। আমি কিতাবটি নেড়েচেড়ে দেখি, তাতে আলিমগণের ত্রুটি-বিচ্যুতি জমা করা হয়েছে। তাদের সমালোচনা করা হয়েছে। আমি বলি, এর লেখক একজন ধর্মবিদ্বেষী।

খলীফা বলেন, কেন? এতে বর্ণিত হাদীস ও দলিল কি সঠিক নয়?

আমি বলি, অবশ্যই সঠিক; কিন্তু যে আলিম নেশাকে বৈধ বলেছেন, তিনি কিন্তু মুতআকে অবৈধ সাব্যস্ত করেছেন। যিনি মুতআকে বৈধ বলেছেন, তিনি কিন্তু গান-বাজনা হারাম বলেছেন। এমন কোনো আলিম নেই, যার কোথাও-না-কোথাও

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১৩/৩৬২

ভুল নেই; কিন্তু যে-ব্যক্তি আলিমগণের ভুলভ্রান্তি খুঁজে খুঁজে বের করে, তার দ্বীন বলতে কিছু অবশিষ্ট থাকে না। সব বরবাদ হয়ে যায়।

এরপর খলীফা মু'তাযিদ বিল্লাহ সেই কিতাবটি পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেন।[১]

দশ

ইবনু বাত্তাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি বারবাহারীকে বলতে শুনেছি, 'পরস্পরের প্রতি কল্যাণ কামনায় যে-মজলিসের আয়োজন করা হয়, তা উপকারিতা ও বদান্যতার দুয়ার খুলে দেয়। আর যে-মজলিস বিতর্ক-বাহাসের জন্য হয়, তা উপকারিতার দুয়ারকে বন্ধ করে দেয়।[২]

এগারো

ইবনুল আরাবী আবুল হুসাইন আন-নূরীর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম যাহাবী বলেন, আবুল হুসাইন আন-নূরী যখন ইন্তেকাল করেন তখন লোকজন তার পাশে বসে বসে এমনকিছু অসার কথায় মেতে ওঠে, যেগুলো থেকে বিরত থাকাই ছিল উত্তম। কেননা, তারা বিষয়টা নিয়ে আন্দাজে ও ভবিষ্যদ্বাণীর মতো করে কথা বলছিল এবং অসার ও অমূলক কথাবার্তার বন্যা বইয়ে দিচ্ছিল।

সেই সোনালি যুগের মানুষগুলোর অবস্থা যদি এই হয়, তাহলে তাদের পরে আগত-অনাগতদের অবস্থা কেমন হতে পারে! তিনি আরও বলেন, লোকজন 'জমা'[৩] নিয়ে আলোচনা করে। একেকজন এর একেকরকম ব্যাখ্যা দেয়। 'জমা'র মতো 'ফানা'র প্রকৃতি নিয়েও তারা মতভেদ করে। যদিও তারা বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন রকম নামবাচক শব্দ ব্যবহার করে; তথাপি এগুলোর অর্থ, বাস্তবতা ও গতি-প্রকৃতি ছিল তাদের কাছে অস্পষ্ট। কারণ, একই নামের অধীনে অসংখ্য দিক ও অবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকে।

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১৩/৪৬৫

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১৫/৯১

[৩] 'জমা', 'ফানা ফিল্লাহ'—এসব মারেফাত সংক্রান্ত অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। এগুলোর অর্থ ও অবয়ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।—সম্পাদক।

তিনি আরও বলেন, *ইলমুল মারিফাত* এক অথৈ সমুদ্র। এই শাস্ত্রের কোনো সীমারেখা কিংবা যতিচিহ্ন নেই।

এমনকি তিনি বলেন, এ বিষয়ে একজন খুব চমৎকার মন্তব্য করেছেন—'যখন কাউকে দেখবে 'জমা' ও 'ফানা' নিয়ে প্রশ্নোত্তর করছে, তখন বুঝবে, সে একেবারে শূন্য ও জ্ঞানরিক্ত। সে এই শাস্ত্রের বিদ্বানও নয়, বিজ্ঞও নয়; কেননা, এই শাস্ত্রের বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞরা 'জমা' ও 'ফানা' সম্পর্কে কাউকে প্রশ্ন করেন না। কারণ, এটা বর্ণনা করে না বোঝা যায়, আর না বোঝানো যায়!

ইমাম যাহাবী বলেন, আল্লাহর শপথ! এই বিষয়ে তারা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে নেমেছিলেন। গভীর থেকে গভীরে অনুপ্রবেশ করেছিলেন। রহস্যের পর রহস্যের সমুদ্রে সাঁতার কেটেছিলেন; কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও বাস্তবে এই বিষয়ে তাদের দেওয়া তথ্য-উপাত্ত ছিল সম্পূর্ণ অনুমান-নির্ভর! এমনকি তারা যে 'ফানা ফিল্লাহ'—তথা আল্লাহর প্রেমে মিটে যাওয়া, জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়া এবং মাতাল হয়ে যাওয়ার দাবি করত, সে দাবিও ছিল মূলত কল্পনা ও ওয়াসওয়াসা মাত্র।[১]

এদের মতো কথা না আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, না কোনো আল্লাহওয়ালা বলেছেন, আর না কোনো তাবিয়ী ইমাম বলেছেন। যদি কেউ এদের কাছে কখনও এসবের প্রমাণ চায় তবে তার ওপর দিয়ে নিন্দার ঝড় বয়ে যাবে। তারা বলবে, তুমি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত!

যদি কেউ এদের হাতে নিজের লাগাম ছেড়ে দেয় তাহলে তার ঈমানের বারোটা বাজবে। তাকে অন্যরকম এক অস্বস্তির মুখোমুখি হতে হবে। সে তখন আবেদদের ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখবে, মুফাসসির ও মুহাদ্দিসদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখবে। আর বলতে থাকবে—আরে! এরা তো নিষ্কর্মা, আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত! লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ!

তাসাওউফ, আত্মশুদ্ধি ও সুলূক তো তাকেই বলে, যা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত। যেমন, তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। তাকওয়া ও খোদাভীতিকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন।

[১]শরীয়তের বিমূর্ত রূপরেখাকে যারা বিবর্তিত করে কিংবা ইসলামের মৌলিক বিধানাবলী পালন না করে তরীকতের নামে শরীয়ত বহির্ভূত পথে হাঁটে, এখানে কেবল তাদের কথাই বলা হয়েছে।

আল্লাহর পথে জিহাদ করেছিলেন। শরীয়তের যাবতীয় শিষ্টাচারে শোভিত ছিলেন। তারা বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। কুরআনের আয়াত নিয়ে গভীর চিন্তা-ফিকির করতেন। খুশু-খুযু সহকারে দীর্ঘসময় সালাত পড়তেন। সময়মতো সিয়াম, ইফতার ও দান-সাদাকাহ করতেন। অন্যকে প্রাধান্য দিতেন। জনসাধারণের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করতেন। মুমিনদের সম্মুখে নম্রতা ও কাফিরদের সামনে কঠোরতা প্রদর্শন করতেন। এতসব গুণাবলী আহরণ করার পরেও আল্লাহ তাআলা যাকে চান তাকেই সত্য পথের দিশা দেন।

সুতরাং, একজন আলিম যখন প্রকৃত তাসাওউফ থেকে বিরত থাকেন তখন তিনি শূন্য গৃহের মতো হয়ে পড়েন—ঠিক যেমন কোনো তাসাওউফপন্থী সুন্নাহর জ্ঞান আহরণ থেকে বিরত থাকলে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।[১]

বারো

আব্বাসী খলীফা মুসতানযিদ বিল্লাহর জীবনীতে ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন—

যখন কোনো দেশের বাদশাহ বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও ধার্মিক হন, তখন রাষ্ট্রের সকল বিষয় তার দ্বারা যথাযথভাবে পরিচালিত হতে থাকে।

আর যদি তিনি দুর্বল মেধা ও ভঙ্গুর চিন্তাশক্তির অধিকারী হন; কিন্তু তার ধার্মিকতা ও দ্বীনদারী ঠিক থাকে, তাহলেও তার এই ধার্মিকতা ও দ্বীনদারী বিচক্ষণ উপদেষ্টাদের পরামর্শের ভিত্তিতে দেশ পরিচালনায় সাহায্য করে এবং রাষ্ট্রের বিষয়গুলো তার দ্বারা যথাযথভাবে পরিচালিত হতে থাকে।

কিন্তু যদি তার দ্বীনদারী কম হয়, আর বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা যথার্থ হয়, তাহলে দেশের জনগণ তার ওপর বিরক্ত হয়ে ওঠে। তার বিচক্ষণতা এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের কারণে হয়তো পার্থিব দিক দিয়ে দেশ ও জনগণকে ভালো রাখা সম্ভব, কিন্তু পরকালের দিক দিয়ে কিছুতেই সম্ভব নয়।

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১৫/৪০৯-৪১০

আর যদি তার দ্বীন ও ধার্মিকতা এবং বিবেক ও বুদ্ধি—দুটিই অপূর্ণাঙ্গ হয়, তাহলে দেশের পতন অনিবার্য! প্রজাদের ধ্বংস অবধারিত। এমন বাদশাহর প্রজারা খুব কষ্টের শিকার হয়ে থাকে। তবে যদি প্রজাদের মাঝে তার সাহসিকতা, কঠোরতা, শাসনের ভয় ও হুকুমের প্রভাব থাকে—তাহলে সে ক্ষতি কিছুটা কাটিয়ে ওঠা যায়; কিন্তু যদি তিনি ভীতু, পাপাচারী, যালিম, নিষ্ঠুর ও মোটা বুদ্ধির অধিকারী হন—তাহলে তার বিপদ অত্যাসন্ন। এমন বাদশাহ শীঘ্রই পদস্খলিত হবে। যদি তাকে হত্যা করা নাও হয়, কারাগারের লৌহকপাটে আবদ্ধ করে রাখা হবে। এতে তার দুনিয়াও ধ্বংস হবে, আর আখিরাত তো আগেই বরবাদ হয়েছে! বরং তার এ ভুলের জন্য তাকে চরম লাঞ্ছিত ও অনুতপ্ত হতে হবে। আল্লাহর কসম! সেই লজ্জা ও লাঞ্ছনা, অনুতাপ ও অনুশোচনা তার কোনো কাজে আসবে না।

আজ আমরা একজন যোগ্য ও বিশ্বস্ত রাষ্ট্রনেতার অপেক্ষায় চরম হতাশায় দিনাতিপাত করছি। আমরা যদি চাই, আল্লাহ আমাদের জন্য একজন সৎ, যোগ্য ও ধর্মপরায়ণ রাষ্ট্রনেতার ব্যবস্থা করে দিন, তাহলে আমাদের উচিত হবে এই দুআটি বেশি বেশি করা—

> **হে আল্লাহ, আপনি রাজা ও প্রজা—উভয়কে সত্য পথে পরিচালিত করুন। আপনার বান্দাদের ওপর রহম করুন। তাদের সৎকাজের তাওফীক দিন। তাদের বাদশাহকে শক্তিশালী করুন। আর আপনার দেখানো পথের মাধ্যমে তাকে সাহায্য করুন!**[১]

তেরো

ইমাম ওয়াকী ইবনুল জাররাহর 'বিচ্যুতি' সম্পর্কে ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ লেখেন—

ইমাম ওয়াকী ইবনুল জাররাহ মারাত্মক একটি ভুল বিষয়ে জড়িয়ে পড়েন। অবশ্য তার উদ্দেশ্য সৎ ছিল। তিনি সে-বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করলেই পারতেন; কিন্তু সেটা আর হয়নি। অথচ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ২০/৪১৮

"

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

কারও পাপী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে (যাচাইবাছাই ছাড়া) তা-ই বলে বেড়ায়।[১]

সুতরাং, বান্দা যেন তার প্রভুকে ভয় করে এবং আপন গোনাহের ব্যাপারে সতর্ক থাকে।

এরপর ইমাম যাহাবী ওয়াকী ইবনুল জাররাহ-এর উক্ত বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করে বলেন—আলী ইবনু খশরুম বলেন, আমাদের কাছে ওয়াকী ইবনুল জাররাহ বলেছেন, তিনি শুনেছেন ইসমাঈল ইবনু আবি খালিদ থেকে, তিনি শুনেছেন আব্দুল্লাহ আল-বাহাই থেকে।

আব্দুল্লাহ আল-বাহাই বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। রাসূলের দিকে ঝুঁকে তার কপালে চুমু খান। এরপর বলেন, আমার মাতা-পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক। আপনার জীবন-মৃত্যু কতই না উত্তম ছিল!

অতঃপর আব্দুল্লাহ আল-বাহাই বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক-দিন এক-রাত এভাবেই রেখে দেওয়া হয়। এতে তার পেট মুবারক ফেঁপে ওঠে, আঙুল ফুলে যায়।

আলী ইবনু খশরুম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একবার ওয়াকী ইবনুল জাররাহ এ হাদীস মক্কায় অবস্থানকালে বর্ণনা করেন। এতে কুরাইশ বংশের লোকেরা তার ওপর ক্ষেপে যান। তারা তাকে শূলে চড়ানোর সংকল্প করেন। এমনকি সবকিছুর বন্দোবস্তও করে ফেলেন। এমন সময় ইমাম সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ এসে বলেন, আরে! আরে! তোমরা এসব কী করছ? আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহকে ভয় করো। তিনি তো ইরাকের অন্যতম প্রসিদ্ধ ফকীহ এবং ফকীহের সন্তান। আর এ হাদীস তো খুবই প্রসিদ্ধ।'

ইমাম সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ বলেন, আমি নিজেও এ হাদীস কখনও শুনিনি; কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল তাকে শূলে চড়ানো থেকে বাঁচানো।

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৯৯২; *সহীহ আবি দাউদ লি-আলবানী* : ৪১৭৭

আলী ইবনু খশরুম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি হাদীসটি ওয়াকী ইবনুল জাররাহ থেকে তখন শুনেছি, যখন লোকেরা তাকে শূলে চড়াতে উদ্যত হয়েছিল। ঠিক ওই মুহূর্তেও তার সাহসিকতা ও দৃঢ়তা দেখে আমি অবাক হয়েছি। তিনি নাকি তার স্বপক্ষে দলিল দিতে গিয়ে এও বলেছেন যে, 'সাহাবীগণের একটি বড় জামাআত—তাদের মাঝে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন—তারা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারা যাননি। তাই আল্লাহ তাআলা তার মৃত্যুর কিছু আলামত তাদের প্রত্যক্ষ করিয়েছেন।

ঘটনাটি আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনি আলী ইবনি রাযীন আল-বাশানী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন আলী ইবনু খশরুম। উক্ত হাদীস ওয়াকী ইবনুল জাররাহ থেকে কুতাইবা ইবনু সাঈদও বর্ণনা করেছেন। [১]

নিঃসন্দেহে এটি ওয়াকী ইবনুল জাররাহ-এর পদস্খলন। অন্যথায় এমন পরিত্যাজ্য ও সনদ-বিচ্ছিন্ন হাদীস প্রচার করায় তার কোনো স্বার্থ-ই থাকতে পারে না! বস্তুত তার মন একটি ভুলের দিকে তাকে টেনে নিয়ে গেছে। আর যারা তার বিরোধিতা করেছে, তারাও ছিলেন অপারগ; বরং তারা এমনটা করায় প্রতিদানও পাবেন। নবুওয়াতের মর্যাদারক্ষায় তারা ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। কারণ, তারা ভেবেছিলেন, একটি ভুল ও পরিত্যাজ্য হাদীসের প্রসার হচ্ছে এবং এর দ্বারা নবুওয়্যাতের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে।[২]

চৌদ্দ

যাকারিয়া আস-সাজী রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনি আবদিল হাকাম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম শাফিয়ী রাহিমাহুল্লাহ আমাকে বলেছেন, হে মুহাম্মাদ, যদি কেউ তোমার কাছে জানতে চায়, কুরআন সাধারণ একটি মাখলুক[৩] নাকি আল্লাহর বিশেষ একটি গুণ, তাহলে তুমি কোনো উত্তর দিয়ো না। কেননা, কেউ যদি তোমাকে রক্তপণ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, আর তুমি এক দিরহাম বা তার ছয়ভাগের একভাগের সমপরিমাণ বলো তাহলে সে বলবে—তুমি 'ভুল করেছ!' পক্ষান্তরে যদি তোমাকে কালামুল্লাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে আর তুমি ভুল করো, তাহলে বলবে, তুমি কাফির হয়ে গেছ।[৪]

---

[১] বিস্তারিত দেখুন—*আল-কামিল লি-ইবনু আদী* : ৬৫৪

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৯/ ১৫৯-১৬০

[৩]আকীদা শাস্ত্রে এই বিষয়টি 'খালকু কুরআন' নামে সমধিক পরিচিত।

[৪] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১০/২৮

পনেরো

রবী'আ থেকে বর্ণিত, ইমাম শাফিয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, ধর্মীয় বিষয়ে বিতর্ক-বাহাস অন্তর পাষাণ করে দেয় এবং অন্তরে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে![১]

ষোলো

তাহির ইবনু খল্‌ফ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মুহতাদী বিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়াসিক বলেন, যখন আমার পিতা[২] কারও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতেন, তখন সেখানে আমাদের উপস্থিত রাখতেন। একবার খেযাব লাগানো বয়োবৃদ্ধ এক কয়েদীকে উপস্থিত করা হয়। তার বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য আমার পিতা আবু আব্দিল্লাহ ও তার সঙ্গী ইবনু আবি দুআদকে ডেকে পাঠান। এরপর সেই বয়োবৃদ্ধ কয়েদীকে দরবারে উপস্থিত করা হলে সে বলে, আমীরুল মুমিনীন, আসসালামু আলাইকুম।

উত্তরে আমার পিতা বলেন, তোমার সালামের কোনো জবাব হবে না!

সে বলে, হে আমীরুল মুমিনীন, যে আপনাকে আদব শিখিয়েছে, সে খুব বাজে আদব শিখিয়েছ। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا

আর যখন তোমাদের সালাম দেওয়া হবে তখন তোমরা তার চেয়ে উত্তম সালাম দেবে। অথবা জবাবে তাই দেবে।[৩]

ইবনু আবি দুআদ ততক্ষণে দরবারে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি বলেন, আমীরুল মুমিনীন, তার সাথে কিছু কথা বলতে চাই।

: ঠিক আছে! বলুন।

: হে শাইখ, কুরআন সৃষ্ট না অসৃষ্ট! মাখলুক না গায়রে মাখলুক?

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১০/২৮

[২] বিশিষ্ট আব্বাসি খলীফা

[৩]সূরা নিসা, আয়াত : ৮৬

: আমার সাথে ইনসাফের আচরণ করা হয়নি। তাছাড়া আমার কিছু জিজ্ঞাসা আছে।

: ঠিক আছে! তাহলে আপনিই আগে বলুন!

: কুরআনের ব্যাপারে আপনি কী বলেন? কুরআন সৃষ্ট না অসৃষ্ট?

: কুরআন মাখলুক। কুরআন সৃষ্ট।

: বিষয়টি কি এমন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন? কিংবা আবু বকর, উমার ও খুলাফায়ে রাশেদীন? নাকি তারাও জানতেন না?

: বিষয়টি এমন যে, তারা এটি জানতেন না।

: সুবহানাল্লাহ! যে বিষয়টা রাসূল জানতেন না, সেটা আপনি জেনে গেছেন?

এবার ইবনু আবি দুআদ লজ্জিত হয়ে বললেন,

: আমাকে ক্ষমা করবেন। আসলে তারা ব্যাপারটা জানতেন।

: তাহলে তারা জানতেন; কিন্তু মানুষকে এর দিকে আহ্বান করেননি? দাওয়াত দেননি?

: হ্যাঁ

: তাহলে যা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে, তা কি তোমার পক্ষে সম্ভব নয়?

মুহতাদী বিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়াসিক বলেন, আমার পিতা এমন সময় তাদের আলোচনায় শরীক হন, যখন শাইখ বলছিলেন, বিষয়টি কি এমন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন? কিংবা আবু বকর, উমার ও খোলাফায়ে রাশেদীন? নাকি তারাও জানতেন না?

তখন তিনি চারশ দিনার উপহারসহ শাইখকে সসম্মানে মুক্তি দেওয়ার আদেশ করেন।

এই ঘটনার পর ইবনু আবি দুআদ আব্বার কাছে ছোট হয়ে যান। এরপর আর কোনোদিন আব্বা তাকে ডাকেননি।[১]

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১১/৩১২

অষ্টম অধ্যায়

সত্যের প্রতি সালাফদের আনুগত্য

এক

আবু ইদ্রিস আল-খাউলানী রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, ইয়াযীদ ইবনু উমাইর[১] রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মুআয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সব মজলিসেই এই কথাটি বলতেন—

> **আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। তাঁর নাম বরকতময়। ধ্বংস তাদের, যারা এ-বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে।**

অতঃপর বর্ণনাকারী একটি হাদীস বর্ণনা করেন। হাদীসটিতে বলা হয়েছে— 'আমি মুআয ইবনু জাবালকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে বলুন, জ্ঞানী ব্যক্তি কি কখনও ভ্রান্ত কথা বলতে পারে? তিনি বললেন, অবশ্যই! জ্ঞানীদের সে-সকল প্রসিদ্ধ কথা থেকে দূরে থাকো, যা ভ্রান্ত মনে হয়। তোমার কাজ হলো তাতে মজে না যাওয়া। কারণ, যখন জ্ঞানী ব্যক্তি সত্যটা জানতে পারবে, তখন হয়তো নিজের ভুল বুঝতে পেরে ফিরে আসবে এবং সত্যের অনুসরণ করবে। কেননা, সত্যের একটা নূর আছে।[২]

---

[১] তিনি মুআয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহুর ছাত্র ছিলেন।

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১/৪৫৭

দুই

আব্দুর রহমান ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনি মাসঊদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—একবার আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আবূ আব্দির রহমান, আমাকে উপকারী কিছু কথা শিক্ষা দিন।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ তাকে বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না! সর্বদা কুরআনের সাথে লেগে থাকো। কেউ যদি তোমার কাছে সত্য নিয়ে আসে তবে সে তোমার শত্রু হলেও সত্যটি গ্রহণ করো। পক্ষান্তরে কেউ যদি তোমার কাছে মিথ্যা নিয়ে আসে তবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হলেও মিথ্যা বর্জন করো।[১]

তিন

আবুল আহওয়াস রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তোমাদের কেউ যেন দ্বীনের ব্যাপারে এমনভাবে কারও অনুসরণ না করে, যদি সে ঈমান আনে তবে সেও ঈমান আনবে। আর যদি সে কুফরী করে তাহলে সেও কুফরী করবে। যদি কারও অনুসরণ করতেই হয়, তাহলে যারা গত হয়েছেন তাদের অনুসরণ করো। কেননা, জীবিতদের কেউ-ই ফিতনা থেকে মুক্ত নয়।[২]

চার

আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'তোমরা 'সুযোগসন্ধানী' হয়ো না। লোকেরা বলল, 'সুযোগসন্ধানী' কারা? তিনি বললেন, যারা বলে—আমরা মানুষের সাথে আছি—মানুষ যেদিকে, আমরাও সেদিকে। যদি তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়, তবে আমরাও হেদায়েতপ্রাপ্ত। আর যদি তারা পথভ্রষ্ট হয়, তবে আমরাও পথভ্রষ্ট!

সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকে যেন নিজেকে শক্ত করে নেয়। সবাই কাফির হয়ে গেলেও যাতে সে কাফির না হয়![৩]

---

[১] *সিফাতুস সাফওয়া* : ১/৪১৯

[২] *সিফাতুস সাফওয়া* : ১/৪২১

[৩] *সিফাতুস সাফওয়া* : ১/৪২১

পাঁচ

কাতাদা ইবনু দিআমা থেকে বর্ণিত, মুতররিফ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমরা যায়েদ ইবনু সূহান-এর নিকট আসা-যাওয়া করতাম। তিনি বলতেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করো। মানুষকে সম্মান করো। নিশ্চয়ই একজন বান্দার জন্য তার প্রভু পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম হলো দুইটি—

(১) আল্লাহকে ভয় করা।

(২) তাঁর প্রতি আশা রাখা!

একবার আমি তার নিকট উপস্থিত হয়ে দেখি, সবাই মিলে একটি অঙ্গীকারনামা লিখছে। তাতে একটি বাক্য এইভাবে লেখা—

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাদের প্রভু! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নবী! কুরআন আমাদের পথের দিশা। যে আমাদের পক্ষে আমরাও তার পক্ষে। আর যে আমাদের বিপক্ষে আমরাও তার বিপক্ষে। আমাদের অবস্থান তার বিরুদ্ধে।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর যায়েদ ইবনু সূহান উক্ত অঙ্গীকারনামাটি কিতাব আকারে উপস্থিত সকলের নিকট এক এক করে পেশ করেন এবং প্রত্যেককে আলাদা করে জিজ্ঞেস করেন, এই কিতাবের ব্যাপারে তুমি কি অঙ্গীকার করছ?

এভাবে যখন আমার পালা আসে তখন লোকেরা বলে, হে বৎস, তুমি কি এর পক্ষে স্বীকৃতি দিচ্ছ? আমি বলি, না। অতঃপর যায়েদ ইবনু সূহান উপস্থিত সবাইকে বলেন, আপনারা তার ওপর চাপ প্রয়োগ করবেন না এবং দ্রুত কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না।

হে বৎস, এই কিতাব সম্পর্কে তুমি কী বলো? আমি বলি, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর কিতাবের ব্যাপারে আমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন। সুতরাং, সেই কিতাব ছাড়া অন্য কোনো কিতাবের ব্যাপারে আমি নতুন করে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে পারব না।

অতঃপর এক এক করে উপস্থিত সকলেই নিজেদের স্বীকৃতি থেকে ফিরে আসে। অন্যরাও নতুন করে স্বীকৃতি দেওয়া থেকে বিরত থাকে। অথচ সংখ্যায় তারা ছিলেন প্রায় ত্রিশজন।[১]

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১/১৯৩

ছয়

রবী'আ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি ইমাম শাফিয়ী রাহিমাহুল্লাহকে বলতে শুনেছি, যখন তোমরা আমার কিতাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ-বিরোধী কিছু পাবে তখন তোমরা আমার কথা বর্জন করে সুন্নাহ্ আঁকড়ে ধরবে।[১]

সাত

রবী'আ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি ইমাম শাফিয়ী রাহিমাহুল্লাহকে বলতে শুনেছি, এক ব্যক্তি তাকে বলল, হে আবু আব্দিল্লাহ, আপনি কি এই হাদীসটি গ্রহণ করেন? তিনি বললেন, যখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশুদ্ধ কোনো হাদীস বর্ণনা করবো, কিন্তু সেটা আমি নিজে গ্রহণ করব না, তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, তখন বুঝে নেবে—আমার বিবেক-বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে।[২]

আট

হুমাইদী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একবার ইমাম শাফিয়ী রাহিমাহুল্লাহ একটি হাদীস বর্ণনা করেন। আমি বললাম, আপনি কি এই হাদীসটি মানেন? তিনি বললেন, তুমি কি কখনও আমাকে গির্জা থেকে বেরুতে দেখেছ? বা আমার গলায় কোনো রশি কিংবা তাবীজ-তুমার ঝুলতে দেখেছ যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস শুনব ও বর্ণনা করব, কিন্তু সেটা গ্রহণ করব না![৩]

নয়

রবী'আ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি ইমাম শাফিয়ী রাহিমাহুল্লাহকে বলতে শুনেছি, আমি যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করি; কিন্তু সেটা গ্রহণ না করি—তাহলে আসমান-জমিনের কে আমাকে আশ্রয় দেবে?[৪]

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১০/৩৪

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১০/৩৪

[৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১০/৩৪

[৪] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১০/৩৫

দশ

বিচারপতি শূরাইহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُودَى أَوْ يُقَادَ

*যখন কোনো লোককে হত্যা করা হবে, তখন নিহতের পরিবার দুটি বিকল্প ব্যবস্থার যে-কোনো একটি গ্রহণ করতে পারবে—**এক.** হত্যার বদলে হত্যা। **দুই.** রক্তপণ।*[১]

আবু হানীফা ইবনু সাম্মাক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি ইবনু আবি যিবকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি হাদীসটি গ্রহণ করেন? তিনি আমার বুকে আঘাত করলেন এবং প্রচণ্ড ধমক দিলেন! আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তিনি বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস বর্ণনা করছি আর তুমি বলছ, সেটা আমি গ্রহণ করি কি না? অবশ্যই আমি গ্রহণ করি এবং এটা গ্রহণ করা আমার জন্য ফরজ! যে শুনবে তার ওপরও ফরজ। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সবার মধ্য হতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পথপ্রদর্শক হিসেবে মনোনীত করেছেন। তাকে সাহায্য করেছেন। সুতরাং, সকল সৃষ্টির জন্য আবশ্যক তার আনুগত্য করা। তাকে মান্য করা। কোনো মুসলমানের জন্য এর বিকল্প কোনো উপায় নেই।[২]

এগারো

আবুল আয়না রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যখন খলীফা মাহদী হজ শেষে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলেন, তখন তাকে দেখে সেখানে উপস্থিত সকলে দাঁড়িয়ে গেলেন, কেবলমাত্র ইবনু আবি যিব বসে রইলেন। মুসাইয়্যিব ইবনু যুহাইর তাকে বললেন, ইনি আমিরুল মুমিনীন। তার সম্মানে দাঁড়ানো উচিত! তিনি বললেন, মানুষ কেবল তার প্রতিপালকের জন্যই দাঁড়ায়।

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৫০৪; কাছাকাছি শব্দে *সহীহ মুসলিম* : ১৩৫৫; *সহীহ বুখারী* : ৬৮৮০

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৭/১৪২

একথা শুনে খলীফা মাহদী বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। তার কথা শুনে আল্লাহর ভয়ে আমার শরীরের প্রতিটি পশম দাঁড়িয়ে গেছে।[১]

বারো

ইমাম শাফিয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যে সত্যের ব্যাপারে আমার সাথে বাড়াবাড়ি করেছে, আমাকে বাধা দিয়েছে, সে আমার দৃষ্টিতে ছোট হয়ে গেছে। আর যে সত্যকে গ্রহণ করেছে তার প্রভাব আমার অন্তরে স্থান পেয়েছে এবং তার প্রতি ভালোবাসা ও হৃদ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।[২]

তেরো

হাতিম আল-আসম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যখন কেউ আমার সাথে বিতর্কে জয়লাভ করে আর তার মতাদর্শ ঠিক বলে প্রমাণিত হয়, তখন আমার খুব আনন্দ লাগে। কারণ, আমি তখন নিশ্চিন্ত হই যে, যাচাইয়ের পর ঠিকটাই জানতে পেরেছি। পক্ষান্তরে যখন কেউ হেরে যায় আর তার মতাদর্শ ভুল প্রমাণিত হয়, তখন খুব দুশ্চিন্তা হয়। কারণ, এতে আমার মতাদর্শ ভুল প্রমাণিত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়।[৩]

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৭/১৪৩
[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১০/৩৩
[৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১১/৪৮৭

নবম অধ্যায়

ফাতাওয়া প্রদানে সালাফগণের সতর্কতা

এক

নাফি রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমাকে একটি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার মাথা নিচু করে ফেললেন। কোনো জবাব দিলেন না। লোকটি মনে করল—তিনি হয়তো মাসআলাটি শোনেননি। তাই সে বলল, আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন! আপনি কি আমার মাসআলাটি শুনতে পেয়েছেন?

তিনি বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই শুনেছি; কিন্তু তোমরা কি মনে করো—যে-বিষয়ে তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করছ, তার উত্তর দেওয়ার পর সে-বিষয়ে আল্লাহ তাআলার নিকট আমাকে জবাবদিহি করতে হবে না! আল্লাহ তোমার ওপর রহম করুন! একটু অপেক্ষা করো, আমি এই মাসআলাটি ভালো করে ভেবে দেখি। যদি এর কোনো সমাধান আমার জানা থাকে, তাহলে বলে দেব। আর যদি জানা না থাকে তাহলে বলব—আমার জানা নেই।[১]

[১] *সিফাতুসস সাফওয়া* : ১/৫৬৬

দুই

ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, নাফি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু উমার ও আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হজের মৌসুমে পৃথক পৃথক জ্ঞানমূলক আলোচনা সভার আয়োজন করতেন। ইলম পিপাসুরা তাতে ভিড় জমাতেন। আমি একেক সময় একেক মজলিসে বসতাম। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে যে-কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তার উত্তর প্রদান করতেন। আর যদি ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমাকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হতো, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি উত্তর দিতেন না।[১]

তিন

শুআইব ইবনু আবি হামযা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, ইমাম যুহরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন—আমরা শুনেছি, যায়েদ ইবনু সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহুকে যখন কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করা হতো, তিনি বলতেন, এমনটা কি আদৌ ঘটেছে? যদি তারা বলত 'হ্যাঁ'! তাহলে তিনি তার জ্ঞান অনুযায়ী সমাধান পেশ করতেন। আর যদি তারা বলত—এখনও ঘটেনি, তাহলে তিনি বলতেন, আগে ঘটতে দাও![২]

চার

মুসা ইবনু উলাই ইবনি রবাহ রাহিমাহুল্লাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, যায়েদ ইবনু সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহুকে যদি কোনো ব্যক্তি কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করত, তাহলে তিনি বলতেন, আল্লাহকে ভয় করো! এমনটা কি সত্যিই ঘটেছে? যদি সে বলত, 'হ্যাঁ'! তবেই তিনি সে-বিষয়ে কথা বলতেন। অন্যথায় বিরত থাকতেন।[৩]

পাঁচ

সুহনূন রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—পূর্ববর্তী কোনো একজন আলিমের মনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা উদিত হয়। তার মনে হয়, কথাটি বললে অনেক

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৩/২২২

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ২/৪৩৮

[৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ২/৪৩৮

মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হবে; কিন্তু দেখা যায়, সুনাম-সুখ্যাতির ভয়ে তিনি কথাটি চেপে যান এবং সম্পূর্ণ চুপ থাকেন। এরপর যখন তার মনে হয়, এখন নীরব থাকাই ভালো তখন তিনি সেই কথাটি বলেন—'যে ফতোয়া প্রদানে অতি উৎসাহী, তার ইলম কম।'[১]

ছয়

সুহনূন রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোনো আলিম কোনো বিষয়ে জানা সত্ত্বেও তার জন্য একথা বলা জায়েয হবে কি—'আমি জানি না'?

তিনি বললেন, যে-সব ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট প্রমাণ ও দলিল রয়েছে, সে-সব ক্ষেত্রে জায়েয হবে না। তবে যে-সব বিষয় গবেষণা-নির্ভর, সে-সব বিষয়ে অবশ্যই সেটা বলতে পারে এবং বলার অবকাশও আছে। কেননা, সে নিশ্চিত জানে না, তার গবেষণালব্ধ বিষয়টি ঠিক না ভুল![২]

সাত

বর্ণিত আছে, খলীফা যিয়াদাতুল্লাহ একবার একটি মাসআলা সম্পর্কে জানতে সুহনূন রাহিমাহুল্লাহর কাছে লোক পাঠান; কিন্তু সুহনূন কোনো জবাব না দিয়ে বার্তাবাহককে ফেরত পাঠান। মুহাম্মাদ ইবনু উবদূস তাকে বলল, আপনি শহর থেকে বেরিয়ে যান। গতকাল আপনি শহরের কাজীর পেছনে সালাত আদায়ে অস্বীকার করেছেন। আর আজ আমীরের প্রশ্ন প্রত্যাখ্যান করেছেন। সুহনূন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ওই ব্যক্তির প্রশ্নের কীসের উত্তর, যে কিনা এগুলোকে হাসির খোরাক বানাতে চায়! যে চায়, আমার কথার সাথে অন্যের কথা মিলিয়ে স্বার্থ হাসিল করতে! যদি তার প্রশ্নের দ্বারা নিরেট দ্বীন বোঝা উদ্দেশ্য হতো, তাহলে অবশ্যই আমি জবাব দিতাম। [৩]

আট

আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনিল আযহার রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, উসমান ইবনু সাঈদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একবার মুহাম্মাদ ইবনু হোসাইন আস-সিজযী আমার নিকট আগমন

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১২/৬৬

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১২/৬৫

[৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১২/৬৬

করেন। তিনি ইয়াযীদ ইবনু হারুন ও জাফর ইবনু আউন সম্পর্কে লিখেছিলেন। তিনি বলেন, হে আবু সাঈদ, আমার কাছে লোকেরা আসে। তারা আমাকে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে; কিন্তু অনেক সময় যথার্থ উত্তর না জানা সত্ত্বেও আমি আশঙ্কা করি যে, তাদের ফিরিয়ে দেওয়া আমার জন্য বৈধ হবে না। আমি বললাম, কেন? তিনি বললেন, কেননা, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

“

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যে-ব্যক্তির কাছে কোনো বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে সে তা গোপন করে রাখে, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেবেন।[১]

উসমান ইবনু সাঈদ বললেন, এই হাদীসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে-সব ক্ষেত্রের কথা বলেছেন যে-সব ক্ষেত্রে তুমি জানো। পক্ষান্তরে যে-সব ক্ষেত্রে তোমার জানা নেই সে-সব ক্ষেত্রে চুপ থাকার অবকাশ আছে; বরং সেটাই উচিত।[২]

নয়

আইয়ূব রাহিমাহুল্লাহ বলেন—কাসিম রাহিমাহুল্লাহকে বীর্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আমি জানি না, বা আমার জানা নেই। লোকেরা তাকে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করলে অবশেষে বাধ্য হয়ে বললেন, আল্লাহর কসম! তোমরা যে-সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করছ, আমি তা জানি না। যদি জানতাম, তাহলে গোপন রাখতাম না। কেননা, জানা বিষয় লুকানো আমার জন্য বৈধ নয়।

ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ বলেন, কাসিম রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, আমাকে যে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে আমি সেটা জানি না। আর যে-বিষয়ে জানা নেই, সে বিষয়ে কথা বলার চেয়ে শুধু আল্লাহকে সত্য জেনে অজ্ঞ-জীবনযাপন করাটাও শ্রেয়।[৩]

[১] *মুসনাদে আহমাদ* : ২/২৬৩; *সুনানু আবি দাউদ* : ৩৬৫৮; *সহীহ আবু দাউদ লি-আলবানী* : ৩১০৬
[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১৩/৩২২
[৩] *সিফাতুস সাফওয়া* : ২/৮৯

দশম অধ্যায়

সালাফগণের কুরআন পাঠ

এক

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন—

❝

اقْرَأْ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ، قُلْتُ : إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ : فَاقْرَأْهُ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً ، قُلْتُ : إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ : فَاقْرَأْهُ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ قُلْتُ : إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ : فَاقْرَأْهُ فِي عَشْرٍ، قُلْتُ : إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ

একমাসে পুরো কুরআন পাঠ সমাপ্ত করো। আমি বললাম, আমি এর চেয়ে অল্প সময়ে পাঠ করতে সক্ষম। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে বিশ দিনে সমাপ্ত করো। আমি বললাম, আমি এর চেয়েও কম সময়ে শেষ করার সামর্থ্য রাখি। রাসূল সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে সাত দিনে পাঠ শেষ করো এবং এর চেয়ে কম সময়ে শেষ করো না।[১]

[১] *সহীহ বুখারী* : ৫০৫৪; *সহীহ মুসলিম* : ১৮৪

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম যাহাবী লিখেছেন, বিশুদ্ধ বর্ণনায় আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বনিম্ন তিন দিনে কুরআন খতম করেছেন এবং এর কমে খতম করতে নিষেধ করেছেন।[১]

তিন দিনে কুরআন পড়ে শেষ করার এই বিধান ততটুকু কুরআনের জন্য ছিল যতটুকু তখন নাজিল হয়েছিল। এই হুকুমের পর অবশিষ্ট কুরআন নাজিল হয়েছে।

সুতরাং, নিষেধের সর্বশেষ ধাপ হলো তিন দিনের কমে পূর্ণ কুরআন খতম করা অনুচিত। কেননা, এত কমে খতম করলে কুরআনের অর্থ ও মর্ম নিয়ে চিন্তা-গবেষণার সুযোগ হয়ে ওঠে না। আর যদি সপ্তাহে একবার কুরআন খতম করে—ধীরে ধীরে এবং সুস্থিরভাবে তিলাওয়াত করে—তাহলে নিশ্চয় এটা হবে উত্তম আমল। কেননা, দ্বীন হলো সরল ও সহজাত বিষয়।

আল্লাহর শপথ! ধারাবাহিক নফল সালাত, চাশতের সালাত, তাহিয়্যাতুল মসজিদ, এবং সুন্নাহ সমর্থিত দুআ-আমল, ঘুমের আগে-পরের দুআ, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পরের সালাতসমূহ, রাত্রিজাগরণ, উপকারী ইলম অর্জন, অর্জিত ইলমের প্রায়োগিক চর্চা, সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজে নিষেধ, জনসাধারণকে হিদায়াতের পথ দেখানো, দ্বীন বোঝানো, অসৎলোকদের শাসানো, খুশু-খুযু, বিনয় ও নম্রতা, ঈমানের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয-ওয়াজিবসহ আদায় করা, কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা, অধিক পরিমাণে দু'আ ও ইস্তিগফার করা, দান-সাদাকাহ করা, আত্মীয়তার বন্ধনে গুরুত্ব দেওয়া এবং এসকল কাজে বিনয় ও বিশুদ্ধ নিয়ত ধরে রাখার পাশাপাশি প্রতিরাতে তাহাজ্জুদের সালাতে এক-সপ্তমাংশ কুরআন পাঠ করা—অত্যন্ত মহৎ কাজ ও গুরুত্বপূর্ণ নেক আমল; জান্নাতবাসী ও পরম সৌভাগ্যবানদের প্রধান ব্রত। আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও মুত্তাকীদের সাধনার বস্তু। এগুলো শরীয়তের রুচিসম্মত। সুতরাং, কুরআন খতমের পাশাপাশি এসবেরও প্রয়োজন আছে।

অতএব, যে আবিদ এক খতম কুরআন পড়তে তাড়াহুড়া করল, সে মূলত ইসলামের সরল ও সহজাত ধর্মমতের বিরোধিতা করল। এছাড়া কুরআনের অর্থ ও মর্ম নিয়ে চিন্তা-গবেষণার পাশাপাশি যে-সব ইবাদতের কথা আমরা উল্লেখ করলাম, সেগুলো থেকেও বঞ্চিত হলো। আমাদের আদর্শ, আল্লাহর ওলী ও তাঁর রাসূলের প্রিয়ভাজন আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস যখন বয়ঃবৃদ্ধ হয়ে পড়েন তখন প্রায়ই বলতেন,

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ১৩৯০, ১৩৯১; *সহীহ আবু দাউদ লি আলবানী* : ১২৩৯, ১২৪০

হায় আফসোস! যদি আমি যুবক বয়সে ইবাদতের ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেওয়া ছাড় গ্রহণ করতাম!'[১]

দুই

আল-মুসাইব ইবনু রাফি' রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন—'হাফিযে কুরআনের উচিত, রাতের বেলায় ইবাদত করা—যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে। দিনে সিয়াম পালন করা—যখন মানুষ আহার করে। কুরআন নিয়ে চিন্তামগ্ন থাকা—যখন মানুষ আনন্দে থাকে। যথাসম্ভব কান্নারত থাকা—যখন মানুষ হাসি-আনন্দে মেতে থাকে। নীরবতা অবলম্বন করা—যখন মানুষ অধিক মেলামেশা করে। হৃদয়ে খুশু-খুযু আনা—যখন মানুষ নানা বিষয়ে কল্পনা করে।

হাফিযে কুরআনের আরও উচিত হলো, সর্বদা কান্নারত, চিন্তাশীল, সহনশীল, প্রজ্ঞাবান ও শান্ত-সভ্য থাকা। রুক্ষ, অলস, হট্টগোলকারী ও বদমেজাজি হওয়া তাদের জন্য মোটেও উচিত নয়।'[২]

তিন

কাতাদা ইবনু দিআমা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, ইউনুস ইবনু যুবায়ের রাহিমাহুল্লাহ বলেন—একবার কোনো এক সফরে আমরা জুনদুব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বিদায় জানাচ্ছিলাম। সে মুহূর্তে আমি তাকে বললাম, আমাদের কিছু নসীহত করুন। তিনি বললেন—

আমি প্রথমে আল্লাহকে ভয় করার ব্যাপারে অসিয়ত[৩] করছি এবং অসিয়ত করছি কুরআনের ব্যাপারে। নিশ্চয় কুরআন আঁধার রাতের আলো। দিনের আলোয় পথপ্রদর্শক। সুতরাং, তোমরা কষ্ট-সাধনা করে হলেও কুরআনের ওপর আমল করো। যদি কোনো বিপদের সম্মুখীন হও, তাহলে তার মোকাবেলায় আগে সম্পদ পেশ করো। দ্বীন নয়। যদি বিপদ এর চেয়েও বড় হয়, তাহলে তোমার জান-মাল পেশ করো। তবুও তোমার দ্বীন নয়। নিশ্চয়ই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত সে, যার দ্বীন

[১] *সহীহ বুখারী* : ৫০৫২ (আংশিক), *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৩/৮৪

[২] *সিফাতুস সাফওয়া* : ১/৪১৩

[৩] বিশেষ নসীহত ও উপদেশ।

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই নিতান্ত নিঃস্ব সে, যে তার দ্বীনকে খুঁইয়ে দিয়েছে। জেনে রেখো, জান্নাতে কোনো দারিদ্র্য নেই! আর জাহান্নামে কোনো ধনাঢ্যতা নেই।[১]

চার

আবু ইমরান আল-যাওনী রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, জুনদুব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একসময় আমরা কয়েকজন বালক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে থাকতাম। আমরা তার নিকট কুরআন শেখার পূর্বে ঈমান শিখেছিলাম। এরপর কুরআন শিখেছিলাম। ফলে কুরআন তিলাওয়াত করলে আমাদের ঈমান ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকত।[২]

পাঁচ

আতা ইবনুস সাইব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আবু আব্দির রহমান রাহিমাহুল্লাহ বলেন—আমরা এমন কিছু মানুষের নিকট কুরআন শিখেছি, যারা আমাদের বলেছেন, তারা প্রথমে কুরআনের ১০টি আয়াত শিখতেন। এরপর সেই দশ আয়াতের মর্ম বুঝে তার ওপর আমল করার আগ পর্যন্ত অন্য দশ আয়াত শিখতেন না। ফলে আমরাও কুরআন শেখার পাশাপাশি আমলে অভ্যস্ত হয়েছি; কিন্তু আমাদের পর শীঘ্রই এমন কিছু লোকের আগমন ঘটবে, যারা কুরআনকে পানি পান করার মতো সহজে গিলতে থাকবে। অথচ তা তাদের কণ্ঠনালি অতিক্রম করবে না।[৩]

ছয়

ইসহাক ইবনু ইবরাহীম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ফুযায়িল রাহিমাহুল্লাহর কুরআন পাঠ ছিল খুবই হৃদয়গ্রাহী, চিন্তা উদ্রেককারী ও ধীরস্থির। তার তিলাওয়াত শুনে মনে হতো তিনি যেন মানুষকে নসীহত করছেন। যখন তার তিলাওয়াতে জান্নাতের প্রসঙ্গ আসত, তখন বার বার তিনি আয়াতের পুনারাবৃত্তি করতেন।[৪]

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৩/১৭৪

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৩/১৭৫

[৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৪/২৬৯

[৪] *সিফাতুস সাফওয়া* : ২/২৩৮

একাদশ অধ্যায়

সালাফগণের ইবাদত-মগ্নতা

এক

আসিম আল-আহওয়াল রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আবু উসমান আন-নাহদী রাহিমাহুল্লাহ বলেন—আমি আবু যর গিফারী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দেখলাম, তিনি পূর্বদিকে মুখ ফিরিয়ে তার বাহনের ওপর নুয়ে আছেন। ধারণা করলাম, তিনি হয়তো ঘুমাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আবু যর, আপনি কি ঘুমাচ্ছিলেন? তিনি বললেন, না; আমি তো সালাত পড়ছিলাম।[১]

দুই

আহনাফ রাহিমাহুল্লাহকে বলা হলো, আপনার তো বয়স হয়েছে। এ অবস্থায় সিয়াম পালন করলে আপনি আরও দুর্বল হয়ে পড়বেন।

উত্তরে তিনি বললেন, আমি তো এক দীর্ঘ সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছি।

প্রসিদ্ধ আছে, আহনাফ রাহিমাহুল্লাহ সারারাত সালাতে নিরত থাকতেন। কখনও তিনি তার আঙুল আগুনের ওপর ঠেসে ধরে বলতেন, স্বাদ চেখে নাও। ভালোভাবে

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ২/৭৮

চেখে নাও! ওহে আহ্‌নাফ, কোন জিনিস তোমাকে অমুক অমুক দিনের কাজগুলো করতে উৎসাহিত করেছিল?[১]

তিন

আবুল আলা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলেন—আমি বিখ্যাত সাহাবী তামিম আদ-দারীর নিকট এলাম। তিনি আমার সাথে আলাপ করলেন। একপর্যায়ে আমি তাকে বললাম, আপনি দৈনিক কতটুকু তিলাওয়াত করেন? তিনি বললেন, তুমি সম্ভবত ওই সকল লোকদের কেউ, যারা রাতে কুরআন তিলাওয়াত করে আর সকালবেলা বলে বেড়ায়—গতরাতে আমি পুরো কুরআন খতম করেছি। ওই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! মাত্র তিন রাকাত নফল সালাত আদায় করা—রাতভর পুরো কুরআন খতম করে সকালে তা মানুষের মাঝে বলে বেড়ানোর চেয়ে আমার নিকট অধিক প্রিয়!

তার কথা শুনে আমি রাগতঃস্বরে বললাম, আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই আপনারা রাসূলের সঙ্গপ্রাপ্ত সাহাবায়ে কেরাম। আপনাদের মধ্যে যারা জীবিত, তাদের উচিত—নীরবতা অবলম্বন করা। সুতরাং, যারা আপনাদের নিকট কিছু জানতে চায়, তাদের সাথে কঠোরতা করবেন না। ভর্ৎসনার পাত্র বানাবেন না।

আমাকে রাগান্বিত হতে দেখে তিনি কোমল হলেন। বললেন, প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র, তোমার কি ধারণা, যদি আমি শক্তিশালী মুমিন হতাম আর তুমি হতে দুর্বল, তবে কি তুমি আমার শক্তি-সামর্থ্যকে তোমার দুর্বলতার ওপর প্রয়োগ করতে? কখনও না। কিংবা তুমি যদি শক্তিশালী হও, আর আমি হই দুর্বল! তাহলে কি আমি তোমার শক্তি-সামর্থ্যকে আমার দুর্বলতার ওপর চাপিয়ে নেব? কখনও না! অতএব, তুমি তোমার সামর্থ্যের ওপর স্থির থাকো, আর আমি আমার সামর্থ্যের ওপর স্থির থাকি। নিজের প্রতি লক্ষ্য রেখে দ্বীনকে গ্রহণ করো! আর দ্বীনের প্রতি লক্ষ্য রেখে নিজেকে প্রস্তুত করো! যাতে সাধ্যমতো ইবাদতের ওপর টিকে থাকাটা তোমার জন্য সহজ হয়।[২]

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৪/৯১-৯২
[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ২/৪৪৬

চার

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুর কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কিত পূর্বোক্ত হাদীসের টিকায়[১] ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ লেখেন, অনুরূপ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সিয়ামের ব্যাপারেও শিথিলতা অবলম্বন করার উপদেশ দেন। তিনি বলেন—

فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام

তুমি একদিন সিয়াম পালন করো, অপরদিন আহার করো। সিয়াম পালনের ক্ষেত্রে এটা দাউদ আলাইহিস সালামের বিশেষ রীতি।[২]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাও বলেছেন—

إِنَّ أَفْضَلَ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُدَ

সর্বোত্তম নফল সিয়াম হলো দাউদ আলাইহিস সালামের অনুসৃত সিয়াম।

এছাড়াও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাগাতার সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন।[৩]

অধিকন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের কিছু অংশে ইবাদত করে বাকি অংশে ঘুমানোর আদেশ করেছেন। তিনি বলেন—

لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

[১] দেখুন : পৃষ্ঠা : ৯৯

[২] *সহীহ বুখারী* : ১৯৭৬; *সহীহ মুসলিম* : ১১৫৯

[৩] *সহীহ মুসলিমে* আছে, 'দাউদ আলাইহিস সালামের সিয়াম-পদ্ধতির চেয়ে সিয়াম পালনের উত্তম কোনো পদ্ধতি নেই।' *সহীহ মুসলিম* : ২/৮১৭।
সহীহ বুখারীতে আছে, 'যে সর্বদা সিয়াম পালন করে, তার সিয়াম সিয়াম-ই না।' *সহীহ বুখারী* : ১৮৬

নিশ্চয়ই আমি রাতের কিছু অংশে ইবাদত করি আর কিছু অংশে নিদ্রা যাই। কখনও সিয়াম পালন করি। আবার কখনও আহার করি[১] আমি নারীদের বিবাহ করি। সুতরাং, যে-ব্যক্তি আমার সুন্নত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে আমার দলভুক্ত বলে বিবেচিত হবে না।[২]

যে-ব্যক্তি ইবাদতের ক্ষেত্রে নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখে না, সুন্নতের তোয়াক্কা করে না, সে অবশ্যই অনুতপ্ত হবে। বৈরাগ্যবাদের অনুসারী হবে। তার মেজাজ বিগড়ে যাবে। মুমিন ও মুসলিমদের প্রতি দরদ ও কল্যাণকামিতায় মহানবীর যে আদর্শ—তা থেকে সে বিচ্যুত হয়ে পড়বে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উম্মতকে সর্বদা সর্বোত্তম আমলের শিক্ষা দান করেছেন। তিনি চিরকুমারত্ব ও বৈরাগ্যবাদ বরণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। কেননা, তিনি এগুলোর উদ্দেশ্যে প্রেরিত হননি। তিনি নিষেধ করেছেন দিনের পর দিন সিয়াম পালনে এবং এক সাহরিতে টানা দু'দিন সিয়াম পালন করার ব্যাপারে। রামাদানের শেষ দশ দিন ব্যতীত সারারাত ইবাদত করা থেকেও তিনি নিষেধ করেছেন। নিষেধ করেছেন সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও বিবাহে অনীহা এবং হালাল প্রাণীর গোশত ভক্ষণে অনাগ্রহ প্রকাশে।

সুতরাং, ইলম-বিহীন কেউ যদি এসব কাজ করে, তবে কিছু-না কিছু-প্রতিদান সে অবশ্যই পাবে; কিন্তু সুন্নাহ সম্পর্কে জ্ঞাত কোনো আলিম যদি সুন্নাহ উপেক্ষা করে এসব করে, তবে তা হবে বাতুলতা ও বাড়াবাড়ি।

আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম আমল হলো—যার ওপর টিকে থাকা যায়—যদিও সেটা পরিমাণে অল্প হয়!

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের ও আপনাদের সকলকে তাঁর পূর্ণ আনুগত্যের তাওফীক দান করুন এবং তার বিরোধিতা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে হিফাযত করুন।[৩]

পাঁচ

তারিক ইবনু শিহাব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, সালমান ফারসী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, প্রত্যেক রাতে মানুষ তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

---

[১] সিয়াম পালন করি না।

[২] *সহীহ বুখারী* : ৫০৬৩; *সহীহ মুসলিম* : ১৪০১

[৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৩/৮৪-৮৫

- প্রথম শ্রেণি—রাতটা তাদের পক্ষে যায়; বিপক্ষে নয়।
- দ্বিতীয় শ্রেণি—রাতটা তাদের বিপক্ষে যায়; পক্ষে নয়।
- তৃতীয় শ্রেণি—রাতটা তাদের পক্ষেও যায় না; আবার বিপক্ষেও না।

আমি বললাম, কীভাবে কী? একটু বুঝিয়ে বলুন!

তিনি বললেন, রাত যাদের পক্ষে, বিপক্ষে নয়—তারা হলো ওই সমস্ত মানুষ, যারা রাতের অন্ধকার ও মানুষের অচেতনতাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে। অতঃপর অজু করে সালাতে দাঁড়িয়ে যায়। এই রাত তাদের পক্ষে।

আর যে-সকল লোক রাতের আঁধার ও মানুষের অচৈতন্যের সুযোগে আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়; রাত তাদের বিপক্ষে; পক্ষে নয়।

আর যারা ঘুমিয়ে পড়ে এবং সকাল হলে তাদের ঘুম ভাঙে; রাত তাদের পক্ষেও নয়; আবার বিপক্ষেও নয়।

তারিক ইবনু শিহাব বলেন, আমি মনে মনে সংকল্প করলাম, অবশ্যই এই লোকটির[১] সাহচর্য লাভ করব এবং তার আমলের খোঁজ নেব। ইত্যবসরে একটি কাফেলা তৈরি হলো। ওই কাফেলায় সালমান ফারসীও ছিলেন। আমি তাদের সঙ্গী হলাম; কিন্তু সফরে তার বিশেষ কোনো আমল দেখলাম না। যদি আমি আটার খামিরা তৈরি করতাম, তাহলে তিনি রুটি বানাতেন। আর যদি আমি রুটি বানাতাম, তাহলে তিনি সেটা সেঁকতেন।

রাতের বেলা কাফেলা যাত্রায় বিরতি দেয়। আমি রাতের কিছু অংশে সালাত আদায়ে অভ্যস্ত ছিলাম। আমি যখন জাগ্রত হলাম, দেখলাম, তিনি ঘুমন্ত। মনে মনে বললাম, তিনি তো আল্লাহর রাসূলের সাহাবী। তার ঘুম আমার রাত্রিজাগরণ থেকেও শ্রেষ্ঠ। অতঃপর আমি ঘুমিয়ে পড়ি। এরপর আবার জাগ্রত হই। তখনো দেখলাম তিনি ঘুমে; কিন্তু যখন তিনি বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতেন, তখন এই দুআটি পড়তেন—

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّه وحْدهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، لَهُ المُلْكُ، ولَهُ الحمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ

[১] সালমান ফারসী রাযিয়াল্লাহু আনহু

আমি আল্লাহ তাআলার গুণগান কীর্তন করছি, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার নিমিত্তে, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোনো মাবুদ নেই, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক। তার কোনো শরিক নেই। সার্বভৌমত্বের মালিক তিনি। সকল প্রশংসা তাঁর। তিনি সবকিছুর ওপর সামর্থ্যবান।

যখন ফজরের কিছু সময় বাকি, তখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন। অজু করলেন এবং চার রাকাত সালাত আদায় করলেন।

অতঃপর ফজরের সালাত আদায় করার পর তাকে বললাম, হে আল্লাহর বান্দা, রাতের কিছু অংশে আমি ইবাদত করেছি। আর আপনাকে দেখেছি, রাতভর ঘুমোতে। তিনি বললেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, তুমি কি রাতের বেলা আমার মুখে কিছু শুনেছ! আমি বললাম, একটি দুআ পড়তে শুনেছি। তিনি বললেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, এই দুআ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের মধ্যবর্তী সময়ের যাবতীয় পাপ মোচন করে দেয়।

হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, মধ্যপন্থা অনুসরণ করো, আর মধ্যপন্থা অনুসরণ করাই হলো সর্বোত্তম নীতি।[১]

ছয়

আসাদ ইবনু ওদাআহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, শাদ্দাদ ইবনু আউস রাহিমাহুল্লাহ যখন বিছানায় যেতেন, তখন শুধু এপাশ-ওপাশ করতেন। ঘুম আসত না তার। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ, জাহান্নামের আগুন আমার ঘুম হারাম করে দিয়েছে। অতঃপর বিছানা থেকে উঠে যেতেন এবং সকাল পর্যন্ত সালাতে কাটিয়ে দিতেন।[২]

সাত

আসাদ ইবনু ওদাআহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, শাদ্দাদ ইবনু আউস যখন বিছানায় যেতেন, তখন তিনি কেমন যেন জলন্ত কড়াইয়ের শস্যদানার ন্যায় ছটফট করতেন। আর বলতেন, হে আল্লাহ, তোমার জাহান্নামের ভয় আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে। এরপর সারারাত সালাতে কাটিয়ে দিতেন।[৩]

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১/৫৪৯-৫৫০

[২] *সিফাতুস সাফওয়া* : ১/৭০৯

[৩] *সিফাতুস সাফওয়া* : ১/৭০৯

আট

ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ ইমাম বাগাভী রাহিমাহুল্লাহর সূত্রে বর্ণনা করেন, আবুল আহওয়াস বলেন, একবার মানসুর ইবনু মু'তামির-এর এক প্রতিবেশীর মেয়ে বলে, আব্বু, গতরাতে মানসুর চাচার বাড়ির ছাদে দাঁড় করানো যে-কাষ্ঠ খণ্ড দেখেছিলাম, সেটা কোথায়?

মেয়েটির বাবা বলেন, মা, ওটা তো তোমার মানসুর চাচা ছিলেন। তিনি সেখানে সারারাত সালাত ও ইবাদতে নিমগ্ন থাকেন।[১]

নয়

নুআইম ইবনু হাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক যখন *কিতাবুর রিকাক* অর্থাৎ আখিরাতের স্মরণ ও দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ীত্ব বিষয়ক হাদীসসমূহ পড়তেন, তখন জবাইকৃত গরুর ন্যায় ছটফট করতেন আর কাঁদতেন। এ সময় আমাদের কারও সাহস হতো না তাকে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করার—যতক্ষণ না তিনি স্বাভাবিক হতেন।[২]

দশ

ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনি সুফিয়ান রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আসিম ইবনু ইসাম আল-বাইহাকী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একরাতে আমি ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহর সাথে ছিলাম। তিনি আমার প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে কিছু পানি এনে রাখেন। সকালবেলা পানি পূর্বাবস্থায় দেখে বলে ওঠেন, সুবহানাল্লাহ, লোকটা[৩] ইলমের গবেষণায় এত নিমগ্ন যে, সারারাত তার অজুরও প্রয়োজন হয়নি![৪]

এগারো

ইসহাক ইবনু ইবরাহীম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, ফুযাইল রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৫/৪০৩

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৮/৩৯৪

[৩] 'লোকটা' বলে তিনি আমাকে বুঝিয়েছেন।

[৪] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১১/২৯৮

যখন তুমি রাত্রিজাগরণে সক্ষম হবে না, দিনেও সিয়াম পালন করতে পারবে না, তখন বুঝে নেবে, তুমি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত। তোমার পাপ তোমার হাতে-পায়ে বেড়ি পরিয়ে দিয়েছে।[১]

বারো

ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ আহমাদ ইবনু আবি হাওয়ারী আস-সুফীর জীবনীতে কোনো এক কথা-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন—

আমি বলি, প্রশংসনীয় পথ হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথ ও তার শরীয়ত। আর তার দেখানো পথের মধ্যে রয়েছে—পরিমিত পরিমাণে হালাল রিযিক গ্রহণ করা এবং অপচয় থেকে বেঁচে থাকা। কেননা, কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন—

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

হে রাসূলগণ, পবিত্র বস্তু আহার করুন এবং সৎকাজ করুন।[২]

এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

“

لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

নিশ্চয়ই আমি রাতের কিছু অংশে ইবাদত করি আর কিছু অংশে নিদ্রা যাই। কখনও সিয়াম পালন করি। আবার কখনও সিয়াম পালন করা থেকে বিরত থাকি। আমি নারীদের বিবাহ করি। সুতরাং, যে-ব্যক্তি আমার সুন্নত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে আমার দলভুক্ত নয় বলে বিবেচিত হবে।[৩]

মোটকথা, ইসলাম সন্ন্যাসবাদ, বৈরাগ্যবাদ এবং এক সাহরীতে একাধারে দুই সিয়াম বা লাগাতার সিয়াম পালন করাকে সমর্থন করে না; বরং ইসলাম হলো—সরল

---

[১] *সিফাতুস সাফওয়া* : ২/২৩৮

[২] সূরা মুমিনুন, আয়াত : ৫১

[৩] *সহীহ বুখারী* : ৫০৬৩; *সহীহ মুসলিম* : ১৪০১

ও সহজাত ধর্ম। অতএব, যখন সম্ভব হবে মুসলমান তখন ভালো খাবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ঘোষণা করেছেন—

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ

বিত্তশালী ব্যক্তি তার সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে।[১]

ইলম-বিহীন আবিদ[২] যখন দুনিয়াবিমুখ হয়, যুহদ অবলম্বন করে, বিবাহ থেকে বিরত থাকে, আহার বর্জন করে, নির্জনে বাস করে এবং গুঁড়ো লবণ ও শুকনো রুটি খেয়ে জীবনধারণ করে তখন তার মধ্যে সূক্ষ্ম কিছু পরিবর্তন আসে। সে মনে করে, তার অনুভূতিশক্তি তীক্ষ্ণ ও পরিচ্ছন্ন হয়েছে। নফসের নড়াচড়াগুলো ধরতে পারছে। অথচ বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। অনাহার ও অনিদ্রার ফলে তার মধ্যে একধরনের অস্থিরতা ও হাহাকার তৈরি হয়। এটাকেই সে মহান আল্লাহর বিশেষ সাড়া জ্ঞান করে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে; কিন্তু আল্লাহর কসম! বাস্তবিক পক্ষে এর আদৌ কোনো ভিত্তি নেই। এটা মূলত শয়তানের বিশেষ প্ররোচনা।

কিন্তু সে এটাকেই বুজুর্গী মনে করে আর ভাবে, সে যুহদের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে গেছে। তার মর্যাদার উন্নতি হচ্ছে। আসলে শয়তান তাকে কাবু করে ফেলেছে। তাকে ধোঁকা দিচ্ছে। ফলে সে অন্যান্য মুমিনদের তুচ্ছ ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। তাদের পাপের কথা স্মরণ করে। আর নিজেকে মনে করে, বিরাট কিছু! অনেক বড় আবিদ। সামান্য কিছু হলে সে ভাবে, আল্লাহর ওলী হয়ে গেছে, তার কারামাত প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। আবার কখনও তার মনে সন্দেহ জাগে, তার ঈমান টলে যায়। এসব কারণে আমাদের শরীয়তে একাকিত্ব, ক্ষুধা, ও বৈরাগ্যবাদের কোনো স্থান নেই।

তবে হ্যাঁ, আত্মশুদ্ধির পথ অবলম্বন করা, সর্বদা যিকিরে নিমগ্ন থাকা, মানুষের সাথে অধিক মেলামেশা না করা, গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হওয়া, কান্নাকাটি করা, গভীর চিন্তা-ফিকির ও ধীর-স্থিরতার সাথে কুরআন তিলাওয়াত করা, প্রবৃত্তি দমন করা, আল্লাহ জাল্লা শানুহুর সম্মুখে নিজের ত্রুটি স্বীকার করা, সুন্নাহসম্মত পদ্ধতিতে অধিক সিয়াম পালন করা, প্রতি রাতে তাহাজ্জুদ পড়া, সর্বস্তরের মুসলিমদের সাথে

---

[১] সূরা তালাক, আয়াত : ৭

[২] আমলকারী

বিনম্র আচরণ করা, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা, উদার ও সদা হাস্যোজ্জ্বল থাকা, অভাবের সময়েও দান করা, সবসময় সত্য বলা—যদিও সেটা প্রিয়জনের কাছে তিক্ত হয়, সৎকাজের আদেশ করা, মানুষকে ক্ষমা করা, অজ্ঞদের এড়িয়ে চলা, ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা দেওয়া, শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করা, বাইতুল্লাহর যিয়ারত করা, সর্বাবস্থায় হালালকে গ্রহণ করা, অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার পড়া—এসব কিছুই ওলী-আওলিয়া ও মুহাম্মাদী গুণে গুণান্বিত মানুষের বৈশিষ্ট্য ও স্বভাব-চরিত্র। আল্লাহ তাআলা তাদের ভালোবাসা হৃদয়ে ধারণ করে আমাদের মৃত্যু নসীব করুন।[১]

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১২/৮৯-৯১

দ্বাদশ অধ্যায়

সালাফকর্তৃক সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ

এক

উবাদা ইবনুল ওয়ালিদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে একদিন জুমআর দ্বিতীয় আযানের পর খতীব সাহেব দাঁড়িয়ে তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। এসময় উবাদা ইবনুস সামিত সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে যান এবং একমুঠ মাটি নিয়ে খতীবের মুখে ছুঁড়ে মারেন। এতে মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু রাগান্বিত হন। তখন তিনি মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, 'যখন আমরা রাসূলের সাথে আকাবায় উপস্থিত ছিলাম, তখন তুমি আমাদের সাথে ছিলে না। আমরা তখন তার হাতে এই মর্মে বাইআত করেছিলাম—সুখে থাকি কিংবা দুখে, স্বাধীন কিংবা পরাধীন, সুস্থ কিংবা অসুস্থ—সর্বাবস্থায় আমীরের নিরঙ্কুশ আনুগত্য করবো। এমনকি যদি আমাদের ওপর অন্যায্য কাউকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, তবুও। অধিকন্তু আমরা হকদারের সাথে বিতণ্ডা করবো না। কোথাও কোনো অবস্থায়ই সত্যের পক্ষ ছাড়বো না। আর আল্লাহর ব্যাপারে কারও নিন্দাকে পরোয়া করবো না।

এরপর উবাদা ইবনুস সামিত বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন—

إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ

যখন তোমরা কাউকে সামনাসামনি প্রশংসা করতে দেখো, তখন তার মুখে মাটি মেখে দাও।[১]

দুই

একবারের ঘটনা। বিশিষ্ট অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মি মাকতূম রাযিয়াল্লাহু আনহু মদীনার ইহুদী পল্লীতে গমন করেন। এক ইহুদী মহিলা তাকে সাওয়ারী থেকে নামতে সাহায্য করে; কিন্তু নামানোর পর সে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে যাচ্ছেতাই বলতে থাকে। এতে আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মি মাকতূম রেগে যান এবং ইহুদী মহিলাকে ধরে মারতে থাকেন। একপর্যায়ে তাকে একেবারে মেরেই ফেলেন!

মামলাটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত গড়ায়। আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মি মাকতূম কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলেন, আল্লাহর কসম! সে আমাকে সাহায্য করেছে বটে; কিন্তু সে আমার আল্লাহকে গালি দিয়েছে। আমার প্রিয়নবী'র নামে যাচ্ছেতাই বলেছে। তাই আমি তাকে মেরে ফেলেছি।' রাসূল গম্ভীর হলেন। অতঃপর বললেন—

أَبْعَدَهَا اللهُ قَدْ أَبْطَلْتُ دَمَهَا

আল্লাহ ওই অভিশপ্ত ইহুদীকে ধ্বংস করুন! আর ইবনু উম্মি মাকতূম, শোনো! তোমার মুক্তিপণ মাফ![২]

তিন

ইমাম আওযায়ী রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আবু কাসীরের পিতা বলেন—একবার আবু

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ২/৭; *সহীহ বুখারী* : ৭১৯৯; *ফাতহুল বারী* : ১৩/২০৪

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১/৩৬৩; *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৩৬২; *সহীহ আবু দাউদ লি-আলবানী* : ৩৬৬৫

যর রাযিয়াল্লাহু আনহু 'জামরাতুল উসতা'[১]-এর নিকট বসা ছিলেন। এ সময় লোকেরা তার নিকট ভিড় করে বিভিন্ন ফতোয়া জিজ্ঞেস করে। হঠাৎ এক ব্যক্তি এসে তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলে—আমীরুল মুমিনীন কি আপনাকে ফতোয়া প্রদানে নিষেধ করেননি?

তিনি তার দিকে মাথা তুলে তাকিয়ে বলেন, তুমি আমার ওপর তদারকি করতে এসেছ? অতঃপর তিনি স্বীয় ঘাড়ের দিকে ইশারা করে বলেন, যদি তোমরা আমার এখানে উন্মুক্ত তরবারি রাখো, তখনও যদি আমার মনে হয়—আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে শোনা একটি বাক্য প্রচার করতে সক্ষম, তবুও আমি তোমাদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পূর্বে তা প্রচার করে ছাড়ব।'[২]

চার

বারকাহ শহরের প্রধান বিচারপতি মুহাম্মাদ ইবনু হুবলার জীবনীতে ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেন—

একবার বারকাহ শহরের আমীর তার নিকট এসে বললেন, আগামীকাল ঈদ হবে।

মুহাম্মাদ ইবনু হুবলা বললেন, কখনও নয়। যতক্ষণ না আমরা চাঁদ দেখব, ততক্ষণ ঈদের ব্যাপারে নিশ্চিত হব না এবং মানুষকে সিয়াম ভাঙার ব্যাপারে আদেশ দেব না। আপনি কি এই আদেশ দিয়ে তাদের গুনাহের বোঝা বহন করতে চান?

আমীর বললেন, বাদশাহ মানসুরের পয়গাম এসেছে। আগামীকাল ঈদ হবেই। আর এটা উবায়দিয়্যাদের[৩] রায়। তারা তারিখ হিসেবে ঈদ করে। চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করে চলে না।

সেদিন আর চাঁদ দেখা যায়নি। তবুও শহরের আমীর দামামা, পতাকা ও ঈদের প্রস্তুতি নিয়ে বের হলেন; কিন্তু কাযী সাহেব স্বীয় সিদ্ধান্তে অনড়। তিনি বললেন, আমি বের হব না। ঈদের সালাতও পড়ব না।

---

[১] হজে শয়তানকে কঙ্কর নিক্ষেপের মধ্যবর্তী স্তম্ভের নাম।

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ২/৬৪

[৩] শিয়া সম্প্রদায়ের বিশেষ একটা উপদল।

শহরের আমীর এক লোককে খুতবা দিয়ে ঈদের সালাত পড়ানোর আদেশ দিলেন। এরপর তিনি বারকাহ শহরে যা ঘটেছে, তা বাদশাহ মানসুরের কাছে লিখে পাঠালেন। বাদশাহ মুহাম্মাদ ইবনু হুবলাকে তলব করলেন। তাকে হাজির করা হলে বাদশাহ তাকে বললেন, আপনি আপনার মত প্রত্যাহার করুন। তাহলে আপনাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে; কিন্তু বিচারপতি মুহাম্মাদ ইবনু হুবলা অনড়। তিনি একটুও নড়লেন না। নিজের কথার ওপর অটল রইলেন। বাদশাহ আদেশ করলেন, মৃত্যু অবধি তাকে যেন সূর্যের দিকে মুখ করে লটকে রাখা হয়। সঙ্গে সঙ্গে তার আদেশ পালন করা হয়। কঠিন পিপাসায় কাতর হয়ে মুহাম্মাদ ইবনু হুবলা পানি চান; কিন্তু তাকে একফোঁটা পানিও দেওয়া হয় না। এরপর তাকে শূলে চড়িয়ে শহীদ করে দেওয়া হয়!

জালিমদের ওপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক।[১]

পাঁচ

হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, যিয়াদ একবার হাকাম ইবনু আমরের নেতৃত্বে খোরাসান অভিযানে একদল সৈন্য প্রেরণ করে। আল্লাহর রহমতে তারা সেখানে বিজয়ী হন। প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তাদের হস্তগত হয়।

এ সংবাদ জানতে পেরে যিয়াদ সেনাপতি হাকাম ইবনু আমর বরাবর পত্র লেখে—

...হামদ ও সালাতের পর,

আমীরুল মুমিনীনের নির্দেশ এই যে, সোনা ও রূপা তার জন্য সংরক্ষণ করা হবে। এগুলো মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করা যাবে না।

জবাবে সেনাপতি হাকাম লেখেন—

আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

...পর সমাচার এই যে, আপনি আমাকে আমীরুল মুমিনীনের পত্রের কথা স্মরণ করিয়ে চিঠি লিখেছেন; কিন্তু আমি আমীরুল মুমিনীনের পত্র পাওয়ার আগে আল্লাহর পত্র পেয়েছি। তার পত্র পাঠের আগে আল্লাহর পত্র পাঠ করেছি। আল্লাহর কসম! যদি কোনো বান্দার মাথার ওপর আসমান ভেঙে পড়ে কিংবা পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যায়; কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও সে আল্লাহ

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১৫/৩৭৪

জাল্লা শানুহুকে ভয় করে তাহলে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তার জন্য তা হতে মুক্তি ও সৌভাগ্যের পথ বের করে দেবেন। মাআস সালাম।[১]

ছয়

আবু মুনযির ইসমাইল ইবনু উমার রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আবু আব্দুর রহমান আল-উমরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন—নিশ্চয় গাফিলতের আলামত হলো, আল্লাহর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। যেমন, তুমি জানো যে, এ কাজে আল্লাহ্ রাগান্বিত হন, তথাপি তুমি সেই কাজটি করলে। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধে এমন কাউকে ভয় করবে না, যে তোমার উপকার কিংবা অনিষ্ট সাধনের ক্ষমতা রাখে না।

তিনি আরও বলেন—মাখলুকের ভয়ে যে-ব্যক্তি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ ছেড়ে দেয়, তার ভেতর থেকে আল্লাহর ভয় উঠিয়ে নেওয়া হয়। ফলে যদি সে তার সন্তান কিংবা তার অধীন কাউকে কোনোকিছুর আদেশ করে, তাহলে সে আদেশের কোনো ওজন থাকে না। কেউ তাকে গুরুত্বই দেয় না।[২]

সাত

ইমাম আওযায়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আব্বাসী খিলাফতের সূচনাকাল। আব্দুল্লাহ ইবনু আলী[৩] তখন খলীফা। একবার তিনি আমাকে ডেকে পাঠান। বিষয়টা আমার কাছে বিরক্তিকর ঠেকে। তবুও যাই। দরবারে প্রবেশ করে দেখি, সবাই তার দুই দিকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন—আমাদের অবস্থান ও কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে আপনার কী অভিমত?

আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলি, আল্লাহ সুবনাহু ওয়া তাআলা আমীরকে সত্য পথে পরিচালিত করুন।

আমার আর দাউদ ইবনু আলী[৪] এর মাঝে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। তিনি বলেন...

---

[১] *সিফাতুস সাফওয়া* : ১/৬৭২

[২] *সিফাতুস সাফওয়া* : ২/১৮১

[৩] আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর নাতী।

[৪] খলীফার আরেক ভাই, যিনি তার পূর্বে খলীফা ছিলেন।

: আমি আপনাকে যা জিজ্ঞেস করেছি তার উত্তর দিন!

ইমাম আওযায়ী বলেন—তার এই কথায় আমি ভীষণ চিন্তায় পড়ে যাই। মনে মনে বলি, যা বলব সত্য বলব। এতে মৃত্যু হলে হবে। আমি সে জন্যেও প্রস্তুত। অতঃপর আমি তার নিকট ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ-এর সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করি—'সকল আমলের ভিত্তি হলো নিয়ত'।[১]

এ সময় তার হাতে একটি লোহার দণ্ড ছিল। তিনি সেটা দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটছিলেন। তিনি আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—হে আবু আব্দির রহমান, আহলে বাইতদের হত্যার ব্যাপারে আপনার কী অভিমত?

আমি বললাম, মুতররিফ ইবনু শিখখীর-এর সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু মারওয়ান বলেন—আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

"

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

কোনো মুসলিমের রক্তপাত বৈধ নয়, কেবল তিনটি কারণ ছাড়া। **এক.** *বিবাহিত নারী-পুরুষের ব্যভিচার।* **দুই.** *প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ।* **তিন.** *ইসলাম ত্যাগ।*[২]

এরপর জিজ্ঞেস করলেন, খিলাফত সম্পর্কে আপনার অভিমত বলুন! রাসূলের পক্ষ থেকে আমাদের—আহলে বাইত-এর প্রতি কোনো অসিয়ত ছিল কী?

আমি বললাম, যদি খিলাফতের ব্যাপারে আব্বাসীদের জন্য বা আহলে বাইতের জন্য রাসূলের কোনো অসিয়ত থাকত, তাহলে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তার আগে কাউকে খলীফা হতে দিতেন না!

এবার জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে বনু উমাইয়্যার মাল ও সম্পদের ব্যাপারে আপনার কী রায়?

[১] *সহীহ বুখারী* : ১; *সহীহ মুসলিম* : ১৯০৭
[২] *সহীহ বুখারী* : ৬৮৭৮; *সহীহ মুসলিম* : ১৬৭৬

আমি বললাম, যদি তা তাদের জন্য হালাল হয়, আপনাদের জন্য অবশ্যই হারাম। আর যদি তাদের জন্যও হারাম হয়, তাহলে আপনাদের জন্য তো আরও বেশি হারাম!

এরপর খলীফা আমাকে ছেড়ে দেওয়ার আদেশ দেন।

ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু আলী ছিলেন একজন প্রতাপশালী বাদশাহ। রক্তপাত ছিল তার নেশা। দাম্ভিকতায় তিনি ছিলেন সবার ঊর্ধ্বে! এতদসত্ত্বেও ইমাম আওযায়ী এভাবে বুক ফুলিয়ে তার সামনে সত্য উপস্থাপন করেছেন। দরবারী আলিমদের মতো আচরণ করেননি—যারা ক্ষমতাসীনদের অন্যায় ও অপরাধ সত্ত্বেও তাদের প্রশংসা করে। বাতিলকে হকের মোড়কে উপস্থাপন করে কিংবা সত্য প্রকাশের সক্ষমতা ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও চুপ মেরে বসে থাকে। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন![১]

আট

ইবনুল জাওযী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একবার উমার ইবনু আব্দিল আযীয-এর পুত্র আব্দুল মালিক তার কাছে গিয়ে বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা ছিল। কথাগুলো আপনাকে একাকী বলতে চাই। তখন উমার ইবনু আবদুল আযীয-এর পাশে মাসলামা ইবনু আব্দিল মালিক উপবিষ্ট ছিলেন। উমার ইবনু আব্দিল আযীয জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি তোমার চাচার কাছ থেকেও গোপন করতে চাচ্ছ? তিনি বলেন, জি। অতঃপর মাসলামা সেখান থেকে উঠে যান। এবার তিনি তার সামনে বসে বলেন, আমীরুল মুমিনীন, আপনার চোখের সামনে বিদআত চলছে, অথচ আপনি তা মিটাচ্ছেন না। আপনার সামনে সুন্নাত ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে, অথচ আপনি সেটা পুনরুজ্জীবিত করছেন না। কাল হাশরের ময়দানে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর সম্মুখে আপনি কী জবাব দেবেন?

উমার ইবনু আবদুল আযীয বলেন, বৎস, ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্য কি তোমাকে এসবের প্রতি উৎসুক করেছে, নাকি তুমি নিজ থেকে এসব বলছ?

আব্দুল মালিক বলেন, আল্লাহর কসম! আমি যা বলছি তা নিজ থেকেই বলছি। আপনি জানেন, আপনি জিজ্ঞাসিত হবেন, আপনি কী উত্তর দেবেন তখন?

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৭/১২৪-১২৫

উমার বলেন, আল্লাহ তোমার ওপর রহম করুন এবং এমন সন্তান হওয়ার কারণে উত্তম প্রতিদান দিন। আল্লাহর শপথ! আমি আশা করি, কল্যাণের ব্যাপারে তুমি আমার সাহায্যকারী হবে।

বৎস, তোমার স্বজাতি এই বিষয়টিকে সবখানে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে আছে। যখনই আমি তাদের থেকে এই বিষয়টা ছিনিয়ে নিতে যাব, তখনই উম্মাহর মধ্যে সীমাহীন রক্তপাত ঘটবে। আল্লাহর শপথ! কোনো মুসলিমের হিজামা পরিমাণ রক্ত ঝরানো আমার নিকট দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়ার চেয়েও অধিক ভয়াবহ!

প্রিয় বৎস, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, এমন একদিন আসবে, যেদিন তোমার পিতা এসব বিদআত মিটিয়ে দেবেন, আর সুন্নাহ জিন্দা করবেন? অপেক্ষা করো। আল্লাহ তাআলাই আমাদের মাঝে উত্তম ফায়সালা করবেন। আর নিশ্চয় তিনি সর্বোত্তম ফায়সালাকারী।[১]

নয়

সাঈদ ইবনু সুলাইমান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একবার আমি মক্কার 'শাতওয়া' নামক স্থানে একটি গলিপথে অবস্থান করছিলাম। আমার পাশেই ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনু আবদিল আযীয আল-উমারী। এ সময় বাদশাহ হারুনুর রশীদ হজকার্য সম্পাদন করছিলেন। এমন সময় একজন এসে বলল, হে আবু আব্দির রহমান, ওই যে আমিরুল মুমিনীন! তিনি সায়ী করার জন্য লোকদের সরিয়ে রাস্তা খালি করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনু আবদিল আযীয লোকটিকে বললেন, আল্লাহ আমার পক্ষ থেকে তোমাকে উত্তম বিনিময় না দিক! তুমি আমার ওপর এমন একটি বিষয় চাপিয়ে দিয়েছ, আমি যার মুখাপেক্ষী ছিলাম না। অতঃপর তিনি তার জুতা পরিধান করে সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন। আমিও তার পিছু পিছু গেলাম। তিনি খলীফা হারুনুর রশিদ এর দিকে এগিয়ে গেলেন। খলীফা তখন মারওয়া পাহাড় থেকে সাফা পাহাড়ের উদ্দেশ্যে হাঁটছিলেন। তিনি চিৎকার করে বললেন—হে হারুন, খলীফা তৎক্ষণাৎ তার দিকে তাকিয়ে বললেন, বলুন হে আমার চাচা, আমি উপস্থিত।

---

[১] *সিফাতুস সাফওয়া* : ২/১২৮

: তুমি সাফা পাহাড়ের ওপর আরোহণ করো।

অতঃপর তিনি সাফা পাহাড়ে আরোহণ করলেন।

: এবার তুমি কাবা শরীফের দিকে দৃষ্টিপাত করো।

: জি, করেছি।

: সেখানে কী পরিমাণ লোক আছে?

: এমন কে আছে গুনতে পারে?

: আনুমানিক?

: এদের সংখ্যা একমাত্র আল্লাহই গণনা করতে পারেন।

: তুমি জেনে রাখো, হাশরের ময়দানে এদের প্রত্যেকে শুধু নিজের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে; কিন্তু তুমি তাদের প্রত্যেকের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। সুতরাং, ভেবে দেখো তোমার পরিণতি কী হবে?

এরপর খলীফা হারুন কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়েন। লোকেরা তাকে একটির পর একটি রুমাল দিতে থাকে অশ্রু মোছার জন্য...

আল-উমারী বলেন—আরেকবার আমি তাকে ডেকেছিলাম। সে বলল, বলুন চাচাজান!

আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! যে তার নিজের সম্পদে অপচয় করে, সে অবশ্যই তার জবাবদিহিতায় পাকড়াও হবে। তাহলে যে-ব্যক্তি সকল মুসলিমের সম্পদে অপচয় করে, তার কী অবস্থা হবে?

এ কথা বলে তিনি চলে যান। আর বাদশাহ কাঁদতে থাকেন।[১]

দশ

ইমাম আলী ইবনু আবি তাইয়্যিব নিশাপুরীর জীবনীতে ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেন—

---

[১] *সিফাতুস সাফওয়া* : ২/১৮২

একবার তিনি সুলতান মাহমুদ গজনবীকে নসীহত করার উদ্দেশ্যে তার নিকট গমন করেন। এরপর বিনা অনুমতিতে দরবারে প্রবেশ করে কোনো প্রকার ভূমিকা ছাড়াই তাকে হাদীস শোনাতে আরম্ভ করেন। এতে সুলতান প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হন। গোলামকে নির্দেশ দেন, লোকটাকে আচ্ছামতো ধোলাই দাও! গোলাম তাকে এলোপাথাড়ি কিল-ঘুসি মারতে থাকে। উপস্থিত কিছু লোক ইমাম আলী ইবনু আবি তাইয়্যিবকে চিনত। তার ইলম ও ধার্মিকতার কথা জানত। তারা সুলতানকে তার পরিচয় খুলে বলে। এতে সুলতান ভীষণ অনুতপ্ত হন। তার নিকট ক্ষমা চান এবং তাকে কিছু উপহার-উপঢৌকন দেওয়ার নির্দেশ দেন; কিন্তু তিনি তা গ্রহণে অসম্মতি জানান।

এবার সুলতান বলেন, হে শাইখ, রাষ্ট্রশাসকের একটা প্রভাব আছে। তার দরবারের কিছু নিয়ম-নীতি আছে। সেগুলো মেনে চলতে হয়; কিন্তু আমি তো দেখছি, আপনি সে-সকল নিয়মনীতির কোনো তোয়াক্কাই করছেন না। এখন আপনিই বলুন, এর কী সমাধান?

তিনি বলেন, আল্লাহ আমাদের সর্বোত্তম পর্যবেক্ষক। আমি তো এসেছি আপনাকে নসীহত করতে, রাসূলের হাদীস শোনাতে, অন্তরে ভয় সৃষ্টি করতে। কোনো রাষ্ট্রের নিয়মনীতি বাস্তবায়ন করতে আমি আসিনি!

এতে সুলতান মাহমুদ গজনবী লজ্জিত হন এবং তার সাথে আলিঙ্গান করেন।

ঘটনাটি ইয়াকুত আল-হামাভী রাহিমাহুল্লাহ তার *তারীখুল উদাবা* নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন। তিনি আরও লেখেন, সুলতান মাহমুদ গজনবী ৪৫৮ হিজরী সনের শাওয়াল মাসে ইন্তেকাল করেন।

ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, জিহাদের দিক থেকে সুলতান মাহমুদ গজনবীর মর্যাদা ও শান অনেক ঊর্ধ্বে। তিনি হিন্দুস্তান-বিজেতা ছিলেন এবং অনেক দুর্জেয় স্থানসমূহ জয় করেছেন। তবে তার বেশকিছু দোষ-ত্রুটিও রয়েছে। উপর্যুক্ত ঘটনাটি সেগুলোর একটি। অবশ্য তিনি পরবর্তী সময়ে এর জন্য লজ্জিত হয়েছেন এবং দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

আমরা সকল অহংকারী ও দাম্ভিক বাদশাহদের হাত থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই। আমরা তো এমন অনেক দাম্ভিক ও অহংকারী বাদশাও দেখছি, যারা জিহাদ নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। দেশে-দেশে ফিতনা-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে।

আফসোস এ সকল বান্দাদের জন্য![১]

এগারো

আব্দুর রহমান রুস্তাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি ইবনু মাহদীকে নতুন স্ত্রীর সঙ্গে বাসর শয্যারত ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, তার জন্য কি কয়েক দিন নামাজের জামাআত পরিহার করার সুযোগ আছে?

তিনি বললেন, না! এক ওয়াক্তের জন্যও অনুমতি নেই!

অতঃপর যে-রাত্রিতে তার মেয়ের বাসর হলো, সেদিন ফজরের সময় তার নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি নিজের রুম থেকে বের হয়ে আযান দিলেন। মেয়ে-জামাতার দরজায় গিয়ে বাঁদিকে বললেন, তাদের দুজনকে বলো জামাআতে উপস্থিত হতে! নারী ও বাঁদিরা নামাজের জন্য বের হয়ে এলো। সবাই বলে উঠল, সুবহানাল্লাহ! আপনি এ কী শুরু করলেন?

তিনি বললেন, তারা যতক্ষণ-না বের হবে আমি থামব না; কিন্তু তারা দুজন জামাআতের পর বের হলো। এরপরও তিনি তাদের দুজনকে গলির বাহিরে এক মসজিদে পাঠিয়ে দিলেন।[২]

বারো

মুকাতিল ইবনু সালিহ আল-খোরাসানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একবার আমি হাম্মাদ ইবনু সালামার ঘরে প্রবেশ করি। তার ঘরে আসবাব-পত্র বলতে ছিল কেবল বসার একটি চাটাই, একটি কুরআন, একটি বইয়ের তাক এবং একটি অজুর পাত্র।

একদিন আমি তার ঘরে বসা ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ দরজায় কড়া নড়ল। তিনি তার মেয়েকে ডেকে বললেন, দেখো তো, কে এসেছে?

সে বলে, খলীফা মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমানের দূত এসেছে।

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১৮/১৭৩, ১৭৪

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৯/২০৪

তিনি বললেন, তাকে বলে দাও—যেন ঘরে একা প্রবেশ করে। অতঃপর দূত ঘরে প্রবেশ করে বাদশাহর একটি পত্র বের করে দেয়। তাতে লেখা ছিল—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমানের পক্ষ থেকে হাম্মাদ ইবনু সালামাকে। পর সমাচার এই যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনার দিনটিকে অনুরূপ করুন, যেরূপ তিনি তার বন্ধু ও আনুগত্যশীল বান্দাদের জন্য করেছেন। একটি সমস্যা সংঘটিত হয়েছে। সমাধানের প্রয়োজন। যদি আপনি একটু আসতেন, তাহলে আপনার কাছ থেকে জেনে নিতাম। মাআস সালাম।

এবার হাম্মাদ ইবনু সালামা মেয়েকে বললেন, কলম ও কালি নিয়ে এসো এবং লেখো—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

...পর সমাচার এই যে, আল্লাহ আপনার দিনটিও অনুরূপ করুন, যেরূপ তিনি তার বন্ধু ও আনুগত্যশীল বান্দাদের জন্য করেছেন। নিশ্চয়ই আমরা যে সকল আলিমদের নিকট ইলম অর্জন করেছি, তারা কেউ আমাদের নিকট আসেননি। যদি কোনো মাসআলা জানার প্রয়োজন হয়ে থাকে, তাহলে আপনি আসুন এবং আমাদের জিজ্ঞেস করুন। আর হ্যাঁ, যদি আপনি আসেন, তাহলে অবশ্যই একা আসবেন। পদাতিক কিংবা অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে আসবেন না। যদি তাদের নিয়ে আসেন, তবে আমি আপনার সমাধান দেব না। এতে আপনার যেমন কল্যাণ নেই, আমারও নেই! মাআস সালাম।

কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই তার ঘরে আবার কড়া নড়ল। তিনি মেয়েকে বললেন, দেখো তো দরজায় কে?

মেয়ে বলল, খলীফা মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান!

তিনি বললেন, তাকে বলে দাও, তিনি যেন ঘরে একা প্রবেশ করেন।

অতঃপর বাদশা ঘরে প্রবেশ করলেন এবং সালাম দিয়ে আদবের সাথে তার সম্মুখে বসে পড়লেন। বিনয়ের সাথে বললেন, যখনই আমি আপনার দিকে তাকাই, তখনই কেমন যেন আমার ভেতর ভয় জেগে ওঠে! এটা কেন? হাম্মাদ ইবনু সালামাহ বললেন, আমি সাবিত আল-বুনানী থেকে শুনেছি, তিনি আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে, তিনি শুনেছেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে। প্রিয় নবীজি বলেন—

"

إِنَّ الْعَالِمَ إِذَا أَرَادَ بِعِلْمِهِ وَجْهَ اللهِ هَابَهُ كُلُّ شَيْءٍ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَكْنِزَ بِهِ الْكُنُوزَ هَابَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

কোনো আলিম যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইলম শেখেন, তখন সকল জিনিস তাকে ভয় করে। আর যখন কোনো আলিম দুনিয়ার ধন-দৌলত লাভের আশায় ইলম শেখে, তখন সে সকল জিনিসকে ভয় পায়।[১]

এরপর খলীফা বললেন, এখানে ৪০ হাজার দিরহাম আছে। আপনি সেগুলো গ্রহণ করুন এবং আপনার অবস্থার উন্নয়ন করুন। তিনি বললেন, এগুলো যাদের থেকে জুলুম করে আনা হয়েছে তাদের ফিরিয়ে দাও। খলীফা বললেন, আল্লাহর শপথ! এগুলো আমি মীরাস-সূত্রে পেয়েছি। তিনি বললেন, আমার এগুলোর কোনো প্রয়োজন নেই। তুমি এগুলো সরিয়ে নাও। আল্লাহ তোমার পাপের বোঝা সরিয়ে নেবেন। তিনি বললেন, তাহলে এগুলো লোকদের মাঝে বণ্টন করে দেন। তিনি বললেন, আমি ইনসাফের ভিত্তিতে বণ্টন করার পরও যদি কেউ বাদ পড়ে, তবে বলবে, আমি ইনসাফ করিনি। তারচেয়ে ভালো, তুমি এগুলো সরিয়ে নাও। আল্লাহ তোমার পাপের বোঝা সরিয়ে নেবেন।[২]

---

[১] *কানযুল উম্মাল* : ৪৬১৩১; *ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন* : ২/১০৮৭

[২] *সিফাতুস সাফওয়া* : ৩/৩৬১

ত্রয়োদশ অধ্যায়

জিহাদের ময়দানে সালাফগণ

এক

হাম্মাদ ইবনু সালামা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সুহাইব রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা অভিমুখে রওনা হন, তখন পথিমধ্যে একদল কুরাইশ তাকে বাধা দিতে উদ্যত হলো। তিনি সওয়ারী থেকে নেমে দাঁড়ালেন এবং তূণীরে রক্ষিত সবগুলো তির বের করে কুরাইশদের লক্ষ্য করে বললেন, হে কুরাইশগণ, তোমরা জানো, আমার তির লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। আল্লাহর শপথ করে বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তূণীরে একটি তিরও থাকবে, ততক্ষণ তোমরা আমার ধারে-কাছেও আসতে পারবে না। তির শেষ হয়ে গেলে তলোয়ার চালাব। যতক্ষণ আমার প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ আমি তলোয়ার চালিয়ে যাব। তারপর তোমরা যা চাও করতে পারবে। আর যদি তোমরা দুনিয়ার স্বার্থ কামনা করো, তাহলে শোনো, আমি তোমাদের মক্কায় রক্ষিত আমার ধন-সম্পদের সন্ধান বলে দিচ্ছি, তোমরা তা নিয়ে নাও এবং আমার রাস্তা ছেড়ে দাও।

তাতে কুরাইশ-দল রাজি হয়ে গেল। আর সুহাইব রুমী রাযিয়াল্লাহু আনহু নিরাপদে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখে বললেন—

"

رَبَحَ الْبَيْعُ أَبَا يَحْيَ

আবু ইয়াহয়া[১] তোমার ব্যবসাটি লাভজনক হয়েছে।

অতঃপর এ আয়াতটি নাজিল হয়—

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ

আর মানুষের মাঝে একশ্রেণির লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে নিজেদের জান বাজি রাখে। আল্লাহ হলেন তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান।[২][৩]

দুই

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধের ভয়াবহ মুহূর্তে আমি আম্মার ইবনু ইয়াসিরকে দেখলাম, একটি টিলার ওপর দাঁড়িয়ে সজোরে চিৎকার করে বলছেন—'ওহে মুসলিম সৈনিকগণ, তোমরা কি জান্নাত থেকে পালাচ্ছ? আমি আম্মার ইবনু ইয়াসির বলছি! তোমরা আমার সাথে এসো।'

আমি দেখলাম, তার কান কেটে গেছে। সামান্য চামড়া ঝুলে আছে। আর এদিকে তিনি পুরোদ্যোমে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন।[৪]

তিন

সাদ ইবনু খাইসামা রাযিয়াল্লাহু আনহু[৫]-এর জীবনীতে ইমাম ইবনুল জাওযী রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেন, তিনি ছিলেন আনসারদের বিশিষ্ট বারজন মুখপাত্রের একজন এবং দ্বিতীয় আকাবায় ৭০ জনের সাথে তিনিও শরীক ছিলেন।

---

[১] সুহাইব-এর উপনাম।

[২] সূরা বাকারা, আয়াত : ২০৭

[৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ২/৩২; *তবাকাতে ইবনু সাদ* : ৩/১৭১; *মুসতাদরাক লিল-হাকিম* : ৩/৩৯৭

[৪] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১/৪২২

[৫] উপনাম আবু আব্দিল্লাহ।

বদর যুদ্ধে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের ঘোষণা দেন এবং সাহাবীদের যুদ্ধের জন্য আহ্বান করেন, তখন তার বৃদ্ধ পিতা খাইসামা বলেন, পরিবারের দেখভাল করার জন্যে আমাদের দুজনের যে-কোনো একজনের বাড়িতে থাকা উচিত। সুতরাং, তুমি আমাকে আল্লাহর রাস্তায় যেতে দাও। আর তুমি পরিবারের সাথেই থাকো। ছেলে সাদ তা অস্বীকার করে বলেন, ব্যাপারটা যদি জান্নাতপ্রাপ্তির না হতো, তবে না হয় ছাড় দেওয়া যেত; কিন্তু এই সুবর্ণ সুযোগে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমিও রাখি।

পিতা-পুত্রের কেউ যখন কাউকে ছাড় দিচ্ছিলেন না, তখন তাদের মধ্যে লটারি হয়। লটারিতে ছেলের নাম আসে। তৎক্ষণাৎ তিনি যুদ্ধে বেরিয়ে পড়েন এবং শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে ধন্য হন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকেও তার এবং সাহাবীগণের দলে শামিল করে নিন।[১]

চার

সাবিত আল-বুনানী রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, ইবনু আবি লাইলা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মি মাকতূম রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হে আমার রব, আমি তো অন্ধ। যুদ্ধে শরীক হওয়ার ব্যাপারে আমার দুর্বলতাকে ক্ষমা করুন। এর পরিপেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা ওহী নাজিল করেন—

غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ

ওজরগ্রস্ত ব্যক্তিরা নয়[২]

এরপরেও তিনি যুদ্ধে শরীক হতে চাইতেন এবং বলতেন, তোমরা আমার হাতে ইসলামের ঝাণ্ডা তুলে দাও এবং উভয় পক্ষের মাঝে দাঁড় করিয়ে দাও। আমি তো অন্ধ। তাই যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখতে পাব না। ফলে পালাতেও পারব না![৩]

[১] *সিফাতুস সাফওয়া* : ১/৪৬৮
[২] সূরা নিসা, আয়াত : ৯৫
[৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১/৩৬৪

পাঁচ

হাম্মাদ ইবনু সালামা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, সাবিত রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সালাহ এক যুদ্ধে শরীক ছিলেন। তার সাথে তার পুত্রও ছিল। তিনি পুত্রকে বললেন, হে আমার পুত্র, শত্রুর সম্মুখে এগিয়ে যাও। শহীদ হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করো। ছেলে প্রস্তুত হলেন। সম্মুখপানে এগিয়ে গেলেন। লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে গেলেন। এরপর এগিয়ে গেলেন সালাহ। তাকেও শহীদ করে দেওয়া হলো।

যুদ্ধের পর সালাহর স্ত্রী মুআযাহর কাছে অন্যান্য নারীরা ভিড় জমাল। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা যদি আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে এসে থাকো, তাহলে ঠিক আছে। অন্যথায় এখান থেকে চলে যেতে পারো।[১]

ছয়

আসমা বিনতু আবি বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, যখন প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সমুদয় সম্পদ[২] নিয়ে তার সফরসঙ্গী হন। তার সাথে হিজরতে বেরিয়ে পড়েন। এর একটু পরেই দাদা আবু কুহাফা ঘরে ঢোকেন। বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি তখন অন্ধ। ঘরে ঢুকে অত্যন্ত আহত কণ্ঠে আমাকে ডেকে বলেন, আবু বকর তো তোমাদের সহায়-সম্বলহীন করে তার জান-মাল নিয়ে কেটে পড়েছে। আমি বলি, কখনই না। তিনি আমাদের জন্য অনেক কিছুই রেখে গেছেন। এরপর আমি কিছু কঙ্কর নিই এবং একটি কাপড়ে জড়িয়ে ঘরের এককোণে রেখে দিই। এবার দাদাকে হাত ধরে সেখানে নিয়ে বলি, এখানে হাত রাখুন। তিনি কাপড়ের ওপর হাত রাখলে আমি বলি, দেখুন তিনি কতকিছু রেখে গেছেন। তখন তিনি বলেন, যদি সে তোমাদের জন্য এতকিছু রেখে যায়, তাহলে তো ঠিক আছে।[৩]

সাত

আসিম ইবনু বাহদালা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আবু ওয়াইল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে খালিদ ইবনু ওয়ালীদ বলেন, যুদ্ধের ময়দানে শাহাদাতের মৃত্যুকে

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৩/৪৯৮

[২] প্রায় পাঁচ বা ছয় হাজার স্বর্ণমুদ্রা

[৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ২/২৯০

আমি কত খুঁজেছি; কিন্তু ভাগ্যে জোটেনি। আজ বিছানায় পড়ে মারা যাচ্ছি।

ইসলাম গ্রহণের পর এমন কোনো আমল আমার নেই, যার দ্বারা মুক্তির আশা করতে পারি। তবে হ্যাঁ, প্রতিটি রাতে আমি যুদ্ধের সাজে সজ্জিত থাকতাম। আকাশ আমাকে অস্থির করে রাখত। কখন প্রভাত হবে, সূর্য উঠবে, আর আমরা শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব।

এরপর তিনি বলেন, আমি মারা যাওয়ার পর তোমরা আমার ঘোড়া ও যুদ্ধাস্ত্রগুলো সযত্নে আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিয়ো।

বর্ণনাকারী বলেন, খালিদ ইবনু ওয়ালিদের মৃত্যুর পর উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তার জানাযার উদ্দেশ্য বের হন এবং বলেন, আজ খালিদের জন্য যদি ওয়ালীদ-গোত্র মাতম করে এবং বিলাপ না-করে নীরব অশ্রুপাত করে তবে এতে কোনো দোষ নেই। কোনো নিষেধ নেই।[১]

আট

খালিদ ইবনু ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যদি কোনো একরাতে আমার জন্য বাসর সাজানো হয়, একেবারে আমার মনের মতো করে, আর আমিও বাসর-যাপনে উদগ্রীব থাকি তবে সে-রাতটির চেয়েও অধিক প্রিয় হবে—প্রচণ্ড শীত ও তুষারপাতে ঢাকা কোনো এক রাতে সৈন্যদল নিয়ে শত্রুপক্ষের ওপর আক্রমণের জন্য সকাল পর্যন্ত ওত পেতে থাকা।[২]

নয়

সাবিত রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হুনাইনের যুদ্ধের দিন উম্মু সুলাইম রাযিয়াল্লাহু আনহা হাতে খঞ্জর তুলে নেন। আবু তালহা তাকে দেখে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, এ হলো উম্মু সুলাইম। সে খঞ্জর হাতে নিয়েছে। উম্মু সুলাইম বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, যদি কোনো মুশরিক আমার নাগালে এসে পড়ে, তাহলে এটা দিয়ে তার পেট এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেব।[৩]

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১/৩৮১
[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১/৩৭৫
[৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ২/৩০৪

দশ

যায়েদ ইবনু সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে সাদ ইবনু রবীআর খোঁজে পাঠান। তিনি আমাকে বলেন, যদি তুমি তাকে জীবিত পাও, তাহলে আমার পক্ষ থেকে সালাম দিয়ো এবং বলো—আল্লাহর রাসূল তোমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, কেমন আছ?

এরপর আমি শহীদদের মাঝে তাকে খুঁজতে থাকি। একসময় তাকে পেয়েও যাই। তিনি তখন মুমূর্ষু অবস্থায় অন্তিম মুহূর্ত অতিক্রম করছিলেন। তার গায়ে ৭০ টিরও বেশি আঘাত ছিল। আমি তাকে সবকিছু খুলে বলি। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূলের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং তোমার ওপরও। তুমি তাকে বলে দিয়ো—ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি! আর আমার স্বজাতি আনসারদের বলো—তোমাদের দেহে এক ফোঁটা রক্ত থাকতেও যদি রাসূলুল্লাহর গায়ে কোনো আঘাত লাগে তবে কাল কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর সম্মুখে তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে।

যায়েদ ইবনু সাবিত বলেন, এ কথা বলে তিনি শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রাযিয়াল্লাহু আনহু।[১]

এগারো

যিরার ইবনু আমর রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আবু রাফি' রাহিমাহুল্লাহ বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু একবার রোমানদের উদ্দেশ্যে আব্দুল্লাহ ইবনু হুযাফার নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল প্রেরণ করেন। ঘটনাক্রমে রোমান সৈন্যরা আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফাকে তার সাথী-সঙ্গীসহ বন্দি করে ফেলে এবং তাদের বাদশাহর নিকট নিয়ে যায়। তারা আব্দুল্লাহ ইবনু হুযাফার দিকে ইঙ্গিত করে বলে, এই লোকটি মুহাম্মদের সাহাবী ও তার অনুসারী।

রোমের বাদশাহ আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফাকে বলেন, তুমি কি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করবে? যদি করো, তবে তোমাকে আমি আমার অর্ধেক রাজ্যের মালিক বানিয়ে দেব! তিনি বলেন, যদি তুমি আমাকে তোমার মালিকানাধীন সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে দাও এবং আরব-অনারবের যা-কিছু তোমার নয়, তারও মালিক বানিয়ে দাও, তবুও আমি

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১/৩১৯

এক মুহূর্তের জন্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধর্ম ত্যাগ করব না!

বাদশাহ বলেন, তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করব!

আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফা বলেন, তোমার যা ইচ্ছে করো!

অতঃপর বাদশাহ তাকে শূলে চড়ানোর আদেশ দেয়; কিন্তু তিরন্দাজদের বলে দেয়, তার শরীরের একদম পাশ ঘেঁষে একটি তির নিক্ষেপ করবে, আর তাকে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানাবে। তারা তাই করল; কিন্তু এবারও আবদুল্লাহ ইবনু হুযাফা সম্মত হলেন না। তাকে শূলী থেকে নামানো হলো।

অতঃপর বড় একটি ডেগ আনা হলো। তাতে পানি ঢালা হলো, আর নিচে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে আর প্রচণ্ড তাপে ডেগের পানি টগবট করে ফুটছে! এবার দুজন মুসলিম বন্দিকে আনা হলো। তাদের একজনকে তাতে নিক্ষেপ করা হলো। মুহূর্তেই তার লাশ কঙ্কাল হয়ে ভেসে উঠল। বাদশাহ আব্দুল্লাহ ইবনু হুযাফাকে এ দৃশ্য দেখিয়ে বললেন, এবারও কি তুমি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করবে না? তিনি আবারও অস্বীকার করলেন।

কিছুক্ষণ পর তিনি কাঁদতে লাগলেন। বাদশাহকে জানানো হলো যে, তিনি কাঁদছেন। বাদশাহ ভাবলেন, হয়তো এবার তার মন কিছুটা দুর্বল হয়েছে। তিনি তাকে ডেকে বললেন, কেন কাঁদছ?

তিনি বললেন, জীবন তো মাত্র একটাই। যদি তুমি একবার আমাকে আগুনে ফেলে দাও, তো শেষ! আমার আফসোস হয়, যদি শরীরের পশম পরিমাণ আমার জীবন থাকত! তবে আমি প্রতিটা জীবন আল্লাহর জন্য আগুনে উৎসর্গ করতে পারতাম!

বাদশাহ তাকে বললেন, তুমি কি আমার মাথায় একটা চুমু দিতে পারবে? তাহলে আমি তোমাকে মুক্ত করে দেব! আব্দুল্লাহ ইবনু হুযাফা বললেন, আর আমার সাথী-সঙ্গী?

: তাদেরকেও মুক্তি দেওয়া হবে।

তারপর তিনি বাদশার মাথায় একটা চুমু দিলেন এবং সকল সৈনিকদের সঙ্গে নিয়ে উমার ইবনুল খাত্তাব-এর নিকট ফিরে এলেন। রোম বাদশাহর সাথে যা যা ঘটেছিল তার পূর্ণ বিবরণ দিলেন। এরপর উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'প্রত্যেক

মুসলমানের উচিত আব্দুল্লাহ ইবনু হুযাফার মাথায় চুমু খাওয়া। আর আমিই সেটার সূচনা করছি।' এ বলে তিনি তার মাথায় চুমু দেন।[১]

বারো

আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু একবার এই আয়াতের তিলাওয়াত করেন—

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا

তোমরা হালকা ও ভারী উভয় অবস্থায় যুদ্ধে বের হও।[২]

অতঃপর বলেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের যুদ্ধের জন্য আহ্বান করেছেন। আমাদের যুবক, বৃদ্ধ সকলকে যুদ্ধে যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং, তোমরা আমাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে দাও। তখন তার ছেলেরা বলল, আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন। আপনি তো রাসূলের যুগে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে থেকে যুদ্ধ করেছেন। আবু বকর ও উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমার সাথেও যুদ্ধে শরীক হয়েছেন। এখন না হয় আপনার পক্ষ থেকে আমরাই যুদ্ধ করলাম!

বর্ণনাকারী বলেন, এরপরও তিনি সমুদ্রযুদ্ধে শরিক হন এবং সেখানেই শহীদ হন। সাত দিন পর্যন্ত তাকে দাফন করার মতো কোনো দ্বীপ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না; কিন্তু এই সাত দিনে তার দেহে সামান্যতম পচনও ধরেনি![৩]

তেরো

আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার মুসলমানদের একটি সৈন্যদল জিহাদে বের হয়। আমি তাদের আমীর ছিলাম। আমরা ইস্কান্দারিয়ায় গিয়ে পৌঁছি। সেখানকার বাদশাহ আমাদের বলেন, তোমাদের মধ্য থেকে একজনকে পাঠাও; আমি তার সাথে মতবিনিময় করব।

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ২/১৪

[২] সূরা তাওবা, আয়াত : ৪২

[৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ২/৩৪

ঠিক করলাম, আমিই যাব। তারপর একজন দোভাষী সঙ্গো নিয়ে বের হলাম। তিনিও একজন দোভাষী নিলেন। আমাদের জন্য দুটি আসন রাখা হলো। আমরা সেখানে উপবিষ্ট হলাম। অতঃপর বাদশাহ বললেন, তোমরা কারা? কী তোমাদের পরিচয়?

আমি বলতে শুরু করলাম—

'আমরা আরব। কাঁটাযুক্ত গাছ ও পাথুরে ভূমির অধিবাসী। আমরা আল্লাহর ঘরের প্রতিবেশী। একসময় মানুষের জন্য দুনিয়া সঙ্কীর্ণ করে দিতাম। অতিষ্ঠ করে তুলতাম তাদের। মৃত বস্তু ও রক্ত ছিল আমাদের খাবার। সবলেরা দুর্বলের ওপর হামলে পড়ত। এক কথায়, আমরা সবচেয়ে নিকৃষ্ট পন্থায় জীবন যাপন করতাম।

এরপর আমাদের মধ্য থেকেই এমন এক ব্যক্তি বেরিয়ে এলেন—যিনি নেতা বা ধনিক-শ্রেণির কেউ ছিলেন না। তিনি বললেন, আমি আল্লাহর প্রেরিত দূত। তিনি আমাদের এমন সব কাজের আদেশ দেন, যা আমরা কখনও শুনিনি এবং যে-সবে লিপ্ত ছিলাম তা থেকে বারণ করেন। আর অমনি আমরা তার বিরুদ্ধে লেগে গেলাম। তার ওপর মিথ্যারোপ করতে লাগলাম। তার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলাম। এসময় অন্য গোত্রের[১] কিছু লোক তার সাথে দেখা করে। তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে। তারা এই বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, আমরা আপনাকে সর্বাত্মক সাহায্য করব। আপনার শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করব। অতঃপর তিনি হিজরত করে তাদের শহরে চলে যান। তাদের সাথে মিলিত হন। এবার আমরা তার দিকে ধেয়ে আসি। তার সাথে আমাদের যুদ্ধ হয়। তিনি আমাদের ওপর বিজয় লাভ করেন। এরপর তিনি আরব উপদ্বীপের অন্যান্য দেশেও অভিযান চালান। সেখানেও বিজয়ী হন। যদি এখানে অনুপস্থিত আরবরা তোমাদের জীবনাচার সম্পর্কে জানত, তাহলে প্রত্যেকেই তোমাদের কাছে চলে আসত!'

বাদশাহ হেসে বললেন, তোমাদের রাসূল সত্য বলেছেন। আমাদের কাছেও ইতিপূর্বে অনেক রাসূল এসেছেন। আমরা তাদের মতের ওপরই ছিলাম; কিন্তু একসময় আমাদের মাঝে এমন কিছু বাদশাহর আবির্ভাব ঘটে, যারা নবীগণের আদেশ ছেড়ে দেয়। মনগড়া কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যদি তোমরা তোমাদের নবীর আদেশ আঁকড়ে ধরো, মনেপ্রাণে গ্রহণ করো, তবে পৃথিবীর কোনো শক্তি তোমাদের কোনোদিন হারাতে পারবে না। আর যদি তোমরা আমাদের মতো আচরণ করো,

[১] মদীনার

নবীর আদেশ ছেড়ে দাও, তো জেনে রেখো, তোমাদের সংখ্যা আমাদের চেয়ে বেশি নয়! তোমাদের সমরাস্ত্র ও যুদ্ধশক্তি আমাদের চেয়ে অধিক নয়![১]

চৌদ্দ

আবু আকীল আব্দুর রহমান ইবনু সা'লাবার জীবনীতে উল্লেখ আছে, তিনি ছিলেন একজন বদরী সাহাবী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে প্রতিটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। জাফর ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনি আসলাম বলেন—

ইয়ামামার যুদ্ধের ঘটনা। মুসলিমরা যখন সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালেন, তখন তাদের মধ্যে প্রথম যিনি আহত হন, তিনি হলেন আবু আকীল। শত্রুপক্ষের একটি তির এসে তার বাম কাঁধ ও বুকের মাঝখানে বিঁধে। তিনি তিরটা টেনে বের করে ফেলেন। এই আঘাত যুদ্ধের শুরু লগ্নেই তাকে দুর্বল করে দেয়। ফলে তাকে ধরাধরি করে তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া হয়।

অতঃপর যুদ্ধ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের রূপ ধারণ করে। একপর্যায়ে মুসলমানরা পরাজয় বরণ করে। পিছপা হতে হতে নিজেদের তাঁবুগুলোও অতিক্রম করে ফেলে। এ সময় মাআন ইবনু আদী চিৎকার করে বলেন, 'হে আনসারগণ, তোমরা পলায়ন করো না। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহকে ভয় করো। তোমাদের শত্রুদের ওপর সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো।'

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আবু আকীল উঠে বসলেন। চিৎকারকারী কী বলছে, তা শোনার চেষ্টা করলেন। আমি তাকে বললাম, যুদ্ধে সাহায্যের জন্য তিনি আনসারদের ডাকছেন। আবু আকীল বললেন, আমি আনসার। আমি তার ডাকে সাড়া দেব, হামাগুড়ি দিয়ে হলেও।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আবু আকীল নিজেকে শক্ত করে বাঁধলেন। ডানহাতে তরবারি উঠিয়ে নিলেন। এরপর বলতে লাগলেন, ওহে আনসার সাহাবীগণ, হুনাইন যুদ্ধের ন্যায় আরও একবার একত্র হও। আক্রমণ করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন। মনে রেখো, মুসলমানদের জন্য আল্লাহর সাহায্য আছে। শত্রুদের কোনো সাহায্য নেই।

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৩/৭০-৭১

অতঃপর সকল মুসলিম সৈনিক ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর দুশমনদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। একটি বাগানের[১] ভেতর তাদের সাথে প্রচণ্ড লড়াই হয়। উভয় পক্ষের তরবারি গর্জে ওঠে।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আমি আবু আকীলের দিকে তাকালাম। তার আহত হাতটি কাঁধ পর্যন্ত কেটে ফেলা হয়েছে। তা জমিনে পড়ে আছে। তাতে মারাত্মক পর্যায়ের প্রায় ১৪টি আঘাত লেগেছে। আর এদিকে আল্লাহর দুশমন শত্রুদের প্রধান মুসাইলামাকে হত্যা করা হয়।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আমি আবু আকীলের কাছে গেলাম। তিনি তখন জীবনের অন্তিম মুহূর্তে। আমি বললাম, হে আবু আকীল, তিনি খুব ক্ষীণস্বরে বললেন, ভাই, যুদ্ধের কী অবস্থা? বললাম, 'সুসংবাদ! আল্লাহর দুশমন মারা গেছে। মুসলমানদের বিজয় হয়েছে'। এরপর তিনি তার তর্জনী আঙুলি আকাশের দিকে উঁচিয়ে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করলেন এবং শাহাদাত বরণ করলেন। আল্লাহ তার ওপর রহমত বর্ষণ করুন।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, মদীনায় আসার পর আমি পুরো ঘটনা উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট খুলে বলি। তিনি সব শুনে বলেন, 'আল্লাহ তার ওপর রহম করুন। সে সবসময় শাহাদাতের অপেক্ষায় থাকত। শহীদী মৃত্যুর তামান্না বুকে লালন করত। আমার জানা মতে, সে ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের মাঝে সর্বোত্তম! এবং ইসলামের শুরু যুগের মুসলিম। রাযিয়াল্লাহু আনহু।'[২]

পনেরো

ওয়াসিলাহ ইবনুল আসকা রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনীতে উল্লেখ আছে, মুহাম্মাদ ইবনু সাদ বলেন, একবার ওয়াসিলাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসেন। তার সাথে ফজরের সালাত আদায় করেন। সালাত শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণের দিকে ফিরে বসেন এবং সবাইকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। একপর্যায়ে ওয়াসিলাহ-এর প্রতি

[১] বাগানটির নাম, হাদীকাতুল মাওত।
[২] *সিফাতুস সাফওয়া* : ১/৪৬৬-৪৬৭

তার দৃষ্টি আটকে যায়। তিনি তাকে সম্বোধন করে বলেন—

: কে তুমি?

ওয়াসিলাহ নিজের পরিচয় দেন।

: কেন এসেছ?

: আমি আপনার হাতে বাইআত হতে চাই।

: যা তুমি পছন্দ করো কিংবা অপছন্দ করো, সব বিষয়েই বাইআত হবে?

: জি হ্যাঁ।

: তোমার সাধ্যের মধ্যে যা আছে, সব মানবে?

: জি হ্যাঁ।

অতঃপর তিনি বাইআত হন এবং ইসলামের সুশীতল ছায়ায় প্রবেশ করেন।[১]

যেদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক-যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, সেদিন ওয়াসিলাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার পরিবারের নিকট আসেন। তার পিতা আল-আসকার সাথে সাক্ষাৎ করেন। পিতা তাকে জিজ্ঞেস করেন—

: তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করেছ?

: জি।

: আল্লাহর কসম! আমি আর কোনোদিন তোমার সাথে কথা বলব না।

অতঃপর তিনি তার চাচার কাছে আসেন। তাকে অভিবাদন জানান। তিনিও তাকে জিজ্ঞেস করেন—

: তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করেছ?

: জি।

---

[১] *তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনু সাদ : ১/২৩২*

বর্ণনাকারী বলেন, চাচা তার পিতার চেয়ে কিছুটা হালকা তিরস্কার করে বলেন, কোনো বিষয়ে বড়দের না জানিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া তোমার জন্য উচিত হয়নি।

ওয়াসিলাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বোন তাদের কথোপকথন শুনতে পান। তিনি ওয়াসিলাহর কাছে এসে ইসলামী পদ্ধতিতে সালাম পেশ করেন। ওয়াসিলাহ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন—

: মানে কী বোন!

: আমি তোমাদের সব কথাবার্তা শুনেছি। আমিও ইসলাম গ্রহণ করেছি।

: তাহলে তুমি তোমার ভাইকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে দাও। নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সফরে আছেন।

বোন তার ভাইকে প্রস্তুত করে দেন এবং তিনি রাসূলের সাথে এসে মিলিত হন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইতোমধ্যে রওয়ানা হয়ে গেছেন। যারা রয়ে গেছেন, তারাও ধীরে-সুস্থে বেরিয়ে পড়ছেন।

বনু কাইনুকার বাজারে গিয়ে ওয়াসিলাহ হাঁক ছাড়েন, আমি তাবুকে যেতে চাই; কিন্তু আমার কোনো বাহন নেই। অতএব, যে আমাকে বাহন দেবে, আমার যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তার।

ওয়াসিলাহ বলেন, কাব ইবনু উযরাহ আমার ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, আমি তোমাকে রাত ও দিনের নির্দিষ্ট একাংশে সওয়ারে ওঠাব। অপরাংশে আমি। পালা হবে বরাবর। তবে বিনিময়ে তোমার যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আমার। আমি বললাম, আমি রাজী।

ওয়াসিলাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দিক। তিনি আমাকে বাহনে চড়িয়েছেন। তার সাথে রেখে আমাকে খাইয়েছেন। আমার জন্য কষ্ট সয়েছেন। একপর্যায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ ইবনু ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে আকয়াদির ইবনু আব্দিল মালিকের বিরুদ্ধে 'দাউমাতুল জান্দাল'[১]-এ একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। আমি ও কাব তাতে শরীক ছিলাম। সেখানে আমাদের বেশকিছু গনীমত হস্তগত হয়। খালিদ তা আমাদের মাঝে বণ্টন করে দেন। আমার ভাগে ছয়টি শক্তিশালী উটনী পড়ে। আমি সেগুলো নিয়ে কাব ইবনু উযরাহ-র তাঁবুর নিকট গিয়ে বলি, ভাই, বেরিয়ে আসুন। আল্লাহ

[১] এটি একটি জায়গার নাম। যা ইরাক থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথে পড়ে।

আপনার ওপর রহম করুন। দেখুন, আপনার উটনীগুলো। নিজ হিফাযতে নিয়ে নেন।

তিনি বেরিয়ে এসে এসব দেখে মুচকি হেসে বলেন, আল্লাহ তোমার এসবে বরকত দিন। আমি তোমাকে এই কারণে বাহন দিইনি যে, তোমার থেকে কিছু নেব।[১]

ষোলো

আব্দুল্লাহ ইবনু কায়স থেকে বর্ণিত, আবু উমাইয়্যা আল-গিফারী বলেন, আমরা কোনো এক যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করছিলাম, হঠাৎ শত্রুবাহিনী এসে উপস্থিত হয়। মুজাহিদদের সতর্ক করা হলে তারা দ্রুততার সঙ্গো সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যান। এমন সময় আমি লক্ষ্য করি, আমার সামনে একলোক দাঁড়ানো। আমার ঘোড়ার সম্মুখভাগ তার ঘোড়ার ঠিক লেজ বরাবর। লোকটি নিজেকে নিজে সম্বোধন করে বলছে, হে আত্মা, তুমি কি অমুক অমুক যুদ্ধে উপস্থিত হওনি? তখন কি তুমি আমাকে বলোনি, তোমার পরিবার ও ছেলে-মেয়ে রয়েছে। ফলে তোমার কথা শুনে আমি ফিরে গিয়েছিলাম? আল্লাহর শপথ! আজ তোমাকে আমি আমার আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করব। আল্লাহ তাআলা হয় তোমাকে কবুল করবেন; নয়তো ছুড়ে ফেলবেন।

তখন আমি[২] মনে মনে বলি, আজ আমি তার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করব! তাই আমি যুদ্ধের ফাঁকে ফাঁকে তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম। মুজাহিদগণ শত্রুদলের ওপর আক্রমণ করল। সে ছিল মুজাহিদদের প্রথম কাতারে—একেবারে সম্মুখভাগে। তারপর শত্রুরা মুজাহিদদের ওপর পাল্টা আক্রমণ করলে তারা কিছুটা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে; কিন্তু সে ছত্রভঙ্গ সৈন্যদের রক্ষা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মুজাহিদরা আবার শত্রুদের ওপর জোরদার হামলা করল। তখনও সে প্রথম সারিতে অবস্থান করছে। তারপর শত্রুরা আবার মুজাহিদদের ওপর আক্রমণ করলে তারা কিছুটা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আর সে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকে। আবু উমাইয়্যাহ আল-গিফারী বলেন—

আল্লাহর শপথ! আমি দেখেছি যে, সে প্রথম সারিতে থেকে আক্রমণ করছে আর মুজাহিদরা কিছুটা বিক্ষিপ্ত হলে পশ্চাতে থেকে তাদের রক্ষা করছে। এভাবেই চলতে থাকে। অবশেষে সে শহীদ হয়ে লুটিয়ে পড়ে! আমি গুনে দেখি, তার দেহে

[১] *সিফাতুস সাফওয়া* : ১/৬৭৪-৬৭৬

[২] আবু উমাইয়্যা আল-গিফারী

ও ঘোড়ার পিঠে ষাট বা তার চেয়েও বেশি আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।[১]

সতেরো

আলা ইবনু হিলাল রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি সালাহ রাহিমাহুল্লাহকে বলেন, হে আবুস সাহবা, আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমাকে একটা মৌচাক দেওয়া হয়েছে, আর তোমাকে দেওয়া হয়েছে দুইটা। তিনি বলেন, হ্যাঁ। কারণ, আমি ও আমার ছেলে উভয়ে শহীদ হবো।

অতঃপর ইয়াযীদ ইবনু যিয়াদের নেতৃত্বে তুর্কিদের বিরুদ্ধে সিজিস্তানে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে সালাহ ও তার ছেলে অংশগ্রহণ করেন। সেখানে মুজাহিদ বাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। একপর্যায়ে সালাহ তার ছেলেকে বলেন, আমার পুত্র, তুমি তোমার মায়ের কাছে ফিরে যাও। ছেলে বলে, আব্বা, আপনি সৌভাগ্য অর্জনে ছুটছেন, আর আমাকে বলছেন ফিরে যেতে! এ কখনও হতে পারে না। এবার তিনি পুত্রকে বলেন, ঠিক আছে, তুমি শত্রুর সম্মুখে এগিয়ে যাও। সে এগিয়ে যায় এবং লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে যায়। সালাহ রাহিমাহুল্লাহ তার দেহটা তুলে শত্রুদের দিকে জোরে নিক্ষেপ করেন। এতে তারা কিছুটা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। তিনি সামনে এগিয়ে যান। এরপর দাঁড়িয়ে দুআ করেন এবং লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে যান। আল্লাহ তার ওপর রহম করুন।[২]

আঠারো

আসমায়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, বিখ্যাত মুসলিম সেনাপতি কুতাইবা ইবনু মুসলিমের নেতৃত্বে তুর্কিদের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কুতাইবাহ ইবনু মুসলিম যোদ্ধাদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করান; কিন্তু তুর্কিরা ছিল অধিক শক্তিশালী। ব্যাপারটা তাকে ভাবিয়ে তোলে। তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসিকে খুঁজতে থাকেন। একজন বলে, তিনি ওই যে উত্তর দিকে একটি ধনুকে ভর দিয়ে বসে আছেন, আর আসমানের দিকে তাকিয়ে আঙুল নাড়ছেন। কুতাইবা ইবনু মুসলিম বলেন—আল্লাহর শপথ! তার ওই আঙুল নাড়ানো আমার কাছে হাজার হাজার দুর্ধর্ষ যুবক যোদ্ধার তরবারি চালানোর চেয়ে অধিক প্রিয়।[৩]

---

[১] *সিফাতুস সাফওয়া* : ৪/৪২১

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৩/৪৯৯

[৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৬/১২১

উনিশ

হাইওয়াহ আল-মিসরী রাহিমাহুল্লাহ একবার মিসরের কোনো এক প্রতিনিধিকে বলেছিলেন, 'জনাব, আমাদের ভূমি কখনও সামরিক শক্তি থেকে মুক্ত করবেন না। কারণ, আমরা কিবতীদের মাঝে বাস করি, জানি না, কখন তারা চুক্তি ভঙ্গ করে ফেলে। আমরা হাবশীদের সাথে থাকি, জানা নেই, কখন তারা আমাদের ওপর আক্রমণ করে বসে। রোমানদের নিকটেই বসবাস করি, জানা নেই, কখন তারা আমাদের সীমানায় ঢুকে পড়ে। জানি না, কখন বর্বর জাতি বিদ্রোহ করে বসে। তাই আমরা সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকি!'[১]

বিশ

হাতিম আল-আসাম্ম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, জিহাদের ময়দানে একবার আমরা শাকীক রাহিমাহুল্লাহ-সহ আরও অনেকের সাথে তুর্কি শত্রুদের মুখোমুখি হয়েছিলাম। সেদিন চোখের সামনে কত মস্তক ভূপাতিত হয়েছে, কত তলোয়ার মানুষকে কচুকাটা করেছে এবং কত বর্শা দেহকে ঝাঁঝরা করেছে—তার কোনো ইয়ত্তা নেই। শাকীক রাহিমাহুল্লাহ সেই বিভীষিকাময় মুহূর্তে আমাকে বলেন—

তোমার কেমন লাগছে? বাসররাত কি এমন কেটেছে তোমার? আমি বললাম, আল্লাহর কসম! কখনও নয়। তিনি বললেন, কিন্তু আমার কাছে এই পরিবেশ বাসর-রজনী বলেই মনে হচ্ছে!

কিছুক্ষণ পরই তিনি দুই সারির মাঝখানে শত্রুদের সামনে নিজের ঢালকে বালিশ বানিয়ে তাতে ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমের ঘোরে তিনি নাক ডাকতে থাকেন! এসময় এক তুর্কি এসে আমাকে ঘায়েল করে ফেলে। সে আমাকে জবাই করতে উদ্যত হয়। তার বেল্টের মাঝে সে খঞ্জর তালাশ করছিল। এসময় হঠাৎ কোথা থেকে যেন এক অজ্ঞাত তির এসে তার গলায় বিদ্ধ হয়। আর মুহূর্তেই সে প্রাণ হারায়।[২]

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৬/৪০৫

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৯/৩১৪

একুশ

আবু বকর আন নাবুলুসীর জীবনীতে ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেন—আবু যর আল-হাফিয রাহিমাহুল্লাহ বলেন, উবাইদিয়্যারা[১] আবু বকর আন নাবুলুসীকে বন্দি করে। অতঃপর তাদের স্বভাব অনুযায়ী তারা তাকে শূলীতে চড়ায়। আমি ইমাম দারাকুতনীকে দেখেছি, এই ঘটনা স্মরণ হলে তিনি খুব কাঁদতেন আর বলতেন, যখন তার দেহ থেকে চামড়া আলাদা করা হচ্ছিল, তিনি তখন পড়ছিলেন—

كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

এটা তো কিতাবে লিখিত আছে।[২]

আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মিশরের অধিপতি আবু তামীমের কমান্ডার জাওহার আবু বকর আন নাবুলুসীকে বন্দি করে নিয়ে আসে। তাকে বিভিন্ন তাঁবুতে রাখা হতো। আবু তামীম তাকে জিজ্ঞেস করে, শুনলাম তুমি নাকি বলে থাকো, যার কাছে দশটি তির আছে, সে যেন একটি তির রোমের দিকে নিক্ষেপ করে। আর বাকি নয়টি তির যেন সে আমাদের দিকেই নিক্ষেপ করে! তিনি বলেন, 'না, আমি এমনটি বলিনি; আমি বলেছি—যার কাছে দশটি তির আছে, সে যেন নয়টিই তোমাদের দিকে ছোড়ে। যদি পারে, তবে দশম তিরটিও যেন তোমাদের দিকেই নিক্ষেপ করে। কারণ, তোমরা ধর্ম বিকৃত করেছ। সৎ লোকদের হত্যা করেছ এবং নিজেদের উপাস্যের নূর বলে দাবি করেছ।'

এবার আবু তামীম খাপ থেকে তরবারি বের করে এবং তাকে হত্যা করে। অতঃপর এক ইহূদীকে নির্দেশ দেয় যেন তার দেহ থেকে চামড়া আলাদা করে ফেলে![৩]

বাইশ

নূরুদ্দীন মাহমুদ জঙ্গী রাহিমাহুল্লাহর জীবনীতে ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন—'নূরুদ্দীন জঙ্গী সম্পর্কে সাবত আল-জাওজীর বর্ণনায় মাজদুদ্দীন ইবনুল

[১] শিয়াদের একটি শাখা

[২] সূরা ইসরা, আয়াত : ৫৮

[৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১৬/১৪৮

আসীর মন্তব্য করেন, সাবত আল-জাওজীর মতে, নূরুদ্দীন মাহমুদ জঙ্গী রেশম ও স্বর্ণ ব্যবহার করতেন না এবং দেশে তিনি মদ বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছিলেন; কিন্তু আমি বলি—তিনি রাজকীয় পোশাক পরিধান করতেন এবং স্বর্ণের ফিতাও ব্যবহার করতেন।'

ইবনুল আসীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তিনি অধিক পরিমাণে সিয়াম পালন করতেন। এছাড়াও রাত-দিনে তার বিশেষ কিছু আমল ছিল। তবে তিনি পোলো খেলা খুব পছন্দ করতেন। একবার এক খোদাভীরু ফকীর তার এই খেলাধুলার নিন্দা করলে তিনি তার কাছে লিখে পাঠান—

'আল্লাহর শপথ! আমাদের উদ্দেশ্য খেলাধুলা নয়; বরং সীমান্ত রক্ষার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। কারণ, এ খেলায় প্রচুর আওয়াজ হয়, আর তাতে ঘোড়াগুলো আক্রমণ ও দ্রুত প্রস্থানে অভ্যস্ত হয়।'

তাকে একটি মিসরীয় স্বর্ণের পাগড়ি উপহার দেওয়া হয়। তিনি সেটা সুফী ইবনু হামাওয়াইকে দিয়ে দেন। পরে সেটা এক হাজার দিনারে বিক্রি করে দেওয়া হয়।[১]

তেইশ

নূরুদ্দীন মাহমুদ জঙ্গী সম্পর্কে ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একবার কুতুব নিশাপুরী তাকে বললেন, আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি যুদ্ধে গিয়ে নিজেকে বিপদে ফেলবেন না। যদি যুদ্ধের ময়দানে আপনার কিছু হয়ে যায়, তবে মুসলমানদের পক্ষে তরবারি ধরার মতো আর কেউ থাকবে না! উত্তরে তিনি বললেন, কে এই মাহমুদ? আল্লাহ তাআলাই আমার পূর্বে দেশকে হেফাযত করেছেন। আর তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।[২]

চব্বিশ

আব্দুর রহমান ইবনু মাগরা আদ-দাওসী রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বনু কুযাআর এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন—

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ২০/৫৩৫

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ২০/৫৩৫

কাদেসিয়ার যুদ্ধে যখন সৈন্যবাহিনী জড়ো হয় তখন খানসা বিনতু আমর আন-নাখইয়্যাহ নিজের চার পুত্রকে ডেকে বলেন, আমার পুত্রগণ, তোমরা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছ। অতঃপর হিজরত করেছ। আল্লাহর শপথ! না তোমাদের দেশ তোমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে; আর না দুর্ভিক্ষের আঘাতে তোমরা পর্যুদস্ত হয়েছ। এমনকি লোভ-লালসাও তোমাদের কুপোকাত করতে পারেনি।

আল্লাহর শপথ—যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই—নিশ্চয়ই তোমরা এক পিতা ও এক মায়ের সন্তান। জেনে রাখো, মা হিসেবে আমি কখনও তোমাদের পিতার খিয়ানত করিনি এবং তোমাদের মামাদের কলঙ্কিত করিনি! তোমাদের বংশ পরিচয় বিকৃত করিনি, তোমাদের হক পদদলিত করিনি এবং তোমাদের অধিকারে কাউকে হস্তক্ষেপের বৈধতাও দিইনি!

আমার দাবী, আগামীকাল যখন প্রভাত প্রস্ফুটিত হবে, সবাই আল্লাহ তাআলার নিকট বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা ও সাহায্য প্রার্থনা করবে। খুব ভোরে ময়দানে নেমে পড়বে, ইন শা আল্লাহ। যখন দেখবে, লড়াইয়ের ময়দান উনুনের পানির মতো টগবগ করছে, তখন তোমরা নির্ভয়ে সেই উনুনে ঝাঁপিয়ে পড়বে! বীরের বেশে গোটা শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ-যুদ্ধ' খেলায় মেতে উঠবে। তবেই তোমরা গনীমত, নিরাপত্তা, সফলতা এবং শাশ্বত ও চিরস্থায়ী আবাসন লাভে ধন্য হবে।

অতঃপর সন্তানরা মায়ের কাছ থেকে বিদায় নেয়। তারা ছিল মায়ের নির্দেশের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যশীল। মায়ের নসীহত ও উপদেশ সম্পর্কে সম্যক অবগত।

চতুর্দশ অধ্যায়

বিপদে সালাফগণের ধৈর্যধারণ

এক

শাহার ইবনু হাওশাবের সূত্রে ইমাম আ'মাশ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, হারিস ইবনু উমাইরা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মুআয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুকালে আমি তার পাশে বসা ছিলাম। তিনি একটু পর পর বেহুঁশ হয়ে পড়ছিলেন। একপর্যায়ে তিনি বললেন, হে আল্লাহ, তুমি আমার জীবন নিয়ে নাও। তোমার ইজ্জতের শপথ! নিশ্চয় আমি তোমাকে ভালোবাসি।[১]

দুই

মুবাররিদ থেকে বর্ণিত, একদা হাসান ইবনু আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলা হলো, আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতেন—আমার নিকট ধনাঢ্যতার চেয়ে দারিদ্র্য অধিক প্রিয়। সুস্থতার চেয়ে অসুস্থতা অধিক প্রিয়।

উত্তরে হাসান ইবনু আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহ তাআলা তার ওপর রহম করুন। তবে আমি বলি, যে-ব্যক্তি আল্লাহর সিদ্ধান্তে কল্যাণের আশা রাখে, তার ব্যক্তিগত কোনো চাহিদা থাকে না। আর এটাই আল্লাহর যাবতীয় সিদ্ধান্তে

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১/৪৬০

বান্দার সন্তুষ্টির পরিচায়ক।[১]

তিন

ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ থেকে বর্ণিত, ঈসা আলাইহিস সালাম তার অনুসারীদের বলেছিলেন, তোমাদের মধ্যে যে-ব্যক্তি বিপদে খুব বেশি ভেঙে পড়ে, দুনিয়ার প্রতি তার মোহ সবচেয়ে বেশি! [২]

চার

ইমাম শাবী রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, শূরাইহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি বিপদে আক্রান্ত হলে চারবার 'আলহামদু লিল্লাহ' বলি।

- প্রথমবার আলহামদু লিল্লাহ বলি এ কারণে যে, বিপদটা এর চেয়ে বড়ও হতে পারত!
- দ্বিতীয়বার আলহামদু লিল্লাহ বলি এ কারণে যে, আল্লাহ আমাকে ধৈর্য ধরার তাওফীক দিয়েছেন।
- তৃতীয়বার আলহামদু লিল্লাহ বলি এ কারণে যে, বিপদের সময়—'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন'—পড়ার মহিমান্বিত সুযোগ পাই।
- চতুর্থবার আলহামদু লিল্লাহ বলি এ কারণে যে, বিপদটা দ্বীনী কোনো বিষয়ে না হয়ে দুনিয়াবী বিষয়ে হওয়ায়।[৩]

পাঁচ

গাসসান ইবনু মুফাযযাল আল-গালাবী রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আমাদের কেউ একজন বলেন, একদা ইউনুস ইবনু উবাইদ-এর কাছে এক ভদ্রলোক আসে। নিজের অভাব-অনটন ও দুঃখ-দুর্দশার কথা তার সামনে তুলে ধরে। উত্তরে ইউনুস ইবনু উবাইদ বলেন, তোমার একটা চোখ কি এক লক্ষ দিরহামে বিক্রি করবে?

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৩/২৬২

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৪/৫৫১

[৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৪/৫০১

: না।

: তোমার কান?

: না!

: তোমার জিহ্বা?

: না।

: তোমার মস্তিষ্ক?

: না।

—এভাবে তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিয়ামতগুলো তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকেন। এরপর বলেন, আমি তো দেখছি, তুমি কোটি কোটি টাকার সম্পদের মালিক, অথচ তুমি নিজের অভাবের কথা বলে বেড়াচ্ছ?[১]

ছয়

আশআস ইবনু সাঈদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, ইমাম ইবনু আউন বলেন, বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর যাবতীয় সিদ্ধান্তে পূর্ণ সন্তুষ্ট বলে বিবেচিত হবে না, যতক্ষণ না সে চরম দুঃসময়েও আল্লাহর প্রতি সুসময়ের ন্যায় সন্তুষ্ট থাকতে পারবে।

তোমার অবস্থা তো এতটাই স্পর্শকাতর যে, মহান আল্লাহর কোনো ফায়সালা তোমার মনঃপুত না হলে, সহসাই তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে পড়! এরপরও কীভাবে তুমি নিজের বিষয়ে তার কাছে সমাধান কামনা করো? এমনও তো হতে পারত, তোমার চাহিদা মাফিক ফায়সালা হলে তুমি ধ্বংস হয়ে যেতে! কিংবা অন্তত ক্ষতিগ্রস্ত হতে!

এই ঝুঁকি সত্ত্বেও তোমার চাহিদা মাফিক ফায়সালা হলে তুমি সন্তুষ্ট হও! এটা কী ধরনের ইনসাফ? সত্যি তুমি নিজের ওপরই ইনসাফ করোনি। তুমি এখনও আল্লাহর যাবতীয় সিদ্ধান্তে পূর্ণ সন্তুষ্ট হতে পারোনি।[২]

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৬/২৯২

[২] *সিফাতুস সাফওয়া* : ৩/৩১১

সাত

আহমাদ ইবনু আসিম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, যুহাইর ইবনু নুআইম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ধৈর্য ও ভরসা ব্যতীত ঈমান পূর্ণ হয় না।'

যদি কারও মধ্যে ভরসা থাকে; আর ধৈর্য না থাকে তবে তার ঈমান পূর্ণ হবে না। অনুরূপ যদি কারও মধ্যে ধৈর্য থাকে; আর ভরসা না থাকে, তাহলেও তার ঈমান পূর্ণতা লাভ করবে না। আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু এর একটি চমৎকার উপমা দিয়েছেন। তিনি বলেন, এই দুইটির উদাহরণ হলো জমিতে হালচাষের জন্য জোয়ালে বাঁধা দুটি বলদের মতো—যাদের একটি কোনো কারণে থেমে গেলে অপরটি আপনা আপনিই থেমে যায়।[১]

আট

উসমান ইবনুল হাইসাম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, বসরায় সাদ গোত্রের এক লোক বাস করতেন। তিনি উবাইদুল্লাহ ইবনু যিয়াদের সভাসদ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। একবার ছাদ থেকে পড়ে তার পা ভেঙে যায়। আবু কিলাবা তাকে দেখতে আসেন। অতঃপর সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, আমি আশা করি, এটা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে।

তিনি বললেন, ভাঙা পায়ে আবার কীসের কল্যাণ, আবু কিলাবা!

আবু কিলাবা বললেন, গোপন বিষয়ে আল্লাহই অধিক অবগত।

তিন দিন পর তার কাছে উবাইদুল্লাহ ইবনু যিয়াদের একটি পত্র আসে। তাতে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয় যে—

'এক্ষুণি সবাইকে আল্লাহর রাসূলের দৌহিত্র—হুসাইন ইবনু আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হবে।'

তিনি দূতকে বলেন, তুমি তো আমার অবস্থা দেখতেই পাচ্ছ। উবাইদুল্লাহ ইবনু যিয়াদকে আমার দুরবস্থার কথা বলো। এরপর সাত দিন যেতে-না-যেতেই হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর শহীদ হওয়ার সংবাদ আসে। তখন তিনি বলেন, আল্লাহ আবু কিলাবার ওপর রহম করুন! তিনি সত্যই বলেছেন। পা ভাঙাটাই আমার জন্য কল্যাণকর ছিল![২]

---

[১] *সিফাতুস সাফওয়া* : ৪/৮

[২] *সিফাতুস সাফওয়া* : ৩/২৩৮

পঞ্চদশ অধ্যায়

দ্বীনী-দুর্যোগ মুকাবেলায় সালাফগণের ভূমিকা

এক

আবু উবাইদা ইবনু মুহাম্মাদ ইবনি আম্মার ইবনি ইয়াসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একবার মুশরিকরা আম্মার রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে আটক করে। তারা তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিন্দা করতে এবং তাদের উপাস্যগুলোর প্রশংসা করতে বাধ্য করে। এই ঘটনার পরে আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হলে, আল্লাহর রাসূল তাকে জিজ্ঞেস করেন, কী হয়েছে তোমার? এমন বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন?

উত্তরে তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অবস্থা খুবই খারাপ! অতঃপর তিনি পুরো ঘটনা খুলে বলেন এবং এটাও বলেন যে, আপনার সমালোচনা এবং তাদের উপাস্যকুলের প্রশংসা না করলে তারা আমাকে কিছুতেই মুক্তি দিত না।

ঘটনা শোনার পর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে চান, যখন তুমি আমার সমালোচনা করছিলে এবং তাদের উপাস্যদের প্রশংসা করছিলে, তখন তোমার অন্তরের অবস্থা কেমন ছিল?

তিনি বলেন, আমার অন্তর তখন তাওহীদের বিশ্বাসে পরিপূর্ণ ছিল।

এ কথা শুনে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তারা যদি পুনরায় তোমাকে এভাবে বাধ্য করে তবে তুমিই তাদের সঙ্গে একই আচরণ করতে পারবে।[১]

দুই

ইউনুস ইবনু জুবায়ের রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একবার আমরা জুনদুব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সফরের বিদায় জানাচ্ছিলাম। সে মুহূর্তে আমি তাকে বললাম, আমাদের কিছু নসীহত করুন। তিনি বললেন—

আমি প্রথমে আল্লাহকে ভয় করার ব্যাপারে তোমাদের অসিয়ত করছি এবং অসিয়ত করছি কুরআনের ব্যাপারে। নিশ্চয় কুরআন আঁধার রাতের আলো। দিনের আলোয় পথপ্রদর্শক। সুতরাং, তোমরা কষ্ট-সাধনা করে হলেও কুরআনের ওপর আমল করো। যদি কোনো বিপদের সম্মুখীন হও, তাহলে তার মোকাবেলায় আগে সম্পদ পেশ করো, দ্বীন নয়। যদি বিপদ এর চেয়েও বড় হয়, তাহলে তোমার জান-মাল পেশ করো, তবুও তোমার দ্বীন নয়। নিশ্চয়ই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত সে, যার দ্বীন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই প্রকৃত নিঃস্ব সে, যে তার দ্বীন খুঁইয়ে বসেছে। জেনে রেখো, জান্নাতে কোনো অভাব থাকবে না! আর জাহান্নামে কোনো সচ্ছলতা থাকবে না।[২]

তিন

একদা আবু বকর ইবনুল আইয়্যাশ রাহিমাহুল্লাহ হাসান ইবনুল হাসান রাহিমাহুল্লাহকে বলেন, আর কতকাল ফিতনায় ডুবে থাকবেন?

হাসান ইবনুল হাসান জানতে চান—আমি কোন ফিতনায় জড়িয়ে পড়েছি বলে মনে করছেন?

তিনি বলেন, আমি দেখলাম, লোকেরা আপনার হাতে চুমু দিচ্ছে! অথচ আপনি তাদের বাধা দিচ্ছেন না।[৩]

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১/৪১১; আল-হাকিম : ২/৩৫৭; ইমাম হাকিম এটাকে সহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবীও তাতে একমত পোষণ করেন। *তবাকাতে ইবনু সাদ* : ৩/১৮; *আল-হুল্‌ইয়াহ* : ১/১৪০; *তাফসীরে তাবারী* : ১৪/১২২

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৩/১৭৪

[৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৮/৫০০

চার

আব্দুল্লাহ ইবনু কাসীর দিমাশকী রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ ইবনি জাবির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একবার আমরা রজা ইবনু হাইওয়াহর নিকটে অবস্থান করছিলাম। তিনি নিয়ামতের শুকরিয়া সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। একপর্যায়ে বললেন, এমন কেউ নেই, যে নিয়ামতের পূর্ণ শুকরিয়া আদায় করতে পারে।

আমাদের পেছনে মাথায় পট্টি বাঁধা এক লোক বসা ছিল। সে বলল, আমীরুল মুমিনীনও নয়? (রজা ইবনু হাইওয়াহ কিছু বলেননি) আমরা বললাম, এখানে আলাদাভাবে আমীরুল মুমিনীনের প্রসঙ্গ আসছে কেন? তিনি তো সাধারণ একজন মানুষই!

বর্ণনাকারী বলেন, আমরা ওই বিষয়টি এড়িয়ে গেলাম। একটুপর রজা ইবনু হাইওয়াহ আশেপাশে তাকিয়ে দেখেন, লোকটি নেই। তিনি বুঝতে পারেন, লোকটি আজ নির্ঘাত বিপত্তি সৃষ্টি করবে। তাই তিনি সবাইকে সতর্ক করে বলেন, মাথায় পট্টি বাঁধা লোকটির কারণে তোমাদের রাজদরবারে ডাকা হবে। যদি তোমাদের ডাকা হয়, কসম করতে বলা হয়, তাহলে তোমরা কসম করে ফেলবে।

বর্ণনাকারী বলেন, একটু পরেই দেখি এক রাজসৈনিক উপস্থিত। সৈনিক রজা ইবনু হাইওয়াহকে নিয়ে রাজদরবারে উপস্থিত হয়। তিনি আমীরুল মুমিনীনের দিকে এগিয়ে যান। আমীরুল মুমিনীন রাগতস্বরে জিজ্ঞেস করেন, হে রজা, আপনার সামনে আমীরুল মুমিনীনের আলোচনা করা হয়েছিল। আপনি নাকি তার পক্ষে কথা বলেননি?

রজা ইবনু হাইওয়াহ বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন বিষয়ে আমীরুল মুমিনীন?

তিনি বললেন, আপনারা নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। বলছিলেন, কেউ নাকি নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করছে না। আপনাদের তখন আমীরুল মুমিনীনের কথা বলা হয়েছিল। আপনি বলেছিলেন, তিনি তো একজন সাধারণ মানুষই!

: আমীরুল মুমিনীন, এটা অসম্ভব! এমনটা আমি বলিনি। (স্মর্তব্য, রজা ইবনু হাইওয়াহ কথাটি বলেননি, বলেছে অন্যরা)

: আল্লাহর কসম?

: হ্যাঁ, আল্লাহর কসম!

তিনি বলেন, এরপর বাদশাহ ওই মামলা দায়ের করা লোকটার পিঠে ৭০টা চাবুক মারার আদেশ দেন। আমি যখন প্রাসাদ থেকে বের হচ্ছিলাম, তখন সে চাবুকের আঘাতে রক্তাক্ত। আমাকে দেখে সে বলে ওঠে, জনাব, আপনিই তো শাইখ রজা ইবনু হাইওয়াহ! আপনি কী করে আমাকে ফাঁদে ফেললেন? আমি বললাম, কোনো মুমিনের রক্তপাতের চেয়ে তোর পিঠে সত্তর ঘা চাবুক পড়াই উত্তম।

ইবনু জাবির বলেন, এরপর রজা ইবনু হাইওয়াহ কোনো মজলিসে বসলে আশপাশে তাকাতেন। বলতেন, তোমরা মাথায় পট্টি বাঁধা লোক থেকে দূরে থাকো।[১]

পাঁচ

হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একবার আমি ইমাম আহমাদ ও ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীনকে নিয়ে আফফান-এর নিকট উপস্থিত হই। আমরা যাওয়ার আগের দিন আমীর ইসহাক ইবনু ইবরাহীম আফফানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠান। প্রথম যাকে 'খলকে কুরআন'[২] সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, তিনি হলেন আফফান। যাই হোক, ইমাম আহমাদ-সহ আমরা সকলে সেখানে উপস্থিত হলে ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন আফফানকে বলেন, ইসহাক আপনাকে ডেকে কী জিজ্ঞেস করেছিল? আমাদের বিস্তারিত বলুন!

তিনি বলেন, শুনুন, আবু জাকারিয়া, আমি আপনার ও আপনার সাথীদের কলঙ্কিত করিনি। কারণ, আমি তার প্রশ্নের কোনো জবাবই দিইনি।

: কীভাবে কী? খুলে বলুন!

: তিনি আমাকে ডেকে পাঠান। এরপর আমার সামনে আরব উপদ্বীপ থেকে প্রেরিত খলীফা মামুনুর রশীদের চিঠি পড়ে শোনান। সেখানে লেখা ছিল, আফফানকে জিজ্ঞাসাবাদ করো। তাকে বলো যে, কুরআন সৃষ্ট না অসৃষ্ট? যদি তার কথা আমার মতের সাথে মিলে যায়, তাহলে তো ভালো। আর যদি সে কোনো উত্তর না দেয়, তাহলে তার ওপর যে-ভাতা চালু আছে সেটা বন্ধ করে দাও।'[৩]

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৪/৫৬১

[২] কুরআন সৃষ্ট না অসৃষ্ট?

[৩] উল্লেখ্য যে, খলীফা মামুনুর রশীদ ইমাম আফফান-এর নামে প্রতি মাসে ৫০০ দিরহামের ভাতা চালু করেছিলেন।

চিঠি পড়া শেষ হলে, ইসহাক আমাকে বললেন, আপনার বক্তব্য কী? আমি সূরা ইখলাস শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলাম। এরপর বললাম, আপনার কী মনে হয় এটা সৃষ্ট বা মাখলুক?

তিনি বললেন, হে শাইখ, আমিরুল মুমিনীন বলেছেন, যদি আপনি তার মতের পক্ষে সাড়া না দেন, তবে যেন আপনার জন্য বরাদ্দকৃত ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

আমি বললাম, (আল্লাহর বাণী)

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

আকাশে রয়েছে তোমাদের রিয্ক ও প্রতিশ্রুত সবকিছু।[১]

তিনি চুপ হয়ে গেলেন। এরপর আমি ফিরে এলাম।

এই ঘটনা শুনে ইমাম আহমাদ ও ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন অত্যন্ত আনন্দিত হন।[২]

ছয়

মুহাম্মাদ ইবনু সুওয়াইদ আত-তহ্হান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একবার আমরা আসিম ইবনু আলীর নিকটে অবস্থান করছিলাম। আবু উবাইদ, ইবরাহীম ইবনু আবিল লাইস-সহ আরও অনেকেই আমাদের সাথে উপস্থিত ছিলেন। তখন ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বালকে জেলখানায় প্রহার করা হচ্ছিল। এমতাবস্থায় আসেম ইবনু আলী ইমাম আহমাদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলে ওঠেন, কেউ কি আমার সঙ্গে গিয়ে এই লোকটাকে 'খলকে কুরআন'-এর বিষয়টি বুঝিয়ে বলবে?

বর্ণনাকারী বলেন, তার আহ্বানে কেউ সাড়া দেয় না। তখন ইবনু আবিল লাইস বলেন, হে আবুল হুসাইন, আমি আমার মেয়েদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের কিছু অসিয়ত করতে চাই। তার কথা থেকে আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে, তিনি গায়ে কাফনের কাপড় জড়িয়ে মৃতের সুগন্ধি মেখে আসবেন; কিন্তু কিছুক্ষণ পর তিনি এসে

[১] সূরা যারিয়াত, আয়াত : ২২

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১০/২৪৪

বলতে লাগলেন, আমি তাদের কাছে গিয়েছিলাম। তারা সকলেই কান্নাকাটি করছে।

বর্ণনাকারী বলেন, এসময় ওয়াসিত থেকে আসিমের দুই কন্যার চিঠি আসে। তাতে লেখা ছিল—

আব্বাজান, আমাদের নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, এই লোকটাই[১] ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বালকে ধরিয়ে দিয়েছে। তাকে প্রহার করেছে। কারণ, তিনি 'কুরআন মাখলুক' হওয়াকে স্বীকার করেন না। সুতরাং, আপনি আল্লাহকে ভয় করুন। না জেনে তার পক্ষ নেবেন না। তার ডাকে সাড়া দেবেন না। আল্লাহর কসম! তার ডাকে সাড়াদানের চেয়ে আমাদের নিকট আপনার মৃত্যু-সংবাদ অধিক প্রিয়।[২]

সাত

আবু জাফর আল-আমবারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বালকে খলীফা মামুনুর রশীদের নিকট নিয়ে যাওয়ার সংবাদ শুনেই আমি ফোরাত নদী পার হয়ে তার কাছে পৌঁছি। তিনি তখন একটি মুসাফিরখানায় অবস্থান করছিলেন। আমি তাকে সালাম দিলে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আবু জাফর, অনেক কষ্ট করে এলে!

আমি বললাম, শাইখ, বর্তমানে আপনি একজন অনুসৃত ব্যক্তিত্ব। মানুষ আপনার অনুসরণ করে। আপনাকে মানে। আল্লাহর শপথ! যদি আপনি খলীফা মামুনুর রশীদের পক্ষাবলম্বন করতেন এবং কুরআন মাখলুক হওয়ার পক্ষে মত দিতেন, তাহলে মানুষও তাই বিশ্বাস করত। এখন যেহেতু আপনি তাতে মত দেননি, তার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন, সেহেতু অনেক মানুষ কুরআন মাখলুক হওয়াকে অস্বীকার করছে। খলীফা যদি আপনাকে হত্যা নাও করে, তবুও আপনি একদিন মারা যাবেন। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং, আল্লাহকে ভয় করুন। মৃত্যুর ভয়ে সত্য ত্যাগ করবেন না। খলীফার আহ্বানে সাড়া দেবেন না।

ইমাম আহমাদ কথাগুলো শুনে কাঁদতে থাকেন এবং বলেন, মা শা আল্লাহ! আবু জাফর, কথাগুলো আবারও বলো। আমি পুনরাবৃত্তি করলাম। তিনি আবারও বললেন, মা শা আল্লাহ![৩]

---

[১] ইবনু আবুল লাইস

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৯/২৬৪

[৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১১/২৩৯

আট

সালিহ ইবনু আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমার আব্বাজান এবং মুহাম্মাদ ইবনু নূহকে বাগদাদ থেকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা তাদের পেছনে পেছনে আম্বার পর্যন্ত আসি। তখন আবু বকর আল-আহওয়াল আব্বাজানকে জিজ্ঞেস করেন, আবু আব্দিল্লাহ, যদি তারা আপনার ঘাড়ে তরবারি রাখে, তবে কি আপনি তাদের এই দাবি মেনে নেবেন যে, কুরআন মাখলুক? তিনি জবাবে বলেন, না।

প্রশ্নোত্তর শেষ হতেই তাদের সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপরের ঘটনা সম্পর্কে আব্বাকে বলতে শুনেছি—

একসময় আমরা বাগদাদ এবং রাক্কার মাঝামাঝি উন্মুক্ত প্রান্তরে গিয়ে পৌঁছাই। সেখান থেকে মাঝরাতে আমাদের সফর শুরু হয়। এসময় জনৈক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করে, তোমাদের মাঝে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল কে? আব্বাজানের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়—এই ব্যক্তি।

আব্বাজানের পরিচয় পেয়েই লোকটি চালককে উটের গতি কমাতে বলে। এরপর আব্বাজানকে উদ্দেশ্য করে বলে, শাইখ, এ ব্যাপারে কি কোনো সন্দেহ আছে যে, কুরআন মাখলুক না-হওয়ার মতাদর্শ পোষণের কারণে যদি আপনাকে হত্যা করা হয়, তবে আপনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন? অতঃপর আগন্তুক—আপনাকে আল্লাহর নিকট আমানত রাখছি—বলে চলে যায়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আগন্তুক কে?

আমাকে বলা হলো, সে আরবের রবীআ গোত্রের লোক। গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে পশমের কাজ করে। মানুষ তাকে জাবির ইবনু আমীর নামে ডাকে এবং তাকে খুবই ভালো জানে।[১]

নয়

ইবরাহীম ইবনু আব্দিল্লাহ থেকে বর্ণিত, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'কুরআন মাখলুক' সংক্রান্ত ফিতনার পর থেকে আজ অবধি তওক নামক খোলা ময়দানে এক গ্রাম্য-ব্যক্তির কথার চেয়ে অধিক তাৎপর্যপূর্ণ কথা আর শুনিনি।

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১১/২৪১

সে বলেছিল—

'হে আহমাদ, যদি সত্যের পক্ষ নেওয়ায় আপনাকে হত্যা করা হয় তবে তো আপনি শহীদ। আর যদি প্রাণে বেঁচে যান, তবে সম্মানজনক জীবনের অধিকারী। সুতরাং, আপনি আপনার অন্তর দৃঢ় রাখুন।'[১]

দশ

হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, ইমাম আহমাদ বলেন, বয়সে নবীন হয়েও স্বীয় ইলম অনুপাতে আল্লাহর আদেশ পালনে মুহাম্মাদ ইবনু নূহ থেকে অধিক দৃঢ় অবস্থানে আর কাউকে দেখিনি। আমি আশা রাখি, তার মৃত্যু কল্যাণকর হবে। তিনি একদিন আমাকে বলেছিলেন, হে আবু আব্দিল্লাহ, আল্লাহকে ভয় করুন। আল্লাহকে ভয় করুন।

আপনি আমার মতো সাধারণ কেউ নন। আপনি একজন সমাদৃত ও অনুসৃত ব্যক্তি। আপনাকে মানুষ মান্য করে। আপনার কথা শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকে। সুতরাং, আল্লাহকে ভয় করুন। সত্যের ওপর অটল ও অবিচল থাকুন।

এরপর তিনি মারা যান। আমি তার জানাযা পড়াই এবং তাকে আনাহ নামক স্থানে দাফন করি।[২]

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১১/২৪১

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১১/২৪২; আনাহ নামক জায়গাটি রাক্কা ও ফোরাত নদের পাশে প্রসিদ্ধ একটি স্থান। সেখানে একটি মজবুত কেল্লা রয়েছে।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

মুসলিম উম্মাহর গোলযোগে সালাফগণের কর্মপন্থা

এক

আবু হাযিম থেকে বর্ণিত, হুসাইন ইবনু খরীজাহ আল-আশজায়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যখন উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে শহীদ করে দেওয়া হয় এবং মুসলমানদের মাঝে ফিতনা ছড়িয়ে পড়ে, তখন আমি এই দুআটি পড়তাম—

> **হে আল্লাহ, আপনি আমার কাছে সত্য উন্মোচিত করে দিন—যাতে আমি তা আঁকড়ে ধরতে পারি।**

একদিন আমি স্বপ্নে দেখি, দুনিয়া ও আখিরাতের মাঝে বিশাল একটি দেওয়াল আড়াল করে রেখেছে। আমি দেওয়ালটি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম। কিছুদূর ওঠার পর একটি দল দেখতে পেলাম। তারা বলল, আমরা ফেরেশতা। জিজ্ঞেস করলাম, শহীদগণ কোথায়? তারা বলল, আরও উপরে উঠুন। এরপর আমি আরও একধাপ উপরে উঠলাম। সেখানে দেখলাম, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসে আছেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে বললেন, আপনি আমার উম্মতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

উত্তরে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বললেন, আপনি জানেন না, আপনার চলে আসার পর তারা পৃথিবীতে কী সব কর্মকাণ্ড আরম্ভ করেছে! তারা অন্যায় রক্তপাত করছে। বড়দের হত্যার পথ বেছে নিয়েছে। আহ! কেন তারা এই সংকটময় মুহূর্তে আমার বন্ধু সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাসের রীতি অনুসরণ করছে না!

বর্ণনাকারী বলেন, এই স্বপ্নের পর আমি সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট গেলাম এবং তাকে পুরো ঘটনা জানালাম। তিনি খুব আনন্দিত হলেন। বললেন, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যার বন্ধু নয়, সে ক্ষতিগ্রস্ত। আমি বললাম, আপনি দুই দলের[১] কোন পক্ষে?

তিনি বললেন, আমি তাদের কারও পক্ষে নই।

আমি বললাম, আচ্ছা, এই মুহূর্তে আমার ব্যাপারে আপনার দিক-নির্দেশনা কী?

তিনি বললেন, তোমার কি বকরী বা ছাগল আছে?

আমি বললাম, জি না!

তিনি বললেন, তাহলে বকরী কিনে নাও। আর সেগুলো নিয়েই ব্যস্ত থাকো—যতদিন না এ ফিতনা নির্মূল হয়।[২]

দুই

ইমাম আ'মাশ থেকে বর্ণিত, যায়েদ ইবনু ওয়াহাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যখন আমীরুল মুমিনীন উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মদীনায় ডেকে পাঠান, তখন লোকেরা ইবনু মাসউদের কাছে ভিড় করে। বলে, আপনি এখানেই[৩] থাকুন। কোথাও যাবেন না। ওখানে সমস্যা চলছে! আমরা আপনাকে সবদিক থেকে নিরাপত্তা দিয়ে রাখব।

তিনি বলেন, আমি উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর আনুগত্যে অঙ্গীকারাবদ্ধ। আর যে-ফিতনা ও দুর্যোগ অত্যাসন্ন, আমি চাই না, আমাকে দিয়ে তার সূত্রপাত হোক।

---

[১] আলী ও মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুমা

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১/১২০

[৩] কূফা নগরীতে

এরপর তিনি লোকদের ফিরিয়ে দিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।[১]

তিন

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনি রবী'আ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যে-রাতে দুর্বৃত্তরা উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর ওপর আক্রমণ করে, সে-রাতে আমার পিতা আমর ইবনু রবীআ রাযিয়াল্লাহু আনহু সালাত পড়ে এই দুআ করেন—

> **হে আল্লাহ, ফিতনা থেকে আপনি আমাকে এমনভাবে বাঁচিয়ে রাখুন, যেভাবে আপনার প্রিয় বান্দাদের বাঁচিয়ে রাখেন।**

পরের দিন সকালেই তার মৃত্যু সংবাদ শোনা যায়![২]

চার

বিখ্যাত তাবিয়ী নাফি থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আলী ও মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুমার সংকট চলাকালে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু আমাকে ডেকে পাঠান। তিনি বলেন—

'আবু আব্দির রহমান, আপনি একজন অনুসৃত ব্যক্তি। শামের অধিবাসীদের মাঝে আপনার প্রভাব আছে। আপনি তৈরি হয়ে নিন। আমি আপনাকে সেখানকার গভর্নর বানিয়ে পাঠাচ্ছি।'

আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-র এই সিদ্ধান্ত শুনে আমি তাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বললাম, আপনি তো জানেন, আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে আমার সুসম্পর্ক ছিল। মদীনার প্রতিটি বালুকণায় তার অসংখ্য স্মৃতি জড়িয়ে আছে। আমি স্মৃতি নিয়েই মদীনায় থেকে যেতে চাই। সুতরাং, আমাকে ক্ষমা করুন।

কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানান। অনন্যোপায় হয়ে আমি উম্মুল মুমিনীন হাফসা রাযিয়াল্লাহু আনহার সাহায্য চাই। তিনিও আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। ফলে সে

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১/৪৮৯

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ২/৩৩৫

রাতেই আমি মক্কার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। ইত্যবসরে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জানানো হয় যে, আমি শামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেছি। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু আমার পেছনে লোক পাঠান। লোকটি আস্তাবলের নিকট এসে তার পাগড়ি দ্বারা উটের মুখ বেঁধে দেয়—যাতে উট কোনো আওয়াজ করতে না-পারে আর সে খুব সহজেই আমাকে ধরতে পারে।

এদিকে হাফসা রাযিয়াল্লাহু আনহা আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলে পাঠান, সে শামে রওয়ানা হয়নি; বরং মক্কায় যাচ্ছে। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন চুপ হয়ে যান।[১]

পাঁচ

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, চলমান এই ফিতনায় আমাদের অবস্থা ওই যাত্রীদলের মতো, যারা বড় কোনো সড়কে পথ চলছিল। পথের অলি-গলি সবই তাদের পরিচিত। হঠাৎ কালো মেঘ ও অন্ধকারে চারিদিক ছেয়ে যায়। যাত্রীরা দিশেহারা হয়ে এদিক-ওদিক ছুটতে থাকে। কেউ ডানে, কেউ বামে। অবশেষে তারা পথ হারিয়ে ফেলে; কিন্তু আমরা সেখানে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকি। ঠিক যেভাবে আগে দাঁড়িয়ে ছিলাম। একটুও নড়ি না। এরপর যখন আল্লাহ তাআলা অন্ধকার দূর করে আলো দান করেন তখন দৃষ্টি মেলে দেখি যে, আমরা সেই আগের পথেই আছি। পরিচিত পথেই অবিচল রয়েছি এবং অবচেতনেই নতুন করে সে-পথে চলতে শুরু করেছি।

এই যে আজ কুরাইশের যুবকরা—কখনও দুনিয়ার জন্যে এবং কখনও নির্দিষ্ট কোনো শাসকের জন্য লড়ছে, মারছে এবং মরছে—আমার কাছে তাদের এসবের মূল্য আমার এই অ-পশমী জুতো জোড়ার সমানও নয়।[২]

ছয়

সাল্লাম ইবনু মিসকীন থেকে বর্ণিত, হাসান ইবনু আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আমীরুল মুমিনীন উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে শহীদ করার পর ঘাতকেরা আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গিয়ে বলে, আপনি সর্দারের পুত্র। অনুসরণীয় ব্যক্তি।

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৩/২২৪

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৩/২৩৭

সুতরাং, আপনি খিলাফাতের জন্য এগিয়ে আসুন। আমরা আপনার হাতে বায়আত হব। তিনি বলেন, অসম্ভব! আমি কারও শিঙ্গা[১] পরিমাণ রক্ত ঝরাতেও প্রস্তুত নই।

তারা বলে, আপনি অবশ্যই খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। অন্যথায় আপনাকেও আবদ্ধ ঘরে হত্যা করা হবে। এতেও কোনো কাজ হয় না। তিনি আগের কথার পুনরাবৃত্তি করেন। হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তাকে লোভ এবং ভয় সবই দেখানো হয়; কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা নিজেদের কার্যসিদ্ধি করতে ব্যর্থ হয়।[২]

সাত

মুআবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনীতে ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেন—

বিশাল একটি জনগোষ্ঠী মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে খলীফা হিসেবে গ্রহণ করে। তারা তাকে ভালোবাসত, মুহাব্বত করত। তবে তাদের ভালোবাসা ও মুহাব্বতে সীমালঙ্ঘন ছিল। তারা তাকে শ্রেষ্ঠত্বের সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন করেছিল। এদিকে মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুও বদান্যতা, সহনশীলতা ও দান-দক্ষিণার মাধ্যমে তাদের মন জয় করে চলছিলেন। তার ভালোবাসা বুকে ধারণ করেই তারা শামে জন্মেছিল। নিজেদের সন্তানদেরও তার একনিষ্ঠ অনুসারী হিসেবে গড়ে তুলেছিল। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম ছাড়াও তাবিয়ী ও আলিমদের বিশাল একটা অংশ ছিল। মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর অধীনে তারা ইরাকবাসীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। একটি দৃঢ় অবস্থানে নিজেদের দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছে।[৩]

অনুরূপ আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনী ও প্রজাগণও[৪] তার ভালোবাসা ও অনুরাগ নিয়ে বেড়ে উঠেছিল। যারা তার বিরুদ্ধাচরণ করত, তাদের প্রতি যথাযথ বিদ্বেষ পোষণ করত। তার সমর্থনেও কিছু লোক সীমালঙ্ঘন করত। এসব কারণে তারাও দলীয়করণ ও সাম্প্রদায়িকতায়[৫] ঝুঁকে পড়েছিল।

---

[১] হিজামা

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৩/২৩৯

[৩] পক্ষপাতদুষ্ট মতামত থেকে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করছি।

[৪] খারেজীরা ব্যতীত

[৫] শিয়াবাদে

আল্লাহর শপথ! ওই ব্যক্তির অবস্থা কেমন হবে—যে এমন অঞ্চলে বেড়ে উঠেছে, যেখানকার লোকজন তার সমর্থনে সীমালঙ্ঘন করে কিংবা তার বিরুদ্ধাচরণে সীমা ছাড়িয়ে যায়? পূর্ণ ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা তার পক্ষে কীভাবে সম্ভব?

যাই হোক, আল্লাহর শুকরিয়া, আমরা এমন এক নিরাপদ সময় পেয়েছি, যখন ফিতনার সকল আঁধার দূরীভূত হয়েছে। সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উভয় পক্ষের সত্যাসত্য এখন দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। উভয় দলের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা এখন পূর্ণ অবগত। তাদের বিষয়টি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর আমরা তাদের অপারগ মনে করব। তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব এবং ভারসাম্যপূর্ণ মানসিকতা নিয়ে তাদের ভালোবাসব।

খিলাফত প্রতিষ্ঠার বৈধ পদ্ধতিতে যারা কোনো প্রকার অন্যায় বা ভুল করেছেন, তাদের প্রতি আন্তরিক থাকব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা চাইলে তারা নাজাতপ্রাপ্ত হবেন। আমরা তাদের সম্পর্কে তাই বলব, যেমনটা কুরআন আমাদের শিক্ষা দিয়েছে—

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا

হে আমাদের রব, আমাদেরকে ও আমাদের ভাই—যারা ঈমান নিয়ে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে—তাদের ক্ষমা করুন। আর যারা ঈমান এনেছিল তাদের জন্য আমাদের অন্তরে কোনো রকম বিদ্বেষ রাখবেন না।[১]

পাশাপাশি তাদের প্রতিও ভালোবাসা রাখব, যারা তখন পক্ষপাতমুক্ত ছিলেন। যেমন, সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার, মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা, সাঈদ ইবনু যায়েদ প্রমুখ সালাফগণ।

তবে আমরা কিছুতেই খারিজীদের সমর্থন করি না। কেননা, তারা আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। উভয় দলকে কাফির ফাতওয়া দিয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে খারিজীরা হলো জাহান্নামের কুকুর! তারা দ্বীন থেকে তিরের গতিতে বেরিয়ে গেছে। এতদসত্ত্বেও আমরা সুনিশ্চিত করে বলব না যে, তারা অনন্ত কালের জন্য জাহান্নামবাসী হবে। কেননা, স্বীকৃত মূর্তিপূজক ও ক্রুশপূজকরাই কেবল অনন্ত

[১] সূরা হাশর, আয়াত : ১০

কালের জন্য জাহান্নামবাসী হবে।[১][২]

আট

ইমাম শাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একদা মাসরুককে বলা হলো, আপনি তো দেখছি আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তার সমর্থন থেকে দূরে থাকছেন! তখন তিনি বললেন, আচ্ছা, তোমাদের কী অভিমত? যদি তোমরা একে অন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করো এবং সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও, আর এ সময় আসমান থেকে কোনো ফেরেশতা নেমে ঘোষণা করে—

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

আর তোমরা নিজেরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে পরম দয়ালু।[৩]

—তাহলে কি তোমাদের পারস্পরিক লড়াই বন্ধ হবে?

তারা বলল, হ্যাঁ।

তাদের 'হ্যাঁ'-বাচক উত্তর শুনে তিনি বললেন, তাহলে শুনে রাখো, আল্লাহর শপথ! আসমান থেকে সম্মানিত ফেরেশতা এই আদেশ নিয়ে নেমে এসেছিলেন—যা তোমাদের নবীর মুখে উচ্চারিত হয়েছে। আর এটা অকাট্য। শাশ্বত। কখনই রহিত হবে না।[৪]

নয়

হারিস আল-আযদীর সূত্রে সুফিয়ান আস-সাওরী রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, ইবনুল হানাফিয়্যা বলেন, আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তির ওপর দয়া করুন, যে নিজেকে এই

---

[১] লেখক বলেন, আল্লাহ তাআলা ইমাম যাহাবীকে এমন চমৎকার ও ভারসাম্যপূর্ণ বক্তব্যের জন্য উত্তম বিনিময় দান করুন। তার এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যকার ফিতনার মুহূর্তে সাধারণ মুসলমানদের করণীয় সম্পর্কে সারগর্ভ নির্দেশনা দিয়েছেন।

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৩/১২৮

[৩]সূরা নিসা, আয়াত : ২৯

[৪] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৪/৬৮

ফিতনা থেকে দূরে রেখেছে। হাত ও জিহ্বা সংযত রেখেছে। গৃহকোণে অবস্থান করেছে। দৈনন্দিন ইবাদত যথাযথভাবে পালন করেছে এবং প্রিয়জনদের স্নেহ-সান্নিধ্যে সময় পার করেছে। জেনে রেখো, উমাইয়্যা বংশের কর্মফল তাদের মাঝে মুসলমানদের তলোয়ারের চেয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে।

মনে রেখো—

আল্লাহর যখন মর্জি হবে, তখন তিনি হকের পক্ষাবলম্বীদের জন্য কোনো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবেন। সুতরাং, যে তা পাবে, আমাদের মতে সে ভাগ্যবান। আর যে এর আগেই মারা যাবে, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রভূত কল্যাণ প্রাপ্ত হবে। আর সেটাই অধিক কল্যাণকর ও স্থায়ী।[১]

দশ

আবু আকীল বাশীর ইবনু উকবাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি ইয়াযীদ ইবনুশ শীখখীরকে জিজ্ঞেস করলাম, বিদ্রোহ দেখা দিলে ইমাম মুতাররিফ কী করতেন? তিনি বললেন, ইমাম মুতাররিফ তখন পাতালঘরে চলে যেতেন। ফিতনা নির্বাপিত হওয়া পর্যন্ত জুমআ এবং সালাতের জামাআতেও তিনি বিদ্রোহীদের কাছে ঘেঁষতেন না।[২]

এগারো

আইয়ুব থেকে বর্ণিত, ইমাম মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ফিতনার সময় ধূম্রজালে আবর্তিত জিহাদের চেয়ে ঘরের খুঁটি আঁকড়ে বসে থাকা আমার নিকট অধিক শ্রেয়।[৩]

বারো

হুমাইদ ইবনু হিলাল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হারুরিয়ারা[৪] একবার মুতররিফ ইবনু আব্দিল্লাহর নিকট এসে তাকে তাদের দলে যুক্ত হওয়ার আহ্বান করে। তিনি বলেন,

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৪/১২৩

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৪/১৯১

[৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৪/১৯১

[৪] খারেজীদের একটি শাখা।

হে লোকসকল, যদি আমার দুইটা জীবন থাকত, তাহলে একটা নিয়ে তোমাদের দলে যুক্ত হতাম, আর অপরটা নিয়ে পক্ষপাতমুক্ত থাকতাম। তোমরা যে-মতের পক্ষে আহ্বান করছ, সেটা সত্য হলে অপর জীবন নিয়েও তোমাদের অনুসরণ করতাম।

পক্ষান্তরে তোমাদের মতাদর্শ ভ্রান্ত হলে, সর্বোচ্চ একটা জীবন বৃথা যেত। অপর জীবন নিয়ে আমি সত্যের অনুসন্ধান করতাম! কিন্তু ভাইসব, জীবন তো আমার একটাই। অতএব, সেটা নিয়ে আমি ঘোর অনিশ্চয়তায় পড়তে চাই না।[১]

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৪/১৯৫

সপ্তদশ অধ্যায়

রাজদরবারের প্রতি সালাফগণের অনীহা

এক

আব্দুর রহমান ইবনু যায়েদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমরা আলকামা রাহিমাহুল্লাহকে বললাম, আপনি যদি সালাত আদায়ের পর মসজিদে কিছুক্ষণ অবস্থান করতেন তাহলে আমরা আপনার সান্নিধ্যে বসতাম। আপনাকে বিভিন্ন মাসআলা জিজ্ঞেস করে জেনে নিতাম! তিনি বললেন, লোকে বলবে—'ওই যে-লোকটা বসে আছে, তিনিই আলকামা'! এ ব্যাপারটা আমার খুব অপছন্দ!

একবার কতিপয় ঘনিষ্ঠজন এসে আর্জি পেশ করল—আপনি যদি আমীর-উমারাদের কাছে যেতেন?

তিনি বললেন, আমি যদি আমীর-উমারাদের কাছে যাই, তবে আমার আশঙ্কা হয় যে, তাদের দ্বারা আমার যতটা সম্মানহানি হবে, আমার দ্বারা তাদের তার চেয়েও বেশি মানহানি ঘটবে![১]

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৪/৫৮

দুই

সুলাইমান আত-তাইমী থেকে বর্ণিত, ইমাম আহনাফ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমার তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে। একান্ত নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারও সামনে সেগুলো উল্লেখ করি না—

(১) বিশেষ কারণে ডাকা না হলে কখনও রাজদরবারে না যাওয়া।

(২) দুই ব্যক্তির মধ্যকার বিষয়ে নাক না গলানো এবং আগ বাড়িয়ে কখনও সমাধানের চেষ্টা না করা।

(৩) যে আমার কাছ থেকে চলে যায়, কখনও তার দোষচর্চা না করা।[১]

তিন

নুমান ইবনু যুবায়ের সানআনী বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ কিংবা আইয়ূব ইবনু ইয়াহইয়া ইমাম তাউস রাহিমাহুল্লাহর নিকট পাঁচশ বা সাতশ দিনার প্রেরণ করেন। সেই সঙ্গে দূতকে বলে দেন যে, তিনি যদি তোমার হাত থেকে এই হাদিয়া গ্রহণ করেন, তবে তোমাকে পুরস্কৃত করা হবে।

দূত যথাসময়ে হাদিয়া নিয়ে তাউসের শহরে গিয়ে উপস্থিত হয়। হাদিয়া গ্রহণ করার জন্য তাউসকে উপর্যুপরি বোঝানোর চেষ্টা করে; কিন্তু তাউস তার অনুরোধ ও আবদার নাকচ করে অন্য কাজে মশগুল হয়ে পড়েন। দূত তখন নিরাশ হয়ে ঘরের এক কোণে থলেটি ফেলে চলে আসে। রাজদরবারে এসে জানায় যে, তাউস হাদিয়া গ্রহণ করেছেন।

অনেকদিন পর। ইমাম তাউসের কোনো একটি বিষয়ে রাজদরবারের লোকজন অসন্তুষ্ট হয়। তারা এই মর্মে তাউসের কাছে একজন দূত প্রেরণ করে যে, আপনি আমাদের পক্ষ থেকে প্রেরিত হাদিয়াটি ফেরত দিন!

দূত ইমাম তাউসের কাছে গিয়ে বলে, শহরের আমীর আপনাকে যে-থলে দিয়েছিল সেটি ফেরত দিন। তিনি বলেন, আমি তার থেকে কোনো থলে বা হাদিয়া গ্রহণ করিনি। দূত খালি হাতে ফিরে আসে এবং আমীরকে বলে, তিনি নাকি কোনো হাদিয়া গ্রহণ করেননি।

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৪/৯২

হাজার হলেও তারা জানত যে, তাউস সত্যবাদী। তাই তারা প্রথম দূতকে আবার প্রেরণ করে। সে গিয়ে বলে, হে আব্দুর রহমান, কিছুদিন আগে যে-দিনারগুলো আপনার ঘরে ফেলে গিয়েছিলাম—সেগুলো কোথায়? তিনি বলেন, আমি কি সেটা গ্রহণ করেছি? দূত উত্তর দেয়, না।

অতঃপর খোঁজ নিয়ে জানা যায়, দূত যেখানে যেভাবে থলেটি রেখে গিয়েছিল, সেখানে ঠিক সেভাবেই পড়ে আছে। দূত থলেটি হাতে নিয়ে দেখে, থলের ওপর মাকড়সা জাল বুনে ফেলেছে। এরপর সেটা নিয়ে সে রাজদরবারে ফিরে আসে।[১]

চার

ফুরাত ইবনুস সায়েব থেকে বর্ণিত, মাইমুন ইবনু মেহরান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, নিজেকে কখনও তিনটি বিষয় দ্বারা পরীক্ষা করো না—

(১) সৎকাজের আদেশ করার উদ্দেশ্যে কখনও রাজদরবারে যাবে না।

(২) কুরুচিপূর্ণ কোনো গান শুনবে না। কারণ, তুমি জানো না, গানের কোন অংশটা তোমার মনে গেঁথে যাবে।

(৩) কুরআন শেখানোর জন্য হলেও কখনও কোনো নারীর সাথে একাকী মিলিত হবে না।[২]

পাঁচ

কাসীর ইবনু ইয়াহইয়া রাহিমাহুল্লাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, একবার খলীফা সুলাইমান ইবনু আব্দুল মালিক মদীনায় আগমন করেন। তখন মদীনার গভর্নর ছিলেন উমার ইবনু আব্দুল আযীয। বর্ণনাকারী বলেন—

খলীফা সবাইকে নিয়ে যোহরের সালাত আদায় করেন। অতঃপর বিশেষ কামরার দরজা খুলে দেওয়া হয়। তিনি মেহরাবের সাথে হেলান দিয়ে আগত লোকদের মুখোমুখি হয়ে বসেন। এসময় সফওয়ান ইবনু সুলাইমের ওপর তার দৃষ্টি পড়ে। তিনি উমার ইবনু আবদুল আযীযকে জিজ্ঞেস করেন, এই লোক কে? তার মতো

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৫/৪০

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৫/৭৭

এত সুন্দরভাবে সালাত আদায় করতে আমি আর কাউকে দেখিনি।

তিনি বললেন, এ হলো সফওয়ান ইবনু সুলাইম। খলীফা তার গোলামকে ডেকে বললেন, পাঁচশত দিনারের থলেটা নিয়ে এসো। থলে আনা হলে তিনি গোলামকে পুনরায় বলেন, তুমি থলেটি ওই সালাত আদায়কারীকে দিয়ে এসো।

খলীফার নির্দেশানুযায়ী গোলামটি সফওয়ান ইবনু সুলাইমের পাশে এসে বসে পড়ে। সফওয়ান তখনও সালাত পড়ছিলেন। সালাম ফেরানোর পর তিনি গোলামের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, আমার কাছে তোমার কোনো প্রয়োজন আছে?

সে বলল, আমীরুল মুমিনীন—সুলাইমান ইবনু আবদুল মালিক বলেছেন, আপনি যেন এই থলেটি গ্রহণ করেন এবং আপনার ও আপনার পরিবারের প্রয়োজনে ব্যয় করেন।

: সম্ভবত তুমি ভুল লোকের কাছে চলে এসেছ।

: আপনিই কি সফওয়ান ইবনু সুলাইম নন?

: অবশ্যই, আমি সফওয়ান ইবনু সুলাইম।

: তাহলে আমাকে আপনার কাছেই পাঠানো হয়েছে।

: তুমি আবার যাও। নিশ্চিত হয়ে এসো।

দূত ফিরে যায়। তিনিও তৎক্ষণাৎ জুতা নিয়ে দ্রুত মসজিদ থেকে বেরিয়ে পড়েন। এরপর যতদিন খলীফা মদীনায় ছিলেন, ততদিন তাকে মদীনার কোথাও দেখা যায়নি।[১]

ছয়

ইবনু শাওযাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, বসরার আমীর শহরের আলিমদের মাঝে কিছু হাদিয়া বণ্টন করেন। সেই সূত্রে মালিক ইবনু দিনারের নিকটও একটি অংশ পাঠান। এ সংবাদ জানতে পেরে মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়াসী মালিক ইবনু দিনারকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তাদের হাদিয়া-তুহফা গ্রহণ করেছেন? তিনি একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, এ প্রশ্ন আমাকে না করে আমার সাথীদের করুন। তারা বলল, হে আবু বকর, তিনি সেগুলোর বিনিময়ে কিছু গোলাম কিনে আজাদ করে দিয়েছেন।

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৫/৩৬৮

অতঃপর মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়াসী মালিক ইবনু দিনারকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি—যখন আপনি হাদিয়া নিচ্ছিলেন, তখন আপনার অন্তর কি তার প্রতি একটুও ঝোঁকেনি?

তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! একটুও না। কারণ, আমি তো গাধার মতো। যা করি, মুনীবের ইচ্ছায় করি এবং তোমার মতো আমিও এক আল্লাহরই ইবাদত করি।[১]

সাত

উবাইদ ইবনু জিনাদ থেকে বর্ণিত, আতা ইবনু মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, খলীফা মনোনীত হওয়ার পর 'মাহদী' ইমাম সুফিয়ানকে ডেকে পাঠান। তিনি দরবারে প্রবেশ করার পর খলীফা তার আঙুল থেকে আংটি খুলে তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, হে আবু আব্দিল্লাহ, এই হলো রাজ সীলমোহর। আপনি এই উম্মতের ওপর কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক যে-আইন বাস্তবায়ন করতে চান, করুন।

তিনি আংটিটা হাতে তুলে নিয়ে বললেন, আমীরুল মুমিনীন, অনুমতি দিলে আমি কিছু কথা বলতে চাই। তিনি বললেন, হ্যাঁ, বলুন।[২]

ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী বললেন, শর্ত হচ্ছে, আগে আমার জানের নিরাপত্তা দিতে হবে। খলীফা বললেন, অবশ্যই, আপনি নির্ভয়ে বলুন।

অতঃপর তিনি বললেন, আমি যদি স্বেচ্ছায় না আসি, তাহলে কখনও আমাকে রাজদরবারে ডেকে পাঠাবেন না। স্বেচ্ছায় না চাইলে কোনোকিছু হাদিয়াও দেবেন না।

বর্ণনাকারী বলেন, এতে খলীফা মাহদী প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে যান। তিনি তার ব্যাপারে কোনো কঠোর পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছিলেন, এমন মুহূর্তে রাজলেখক পাশ থেকে বলে ওঠেন, আমীরুল মুমিনীন, আপনি কি তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেননি?

খলীফা বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই করেছি।

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৬/১২০

[২] বর্ণনাকারী বলেন, আমি আতা ইবনু মুসলিমকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি তখন 'আমীরুল মুমিনীন' বলেই সম্বোধন করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

এরপর যখন তিনি রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসেন, লোকেরা তাকে ঘিরে ধরে এবং বলতে থাকে, এমন সুযোগ আপনি কেন হাতছাড়া করলেন? আপনি কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক কিছু আইন বাস্তবায়ন করে দিতেন! তিনি তাদের কথা কানে নেননি। এরপর সে-রাতেই তিনি বসরায় পালিয়ে যান।[১]

আট

হাসান ইবনুর রাবী' রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একবার আমরা নৌ-পথে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহর সাথে সফর করছিলাম। পথিমধ্যে তার মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয়। তিনি আমাদের বলেন, আমার ছাতু খেতে ইচ্ছে করছে। তৎক্ষণাৎ খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, একজন দরবারী লোক ব্যতীত আর কারও কাছেই ছাতু নেই! আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারককে ব্যাপারটা জানালে তিনি তা খেতে অস্বীকার করেন এবং সে-অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ করেন।[২]

নয়

ফুযাইল ইবনু ইয়ায রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারককে জিজ্ঞেস করা হলো, মানুষ কারা?

তিনি বললেন, যারা আলিম।

: বাদশাহ কারা?

: যারা নির্মোহ ও আত্মসংযমী।

: নিম্নশ্রেণির লোক কারা?

: যারা দ্বীন বিক্রি করে দুনিয়া কামায়।[৩]

দশ

আহমাদ ইবনু জামীল আল-মারযুবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহর নিকট সংবাদ পৌঁছাল যে, ইসমাঈল ইবনু উলাইয়া রাষ্ট্রীয়

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৪/১৯১ ৭/২৬২

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৮/৪১১

[৩] *সিফাতুস সাফওয়া* : ৪/১৪০

যাকাত-সাদাকাহ উসূল করার দায়িত্ব পেয়েছেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক তার কাছে লিখে পাঠালেন—

...ওহে, তুমি তো গরীবের সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য নিজের ইলমকে বাজপাখি বানিয়েছ; কৌশলে দ্বীন বেচে দুনিয়া ও তার স্বাদ গ্রহণকে হালাল করে নিয়েছ। একসময় তুমি (দুনিয়াদার) পাগলদের চিকিৎসক ছিলে। এখন তুমিই তাদের দলে ভিড়েছ! তুমি কি আজ ভুলে গেছ, ইবনু সীরীন, ইবনু আউন ও অন্যান্যদের উদ্ধৃতি? তুমি কি ভুলে গেছ, দরবারী লোকদের ব্যাপারে তোমার সতর্কতা ও সতর্কবাণী? যদি তুমি বলো, না, আমি এসব কিছুই ভুলিনি; বরং আমাকে বাধ্য করা হয়েছে, তবে আমি বলব, এটা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়! বরং ইলম বহনকারী গাধাটা ভূমিতে ধ্বসে গেছে।

ইসমাঈল ইবনু উলাইয়া এই চিঠি পাঠ করে ভীষণ অনুতপ্ত হন। ক্রন্দন করেন এবং দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দেন।[১]

এগারো

সুহনূন রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

...ভিটেমাটি বিক্রয় করে খাও; তবুও দ্বীন বিক্রি করো না! ...দুনিয়া-পাগল মানুষ হলো অন্ধের ন্যায়, ইলম তাকে কখনও আলোকিত করতে পারে না। ...কতই না নিকৃষ্ট সেই আলিম, যে রাজদরবারে আসা যাওয়া করে।

আল্লাহর কসম! যদি কখনও বাধ্য হয়ে আমাকে রাজদরবারে যেতেই হতো, তবে বের হবার পর নিজের মনকে যাচাই করে নিতাম। তখন অন্তরে একধরনের বিতৃষ্ণা অনুভব করতাম। তোমরা হয়তো খেয়াল করে থাকবে, প্রবৃত্তির চাহিদাপূরণে আমি বরাবরই কঠোর। আল্লাহর কসম! আমি কখনও বাদশাহদের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করিনি। এমনকি তাদের কাছে যাওয়ার সময় গায়ের কাপড়টাও পাল্টাইনি![২]

---

[১] *সিফাতুস সাফওয়া* : ৪/১৪০; *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৮/৪১১, ৪১২
[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১২/৬৫

অষ্টাদশ অধ্যায়

নারী-ফিতনা বিষয়ে সালাফগণের[১] অবস্থান

এক

উসামা ইবনু যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

❝

مَا تَرَكْتُ بعْدِي فِي النَّاسِ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

আমি আমার (ইন্তিকালের) পরে মানুষদের মধ্যে পুরুষদের জন্য নারীদের তুলনায় অধিকতর ক্ষতিকর কোনো ফিতনা রেখে যাইনি।[২]

দুই

আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

---

[১] আমাদের কথা ছিল, '*সিয়ারু আলামিন নুবালা* ও *সিফাতুস সাফওয়ার* ঘটনাবলির মধ্যেই সীমিতকরণের; কিন্তু এই অধ্যায়টি একটু ভিন্ন।

[২] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৬৮৩৯

"

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ

অবশ্যই দুনিয়াটা চাকচিক্যময়। মিষ্টি ফলের মতো আকর্ষণীয়। আল্লাহ তাআলা সেখানে তোমাদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন। তিনি লক্ষ্য করছেন যে, তোমরা কীভাবে কাজ করছ? কী আমল করছ? তোমরা দুনিয়া ও নারীজাতি থেকে সতর্ক থেকো। কেননা, বনী ইসরাঈলের মাঝে প্রথম ফিতনা ছিল নারীকেন্দ্রিক।[১]

তিন

রজা ইবনু হাইওয়াহ থেকে বর্ণিত, মুআয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, বিভিন্ন সময়ে দারিদ্র্য ও দুরবস্থা দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করা হয়েছে। তোমরা ধৈর্যধারণ করে তাতে সফল হয়েছ। অতি শীঘ্রই তোমাদের সুখ-সমৃদ্ধি দ্বারা পরীক্ষা করা হবে। আমি তোমাদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা করি নারীকেন্দ্রিক ফিতনার। তারা একসময় স্বর্ণের বালা পরবে, শামের পাতলা-মিহি পোশাক পরিধান করবে এবং ইয়ামানের নকশী চাদর গায়ে জড়াবে। তখন তারা ধনীদের ক্লান্তির কারণ হবে। দরিদ্রদের ওপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দেবে।[২]

চার

আলী ইবনু যায়েদ থেকে বর্ণিত, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, শয়তান কোনো ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলে নারীর আশ্রয় গ্রহণ করে। নারীকে তার লক্ষ্যার্জনের অব্যর্থ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে।

এরপর সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব আমাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, আমার নিজের জন্য সবচেয়ে বড় আশঙ্কার বিষয় হলো নারী।

অথচ তার বয়স তখন চুরাশি। বার্ধক্যজনিত কারণে একটি চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। অপর চোখেও নানাবিধ সমস্যা দেখা দিয়েছে।[৩]

---

[১] *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৬৮৪১

[২] সিফাতুস সাফওয়া : ১/৪৯৭

[৩] *সিফাতুস সাফওয়া* : ২/৮০

পাঁচ

ইবরাহীম ইবনু হাসান আল-বাহিলী থেকে বর্ণিত, হাম্মাদ ইবনু যায়েদ বলেন, 'ইউনুস ইবনু উবাইদ বলতেন, তোমরা আমার কাছ থেকে তিনটি বিষয় গ্রহণ করো—

(১) তোমাদের কেউ যেন কুরআন পাঠ করে শোনানোর উদ্দেশ্যেও রাজদরবারে যাতায়াত না করে।

(২) তোমাদের কেউ যেন কুরআন শেখানোর উদ্দেশ্যেও কোনো নারীর সাথে একান্তে মিলিত না হয়।

(৩) তোমাদের কেউ যেন কুরুচিপূর্ণ কোনো গায়কের সুর কানে না তোলে।'[১]

ছয়

আব্বাস আদ্দূরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাদের এক সহপাঠী বর্ণনা করেন, সুফিয়ান আস-সাওরী রাহিমাহুল্লাহ প্রায়ই নিম্নোক্ত পংক্তি দু'টি আবৃত্তি করতেন—

'...ওহে, হারামের পাত্র থেকে যা নিলে,
তার স্বাদ শীঘ্রই ফুরিয়ে যাবে।
শুধু থেকে যাবে পাপ আর লজ্জা।'

'...অসৎকাজের মন্দ পরিণাম ও ভয়াবহ শাস্তি রয়ে যাবে।
এমন স্বাদে কোনো কল্যাণ নেই,
যার শেষটা হলো জাহান্নাম।'[২]

সাত

হুসাইন ইবনু মুতীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

'...অন্য সবকিছুর চেয়ে তোমার জীবনটাকে বেশি মূল্যায়ন করো। গুরুত্ব দাও। কারণ, সবকিছু ধার নেওয়া গেলেও জীবন কখনও ধার নেওয়া যায় না। এমনকি

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৬/২৯৩

[২] ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ রচিত *রওযাতুল মুহিব্বীন ওয়া নুযহাতুল মুশতাকীন* : ৩৩০

একবার শেষ হয়ে গেলে আর কখনও ফিরেও আসে না।

...হারামের চারণভূমির ধারে কাছেও যেয়ো না। তার মিষ্টতা ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু তিক্ততা চিরস্থায়ী।'

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, প্রকৃত বীরত্ব হলো স্রষ্টার ভয়ে বিশেষ সৃষ্টির মোহ ও আসক্তি ত্যাগ করতে পারা।[১]

আট

মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সারী ইবনু দিনার মিশরের কোনো এক গ্রামে গিয়ে যাত্রাবিরতি করেন। সেখানে এক সুন্দরী রমণী ছিল। ওই গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ সবাই তার রূপে মুগ্ধ ছিল; কিন্তু সারী ইবনু দিনারের সেদিকে কোনো মনোযোগই ছিল না। বিষয়টি মহিলা জানতে পারে। সে প্রতিজ্ঞা করে, যে করেই হোক, তাকে প্রেমের জালে ফাঁসাতেই হবে!

পরিকল্পনা-মতো সে সারী ইবনু দিনারের ঘরে প্রবেশ করে। স্বল্প বসন, বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি ও রূপের ঝলক দেখিয়ে তাকে বিমোহিত করার চেষ্টা করে।

সারী ইবনু দিনার জিজ্ঞেস করেন, এখানে কেন এসেছ?

উত্তরে সে বলে, আপনার কি মখমলের বিছানা আর সৌখিনতার কোনো চাহিদা আছে?

সারী একটু সামনে এগিয়ে গিয়ে আবৃত্তি করেন—

...কত পাপী পাপের স্বাদ নেয়। এরপর মারা যায়। নিঃসঙ্গা হয়ে যায় এবং দুর্ভোগের স্বাদ আস্বাদন করতে থাকে।

...পাপের স্বাদ ক্ষণিক বাদেই মিলিয়ে যায়। থেকে যায় তার কুফল ও অনিষ্ট—ঠিক যেমন ছিল তেমনই।

...হায় আফসোস! আল্লাহর শপথ! যে-বান্দা নিজেকে পাপে ডুবিয়ে রাখে, আল্লাহ তাকে সর্বদা দেখেন এবং শোনেন।[২]

---

[১] ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ রচিত *রওযাতুল মুহিব্বীন ওয়া নুযহাতুল মুশতাকীন* : ৩৩৯

[২] ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ রচিত *রওযাতুল মুহিব্বীন ওয়া নুযহাতুল মুশতাকীন* : ৩৩০

নয়

আবুল ফারাজসহ আরও অনেকে বর্ণনা করেন, মক্কায় এক রূপবতী রমণী ছিল। তার স্বামীও ছিল। একদিন সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের রূপে মুগ্ধ হয়ে স্বামীকে বলল, আচ্ছা, তোমার কী মনে হয়, গোটা মক্কা নগরীতে এমন কোনো পুরুষ আছে, যে আমার রূপে পাগল হবে না?

: হ্যাঁ। আছে!

: কে সে!

: উবাইদ ইবনু উমাইর।

: তুমি যদি আমাকে অনুমতি দাও, তাহলে আমি তাকে আপন রূপের ছোঁয়ায় দুর্বল করে দেখাব।

: ঠিক আছে। চেষ্টা করে দেখতে পারো।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর সে মহিলা মাসআলা জানার বাহানায় উবাইদ ইবনু উমাইরের কাছে যায়। তিনি তখন মসজিদুল হারামের এক কোণে বসা ছিলেন। সবাই চলে যাওয়ার পর একটু নির্জনতা তৈরি হলে সে তার কাছে গিয়ে বসে এবং তার চাঁদের মতো ঝলমলে চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে ফেলে। উবাইদ ইবনু উমাইর বলে ওঠেন, হে আল্লাহর বান্দী, পর্দা করো।

: জনাব, আমি তো আপনার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছি। আপনি আমাকে গ্রহণ করুন।

: আমি তোমাকে কিছু বিষয়ে প্রশ্ন করব। যদি তুমি সত্যি সত্যি উত্তর দাও, তবে তোমার প্রস্তাব নিয়ে ভেবে দেখবো!

: জি, জনাব, বলুন, আমি সত্যিটাই বলব।

: আচ্ছা, এই মুহূর্তে যদি মৃত্যুর ফেরেশতা তোমার জান কবজ করতে চলে আসে, আর আমি তোমার প্রস্তাব গ্রহণ করি, তবে কি তুমি এতে আনন্দিত হবে?

: জি না!

: হুম। ঠিক বলেছ। আচ্ছা, ধরো আমি তোমার প্রস্তাব গ্রহণ করলাম। তারপর যদি

তোমাকে কবরে শোয়ানো হয়, আর ফেরেশতাগণ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তোমাকে বসায়, তখন কি প্রস্তাব গ্রহণ করার ব্যাপারটা তোমাকে কোনো আনন্দ দেবে?

: জি না!

: হুম। ঠিকই বলেছ। আচ্ছা, যদি মানুষের হাতে আমলনামা তুলে দেওয়া হয়; কিন্তু তুমি জানো না, তোমার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে নাকি বাম হাতে! তখন কি এই প্রস্তাব গ্রহণের ব্যাপারটা তোমাকে আনন্দিত করবে?

: জি না!

: হুম। সত্য বলেছ। আচ্ছা, ধরো, যখন পুলসিরাত পাড়ি দেওয়ার সময় হবে; কিন্তু তুমি জানো না, সহজে তা উতরে যেতে পারবে কি না! তখন কি প্রস্তাব গ্রহণের ব্যাপারটা তোমার কাছে আনন্দের বিষয় হবে?

: জি না!

: হুম। একদম ঠিক বলেছ। আচ্ছা, আর যদি তুমি বিচারের কাঠগড়ায় আল্লাহ জাল্লা শানুহুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হও, তখন কি প্রস্তাব গ্রহণের ব্যাপারটা তোমাকে আনন্দিত করবে?

: জি না!

: হুম। একেবারে সত্য বলেছ। এবার উবাইদ ইবনু উমাইর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, আল্লাহর বান্দি, আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ তোমাকে অনেক নিয়ামত দিয়েছেন। তিনি তোমার প্রতি সদয় আচরণ করেছেন।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর সে তার স্বামীর কাছে ফিরে যায়। স্বামী তাকে জিজ্ঞেস করে, কী হলো? কিছু করতে পেরেছ? উত্তরে সে বলল, তুমিও অকর্মা। আমরাও সবাই অকর্মা।

এরপর সে সালাত, সিয়াম ও ইবাদতে মশগুল হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে তার স্বামী বলত, উবাইদ ইবনু উমাইর আমার স্ত্রীর ওপর এতটা প্রভাব ফেলেছিল যে, যে-নারী প্রতি রাতে আমার জন্য বাসরশয্যা করত, এখন সে পুরোদস্তুর 'সন্ন্যাসিনী' বনে গেছে![১]

[১] ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ রচিত *রওযাতুল মুহিব্বীন ওয়া নুযহাতুল মুশতাকীন* : ৩৪০

দশ

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা চোখকে অন্তরের আয়না বানিয়েছেন। যখন বান্দা তার চক্ষুকে নত রাখে, তখন অন্তর প্রবৃত্তি ও প্রবঞ্চনাকে দমিয়ে রাখে। আর যখন সে চোখকে ছেড়ে দেয়, এদিক-ওদিক তাকায়, তখন অন্তরও দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করে। কামনা-বাসনা তাড়নায় নানান জায়গায় ঢুঁ মারে!

তিনি আরও বলেন, *বুখারী-মুসলিমের* এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

❝

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা বনী আদমের জন্য যিনার একটা অংশ নির্ধারিত রেখেছেন। সে তাতে অবশ্যই জড়াবে। চোখ যিনা করে। আর চোখের যিনা হচ্ছে অন্যায় দৃষ্টিপাত। জিহ্বা যিনা করে। আর জিহ্বার যিনা হচ্ছে অশ্লীল বাক্যালাপ। হাত যিনা করে। আর হাতের যিনা হচ্ছে অনৈতিক স্পর্শ। পা যিনা করে। আর পায়ের যিনা হচ্ছে অন্যায় পদক্ষেপ। অন্তরও যিনা করে। আর অন্তরের যিনা হচ্ছে কুপ্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনা। যৌনাঙ্গ এসব যিনা বাস্তবায়ন করে অন্যথায় প্রত্যাখ্যান করে।[১]

উল্লেখ্য যে, হাদীসে চোখের কথা সবার আগে বলা হয়েছে। কারণ, এ সকল যিনার শুরুটা হয় চোখের দ্বারা। চোখের যিনাই হলো হাত, পা, অন্তর ও লজ্জাস্থানের যিনার মূল। কথা বলাকে জিহ্বার যিনা হিসেবে অবহিত করে মূলত অশ্লীল কথা ও অন্যায় চুম্বনের ভয়াবহতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর লজ্জাস্থানকে বলা হয়েছে, এসবের যিনা বাস্তবায়নকারী কিংবা প্রত্যাখ্যানকারী।

এই হাদীস থেকে বেশকিছু বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে যায়। যেমন—চোখের পাপ হলো অপাত্রে দৃষ্টিপাত করা। এটাই তার যিনা। সুতরাং, এতে ওই সকল লোকদের দাবি ভুল প্রমাণিত হয়, যারা বলে, বেগানা মেয়েদের দেখতে সমস্যা নেই—অন্তর ও মানসিকতা ঠিক থাকলেই চলবে!

---

[১] *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ৬২৪৩

এছাড়াও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

“

يا عليّ لا تُتبع النَّظرةَ النَّظرةَ، فإنَّ لَكَ الأولى، وليس لَكَ الآخرةُ

হে আলী, একবার দৃষ্টিপাতের পর তার পুনরাবৃত্তি করো না। কারণ, তোমার (অনিচ্ছাকৃত) প্রথম দৃষ্টিপাত তোমার পক্ষে[১] কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টিপাত তোমার বিপক্ষে।[২][৩]

উপর্যুক্ত হাদীসের আলোকে অনেক বড় বড় আলিম একটি মাসআলা বলে থাকেন। মাসআলাটি হচ্ছে, কোনো নারীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাতের পর অন্তরে ওই নারীর প্রতি আসক্তি তৈরি হয় এবং ধীরে ধীরে তা বাড়তে থাকে। তখন অবচেতনেই তার মনে হতে থাকে যে, আরেক বার ভালোভাবে দেখে নাও। প্রথম দেখায় হয়তো ভালো লেগেছে; কিন্তু দ্বিতীয়বার তাকালে সেই ভালো লাগাটা আর থাকবে না। কিংবা এমন কিছু দৃষ্টিগোচর হবে, যা তার প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি করবে। ফলে তাকে ভুলে যাওয়া সহজ হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এমতাবস্থায় ওই ব্যক্তির জন্য দ্বিতীয়বার তাকানো কতটুকু শরীয়তসম্মত?

জবাব : সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর। অন্তত দশটি কারণে এমনটা করা জায়েয হবে না—

(১) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দৃষ্টিকে অবনত রাখার আদেশ করেছেন। অতএব, বান্দার ওপর যা হারাম করেছেন, তাতে তিনি কোনো প্রতিকার রাখেননি।

(২) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হঠাৎ পড়ে যাওয়া দৃষ্টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, দৃষ্টি নামিয়ে নাও। ফিরে তাকিয়ো না। অথচ তিনি জানতেন, প্রথম দৃষ্টিতে অন্তরে কী প্রভাব তৈরি হয়েছে। তবুও প্রতিকার হিসেবে দৃষ্টিকে সংযত করতে বলেছেন। পুনরায় তাকাতে বলেননি কিংবা অনুমতি দেননি।

(৩) তিনি সুস্পষ্ট বলেছেন, প্রথম দৃষ্টি তোমার পক্ষে অর্থাৎ ক্ষমাযোগ্য। আর দ্বিতীয় দৃষ্টি তোমার বিপক্ষে অর্থাৎ ক্ষমার অযোগ্য। সুতরাং, এমনটা অসম্ভব যে, যেটা পক্ষে সেটা হবে রোগ, আর যেটা বিপক্ষে সেটা হবে তার প্রতিষেধক!

---

[১] অর্থাৎ, ক্ষমাযোগ্য।

[২] ক্ষমার অযোগ্য।

[৩] *সুনানু আবি দাউদ* : ২১৪৯; *জামি তিরমিযী* : ২৭৭৮

(৪) এ কথা স্বীকৃত যে, প্রথম দৃষ্টিপাতেই যে-ভালো লাগা আসক্তিতে পরিণত হয়েছে, দ্বিতীয় দৃষ্টিপাতে সেটা কিছুতেই অবদমিত হবে না; বরং আরও বৃদ্ধি পাবে। অভিজ্ঞতা এমনই বলে।

(৫) প্রায়-সময় দ্বিতীয়বার তাকানোর কারণে পূর্বের অশান্তি ও অস্থিরতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়।

(৬) যখন কেউ দ্বিতীয়বার তাকানোর ইচ্ছে করে, ইবলিস তখন তার ওপর সওয়ার হয়। সে বাস্তবে যতটা না সুন্দর, তার চেয়ে বেশি সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলে। এতে বিপদ আরও বাড়ে।

(৭) আর ওই বিপদে আল্লাহর কোনো সাহায্য থাকতে পারে না, যেটা তাঁর আদেশ ও আইন অমান্য করার কারণে হয়ে থাকে। হারাম জিনিস দিয়ে সমাধানের আশা করাই বৃথা; বরং তার থেকে দূরে থাকাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

(৮) প্রথম দৃষ্টি হলো ইবলিসের এক বিষাক্ত তির। আর এটা হলফ করেই বলা যায় যে, দ্বিতীয় তিরটা হবে আরও বেশি মারাত্মক। আরও বেশি বিষাক্ত।

(৯) এমন পরিস্থিতির শিকার ব্যক্তি মূলত প্রেমাস্পদ ও মহান আল্লাহর দ্বৈত ভালোবাসার মাঝখানে দণ্ডায়মান। এখন হয় সে আল্লাহকে ভালোবাসবে। না-হয় তাঁর আদেশ অমান্য করে অন্যকে ভালোবাসবে; কিন্তু সে কী করছে? সে চাচ্ছে দ্বিতীয়বার দেখে প্রথম দৃশ্যটা যাচাই করতে। এখন যদি তাকে পছন্দ হয়, তবে সে আল্লাহকে ছেড়ে দেবে। আর যদি অপছন্দও হয়, তবুও আল্লাহকে পাবে না। কারণ, সে ইতোমধ্যেই তাঁর আদেশ অমান্য করে ফেলেছে। এজন্য দ্বিতীয় দৃষ্টিপাতে না তার উদ্দেশ্য পূরণ হবে! আর না আল্লাহকে পাবে! তাছাড়া দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাতের মধ্য দিয়ে মূলত সে 'আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা, আল্লাহর জন্য কারও ভালোবাসা ত্যাগ করার' এই শাশ্বত নীতির বিরোধিতা করছে।

(১০) একটা উপমা দিলে বিষয়টা আরও স্পষ্ট হয়ে যাবে। ধরুন, আপনি একটি নতুন ঘোড়ায় সওয়ার হয়েছেন। ঘোড়াটা আপনাকে নিয়ে এমন এক সরু ও জটিল পথে ছুটছে, যেখান থেকে ঘুরে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। যখনই সে এমন পথে পা বাড়াবে, তখনই আপনি তার লাগাম টেনে ধরবেন। যাতে সে এমন ভয়াবহ পথে ঢুকতে না পারে। আর যদি কয়েক কদম ঢুকেও যায়, দ্রুত তাকে থামাবেন। পেছনে ফিরে আসবে। তাহলে বিষয়টা সহজেই সমাধান হয়ে যাবে।

কিন্তু আপনি যদি তার লাগাম ছেড়ে দেন তাহলে সে আপনাকে নিয়ে ওই পথে প্রবেশ করে। গভীরে চলে যায়। এরপর আপনি লাগাম টেনে ধরেন। পেছনে ফিরে আসার চেষ্টা করেন। লেজ ধরে পেছনের দিকে টানেন। তাহলে আপনার শ্রম বৃথা যাবে। সেখান থেকে ফিরে আসা আপনার জন্য একরকম জটিল বা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

এমতাবস্থায় কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি বলতে পারে, আরেকটু ভেতরে গেলেই ঘোড়াটা বেরিয়ে আসবে? মুক্তি পাবে?

দৃষ্টির ব্যাপারটিও মূলত এরকমই। দৃষ্টি যখন প্রথম দর্শনেই অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করে, তখন যদি সে দৃঢ় সংকল্প করে, ফিরে না তাকায়, তাহলে খুব সহজেই তা থেকে মুক্তি পেতে পারে। আর যদি ফিরে তাকায়, তাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে, তার রূপ নিয়ে চিন্তা করে, শূন্য অন্তরে তাকে জায়গা দেয়, তাহলে তার চিত্রই সর্বদা ভেসে উঠবে। তার ভালোবাসা অন্তরে গেঁথে যাবে।

কোনো নারীর দিকে বারবার তাকানোর ব্যাপারটা হলো গাছে পানি দেওয়ার মতো। ভালোবাসার এই গাছ ধীরে ধীরে বাড়তেই থাকে। এমনকি এই বিষাক্ত ভালোবাসা ও অবৈধ প্রেম অন্তর নষ্ট করে ফেলে। আল্লাহ তাআলার আদেশের প্রতি অনীহা সৃষ্টি করে। দুশ্চিন্তা ও হতাশা তাকে ঘিরে ধরে। ফলে সে আনুষঙ্গিক সকল ফিতনা ও পাপাচারে জড়িয়ে পড়ে।

আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এসবের মূল কারণ হলো, চোখের দ্বারা 'স্বাদ' গ্রহণ করা। একবার তাকানোর পর দ্বিতীয়বার তাকানোর অভিলাষ পূর্ণ করা। অথচ যদি আপনি প্রথমবারেই চোখ নামিয়ে নেন, ফিরে না তাকান, তাহলেই কিন্তু মুক্তি পেতে পারেন। হৃদয়ে প্রশান্তি পেতে পারেন।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত কথাটি একটু চিন্তা করে দেখুন—

❝

النَّظَرُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ

দৃষ্টি হলো ইবলিসের বিষাক্ত তিরগুলার একটি।[১]

---

[১] মুসতাদরক : ৪/৪১৪

আর তিরের কাজ হলো অন্তরে গিয়ে গেঁথে যাওয়া এবং তাতে যে বিষ লাগানো আছে, তার প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে দেওয়া। সুতরাং, এমতাবস্থায় যদি সে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তিরটি বের করে ফেলে তাহলে সে নিরাপদ। অন্যথায় এ তির তার মৃত্যুর কারণ হতে পারে।[১]

এগারো

ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, দৃষ্টি হিফাযত করার অনেক ফায়দা ও উপকারিতা রয়েছে—

প্রথমত আফসোসের যন্ত্রণা থেকে আত্মাকে মুক্ত রাখা যায়। কেননা, যে-ব্যক্তি যত্রতত্র দৃষ্টিপাত করে, তার আফসোস ও আত্মদংশন বাড়তেই থাকে। কেননা, দৃষ্টি আপনাকে এমন জিনিস দেখাবে, যার প্রতি আপনার আকর্ষণ ও আগ্রহ বাড়তেই থাকবে; কিন্তু আপনি সেই চাহিদা না নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন, আর না পছন্দের বিষয়টা নাগালে পাবেন! আর এটা নিশ্চয়ই চূড়ান্ত রকম পীড়াদায়ক!

আসমায়ী বলেন, তাওয়াফের মধ্যে এক বাদীকে দেখলাম, মাংসাশী গাভীর মতোই হৃষ্টপুষ্ট। আমি বারবার তার দিকে তাকাচ্ছিলাম আর তার কমনীয়তা, কান্তিময়তা উপভোগ করছিলাম।

বাঁদিটি আমাকে জিজ্ঞেস করল, আপনার কী হয়েছে?

বললাম, তাকালে তোমার সমস্যা কী?

তখন বাঁদিটি বলল, আপনি প্রবৃত্তির তাড়নায় বারবার আমার দিকে দৃষ্টি ফেরাচ্ছেন। আপনি কি জানেন, একদিন এই লাগামহীন দৃষ্টি আপনাকে ক্লান্ত করে তুলবে। কেননা, আপনি এমন কিছু দেখছেন, যা আপনি না অর্জন করতে পারবেন; আর না ভুলে থাকতে পারবেন!

লাগামহীন দৃষ্টি আত্মাকে ঠিক সেভাবে ছেদন করে, যেভাবে তির শিকারকে বধ করে। কখনও যদি তা আত্মাকে পুরোপুরি বধ নাও করে, তবু কিছুটা ক্ষত তো অবশ্যই তৈরি করে। কেননা, অন্যায় দৃষ্টিপাত শুকনো ঘাসে আগুনের ফুলকি ছোড়ার মতো। তা

---

[১] *রওযাতুল মুহিব্বীন ওয়া নুযহাতুল মুশতাকীন* : ৯২-৯৫

পুরো ঘাসের স্তূপকে ভস্ম না করতে পারলেও কিয়দাংশ তো অবশ্যই জ্বালিয়ে দেয়!

বস্তুত অন্যায় দৃষ্টিপাত বিষাক্ত তিরের মতো। প্রতিবার দৃষ্টিপাতের মধ্য দিয়ে মানুষ অবচেতনেই সেই বিষাক্ত তির দ্বারা তার চিন্তা-চেতনা ও অন্তরাত্মাকে ক্ষতবিক্ষত করে।[১]

[১] *রওযাতুল মুহিব্বীন ওয়া নুযহাতুল মুশতাকীন* : ৯৭; ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, দৃষ্টি নত রাখার আরও অনেক উপকারিতা আছে। পাঠকের আগ্রহ থাকলে ওই কিতাবের ১০২ থেকে ১০৫ নং পৃষ্ঠা দেখতে পারেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়

মায়ের সেবায় সালাফগণ

এক

মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, উসমান ইবনু আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে একেকটা খেজুরগাছের দাম ওঠে এক হাজার দিরহাম। এ সময় উসামা ইবনু যায়েদ রাযিয়াল্লাহু[১] একটি ভালো খেজুরগাছ শেকড় থেকে উপড়ে ফেলেন। এরপর সেটা চিড়ে তার মাথি বের করে মাকে খাওয়ান। লোকেরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, একেকটা খেজুরগাছের মূল্য যখন এক হাজার দিরহাম, তখন এই সামান্য মাথির জন্য পুরো গাছটাই বরবাদ করে দিলেন? তিনি বললেন, আমার আম্মা তা খেতে চেয়েছেন। তিনি আমার কাছে কিছু চাইবেন, আর আমি সক্ষমতা সত্ত্বেও তা পূর্ণ করব না, এমনটা হতে পারে না।[২]

দুই

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক থেকে বর্ণিত, মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমার ভাই উমার রাত জেগে সালাত আদায় করে। অন্যান্য ইবাদতে নিমগ্ন থাকে। আমি তখন মায়ের পা দাবিয়ে দিই। আমার কাছে তার ওই রাতের চেয়ে

---

[১] তিনি রাসূলের পালকপুত্র যায়েদ ইবনু হারিসা রাযিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র। তার মা উম্মু আইমান ছিলেন রাসূলের পরিচারিকা।

[২] *সিফাতুস সাফওয়া* : ১/৫২২

আমার রাতটাই অধিক প্রিয়।[১]

তিন

ইবনু আউন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একদিন মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন খুব বিনয় ও আদবের সাথে তার মায়ের কাছে বসা ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি তার এই অবস্থা দেখে ঘাবড়ে যান এবং ব্যস্তসমস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করেন, মুহাম্মাদের কী হয়েছে? শরীর খারাপ? নাকি অন্যকোনো সমস্যা? উপস্থিত একজন উত্তর দেয়, না, কিছু হয়নি। কোনো সমস্যাও নেই। তিনি যখন মায়ের নিকট অবস্থান করেন, তখন এভাবেই থাকেন।[২]

চার

হিশাম ইবনু হাসসান থেকে বর্ণিত, হাফসা বিনতু সীরীন[৩] রাহিমাহাল্লাহ বলেন, মুহাম্মাদ যখন মায়ের ঘরে যেতেন, শ্রদ্ধা ও সম্মানের কারণে তখন মুখ ফুটে কোনো কথা বলতে পারতেন না।[৪]

পাঁচ

ইবনু আউন রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, একবার তার মা তাকে ডাকলে তিনি তার ডাকে সাড়া দেন; কিন্তু তাড়াহুড়ার কারণে তার আওয়াজ মায়ের আওয়াজের চেয়ে একটু ভারী শোনায়। এর প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে তিনি দুটি গোলাম আযাদ করেন।[৫]

ছয়

হিশাম ইবনু হাসসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হুযাইল ইবনু হাফসা[৬] গ্রীষ্মকালে লাকড়ি ও কাঠখড়ি জোগাড় করতেন। এরপর সেগুলোর বাকল ছাড়াতেন। সাথে কিছু বাঁশও ফালিফালি করে কেটে রাখতেন।

---

[১] *সিফাতুস সাফওয়া* : ২/১৪৩

[২] *সিফাতুস সাফওয়া* : ৩/২৪৫

[৩] মুহাম্মাদ ইবনু সীরীনের বোন

[৪] *সিফাতুস সাফওয়া* : ৩/২৪৫

[৫] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৬/৩৬৬

[৬] মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন-এর ভাগিনা

তার মা হাফসা বিনতু সীরীন বলেন, শীতকাল শুরু হলে আমার খুব ঠান্ডা লাগত। এরপরও রাতজেগে সালাত আদায়ের চেষ্টা করতাম। আমি সালাতে দাঁড়ালে, হুযাইল আমার পেছনে একটি স্টোভ এনে তাতে কাঠখড়িগুলো পোড়াতে থাকত। ধোঁয়ার কারণে যেন আমার কোনো রকম কষ্ট না-হয়, সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখত। এতে আমি উষ্ণতা অনুভব করতাম এবং পূর্ণ স্বস্তির সঙ্গে গভীর রাত পর্যন্ত সালাতে কাটিয়ে দিতাম।

তিনি বলেন, সে চাইলে তার পরিবার নিয়েও সময়টা কাটাতে পারত। আমার মাঝেমাঝে ইচ্ছে হতো তাকে বলি, বাবা, তুমি তোমার পরিবারের কাছে যাও। তাদের সময় দাও; কিন্তু পরক্ষণেই ভাবতাম, সে যা করছে, করুক। এতেই হয়তো কল্যাণ নিহিত আছে। তাই বাধা দিতাম না। কিছু বলতামও না।

তিনি আরও বলেন, হুযাইলের মৃত্যুর পর আমি যথাসাধ্য ধৈর্যধারণের চেষ্টা করি। তবুও শোকের তীব্র রেশটা রয়েই যায়। এটা কিছুতেই দূর হচ্ছিল না। এরই মধ্যে একরাতে আমি সালাতে দাঁড়াই। গভীর তন্ময়ের সঙ্গে সূরা নাহল তিলাওয়াত করতে থাকি। যখন এই আয়াতটিতে এসে পৌঁছি—

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾ مَا عِندَكُمْ
يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

আর তোমরা স্বল্পমূল্যে আল্লাহর অঙ্গীকার বিক্রী করো না। আল্লাহর কাছে যা আছে, তোমাদের জন্য তাই উত্তম—যদি তোমরা তা জানতে! তোমাদের নিকট যা আছে তা ফুরিয়ে যায়। আর আল্লাহর নিকট যা আছে তা স্থায়ী। আর যারা সবর করেছে, তারা যা করত তার তুলনায় অবশ্যই আমি তাদের উত্তম প্রতিদান দেব।[১]

তিনি বলেন, আমি বার বার এ আয়াত পড়তে থাকি। ফলে আল্লাহ তাআলা পুত্র-শোকের যন্ত্রণা দূর করে দেন।

হিশাম বলেন, হুযাইল ইবনু হাফসার একটি উষ্ট্রী ছিল। উষ্ট্রীটি প্রচুর দুধ দিত।

---

[১] সূরা নাহল, আয়াত : ৯৫-৯৬

হাফসা বিনতু সীরীন বলেন, প্রতিদিন সকালে সে দুধ দোহন করে আমার কাছে নিয়ে আসত। আমি বলতাম, বাবা, তুমি তো জানো, আমি দুধ পান করতে পারব না। কারণ, আমি রোজাদার। তিনি বলতেন, আম্মা, উটের উলানে রাতভর যে-দুধটা থাকে, সেটা খুবই ভালো। সুতরাং, আপনি যাকে চান, তা পান করাতে পারেন।[১]

সাত

আব্দুর রহমান ইবনু আহমাদ থেকে বর্ণিত, তার পিতা বলেন, একবার জনৈক নারী বাকি রাহিমাহুল্লাহর নিকট গিয়ে নিবেদন করেন, 'শাইখ, আমার ছেলেটা বন্দি হয়ে আছে। তার মুক্তির কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছি না। আমি তো হতাশ! দিশেহারা! দয়া করে আপনি যদি এমন কাউকে বলে দিতেন, যে তাকে ছাড়াতে পারে?'

বাকি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ঠিকাছে। তুমি এখন যাও। আমি ব্যাপারটা ভেবে দেখছি। এরপর তিনি মাথা নিচু করে ঠোঁট নাড়তে থাকেন।

কিছুদিন পর ওই নারী তার ছেলেকে সাথে নিয়ে বাকি রাহিমাহুল্লাহর কাছে আসে। ছেলেটা পুরো ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলে—

আমি বাদশাহর কয়েদখানায় ছিলাম। একবার আমি বিশেষ একটি আমলে মশগুল ছিলাম। তখন সহসাই আমার হাতের বেড়ি খুলে পড়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর ছেলেটি এই অভাবনীয় ঘটনার সময় ও দিন-তারিখ উল্লেখ করে। তখন হিসেব করে দেখা যায়, শাইখ যখন মাথা নিচু করে বিড়বিড় করে দুআ করছিলেন, ঠিক তখনই এই ঘটনা ঘটে।

ছেলেটি আরও বলে, এই ঘটনা দেখে আমাদের প্রহরায় নিয়োজিত লোকটি চিৎকার করে ওঠে। তার চেহারায় ভয় ও অস্থিরতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তৎক্ষণাৎ কামারকে ডেকে আমার হাতে আবারও বেড়ি পরানো হয়; কিন্তু পরানো শেষ হতেই অটোমেটিক বেড়ি খুলে পড়ে যায়। এতে সবাই হতভম্ব ও দিশেহারা হয়ে পড়ে। অনন্যোপায় হয়ে তারা তাদের ধর্মগুরুর শরণাপন্ন হয়। ধর্মগুরু আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন?

---

[১] *সিফাতুস সাফওয়া* : ৪/২৫

আমি বলি, হ্যাঁ। তিনি বলেন, তার দুআ কবুল হয়েছে। এটা তারই ফল। অন্য বর্ণনায় আছে, ধর্মগুরুরা বলেন—

আল্লাহ তোমাকে মুক্ত করেছেন। সুতরাং, তোমাকে এখন বন্দি করে রাখার সাধ্য কার? এরপর তারা আমাকে কিছু পাথেয় দিয়ে বিদায় জানায়।[১]

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১৩/২৯০

বিংশতম অধ্যায়

বন্ধু ও সঙ্গীদের প্রতি সালাফগণের অনুগ্রহ ও সদ্ব্যবহার

এক

মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইবনি হাসান ইবনু শাকিক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, হজের সময় 'মারও' শহরের কিছু অধিবাসী আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহর কাছে এসে তার সফরসঙ্গী হওয়ার আবেদন জানায়। তিনি তাদের বলেন, তোমরা সফরের খরচাদি নিয়ে এসো। তার নির্দেশ অনুসারে খরচাদি আনা হলে তিনি সেগুলো সিন্দুকে রেখে তালা ঝুলিয়ে দেন।

এরপর একটি বাহন ভাড়া করেন। তাদেরকে মারও থেকে বাগদাদে নিয়ে যান। নিজের অর্থায়নে তাদের সকল প্রয়োজন পুরা করেন। উন্নত ও উপাদেয় খাবারের ব্যবস্থা করেন। উৎকৃষ্ট মানের মিষ্টান্ন সরবরাহ করেন। অবশেষে তাদেরকে সাড়ম্বরে বাগদাদ থেকে মদীনা মুনাওয়ারা নিয়ে যান। এরপর প্রত্যেককে আলাদা করে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার পরিবার তোমাকে মদীনা থেকে কী নিয়ে যেতে বলেছে? প্রত্যেকে তার প্রয়োজনের কথা বললে তিনি নিজে সেগুলো ক্রয় করে দেন।

এরপর তিনি হজ পালনের জন্য তাদের মক্কায় নিয়ে আসেন। হজ পালন শেষ হলে প্রত্যেককে পুনরায় আলাদা করে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার পরিবার মক্কা থেকে কী কী জিনিস নিয়ে যেতে বলেছে? তারা তাদের পরিবারের চাহিদার কথা বললে তিনি নিজের অর্থায়নে সেগুলো তাদের কিনে দেন।

সবশেষে তাদের নিয়ে মক্কা থেকে মারও-এর উদ্দেশ্যে রওনা করেন। পথিমধ্যে তাদের জন্য অকাতরে ব্যয় করেন। তাদের ঘরবাড়ি সাজিয়ে দেন। তিনদিন অতিবাহিত হওয়ার পর তাদের জন্য ভোজসভার আয়োজন করেন। সবাইকে কাপড়-চোপড় উপহার দেন। ভ্রমণ, পানাহার ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে তারা পরিতৃপ্ত হলে তিনি সিন্দুকটি আনতে বলেন এবং প্রত্যেককে তার থলে ফিরিয়ে দেন।[১]

দুই

যায়েদ ইবনু আসলাম তার পিতা আসলাম থেকে বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা তাকে বলেন, হে আবু খালিদ,[২] আমি আমীরুল মুমিনীন উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দেখেছি, তিনি তোমাকে যেভাবে সঙ্গে রাখতেন, সেভাবে তোমার অন্য কোনো সাথীকেই রাখতেন না। তিনি এমন কোনো সফরে বের হতেন না, যে সফরে তুমি তার সাথে ছিলে না। তুমি তার বিষয়ে আমাকে কিছু বলো। তখন আসলাম বললেন, তিনি ছিলেন মুসলিম উম্মাহর জন্য বটবৃক্ষের ন্যায় ছায়াদানকারী অভিভাবক। তিনি আমাদের বাহন প্রস্তুত করতেন। নিজেই তার মালামাল বাহনে তুলতেন। কোনো একরাতে আমরা অবসর বসে ছিলাম, অথচ তিনি আমাদের বাহনে জিন[৩] বাঁধছিলেন।

তিন

মুসআব ইবনু আহমাদ ইবনি মুসআব থেকে বর্ণিত, আবু মুহাম্মাদ আল-মারওয়াযী রাহিমাহুল্লাহ একবার বাগদাদ আগমন করেন। তার গন্তব্য ছিল মক্কা-মুকাররমা। আমি সেই সফরে তার সফরসঙ্গী হতে চাচ্ছিলাম। তাই আমি তার নিকট এসে সফরসঙ্গী হবার আবেদন করি; কিন্তু তিনি আমার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। এভাবে টানা তিন বছর আমার সফরসঙ্গী হওয়ার আবেদন এবং তার প্রত্যাখ্যান চলতে থাকে।

চতুর্থ বছর আবারও আবেদন জানালে তিনি বললেন—

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৮/৩৫৫, ৩৫৬

[২] আসলাম এর উপনাম। তিনি উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর গোলাম ছিলেন।

[৩] ঘোড়া বা উটের পিঠে বসার গদি বিশেষ। যা সাধারণত চামড়া, কাপড় বা সুতার হয়ে থাকে।

: একটি শর্তের ভিত্তিতে তোমাকে সফরসঙ্গী করা যেতে পারে।

: আমাদের একজন আমীর হবে। অপরজন তার বিরোধিতা করতে পারবে না।

: আপনিই তো আমীর।

: না; বরং তুমি আমীর।

: আপনি তো বয়সে বড় ও গুণে মহৎ।

: তাহলে তুমি আমার অবাধ্য হবে না?

: আচ্ছা, ঠিক আছে।

উপর্যুক্ত শর্ত মেনে আমি তার সাথে রওনা হই। খাবার উপস্থিত হলে খাবার-গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি আমাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছিলেন; বরং পুরোটাই আমাকে দিচ্ছিলেন। আমি তার সামনে সামান্য খাবার পেশ করলেও তিনি বলতেন, আমি কি তোমাকে এই শর্তে সফরসঙ্গী করিনি যে, তুমি আমার অবাধ্য হবে না?

এভাবেই আমাদের সফর চলতে থাকে। ফলে আমি তার সঙ্গী হওয়ার কারণে লজ্জিত হই। কেননা, তিনি নিজেকে কষ্ট দিচ্ছিলেন। সফররত অবস্থায় কোনো কোনোদিন আমরা প্রবল বৃষ্টির কবলে পড়তাম। তখন তিনি আমাকে বলতেন, আবু আহমাদ, আশেপাশে মাইলস্টোন আছে কি না, খোঁজ করো তো। এরপর আমাকে বলতেন, তুমি এর গোড়ায় বসে যাও। আমাকে বসিয়ে তিনি তার দুই হাত মাইলস্টোনের ওপর রেখে আমার ওপর ঝুঁকে থাকতেন এবং একটি চাদরে আবৃত হয়ে আমাকে বৃষ্টি থেকে বাঁচাতেন।

ফলে আমি সিদ্ধান্ত নিই যে, তার সাথে আর কখনই সফরে বের হব না। কারণ, এক্ষেত্রে তিনি নিজেকেই কষ্ট দিয়ে থাকেন। মক্কা পৌঁছানো পর্যন্ত এ রকমই চলতে থাকে। তার ওপর আল্লাহ তাআলার অবারিত রহমত বর্ষিত হোক।[১]

চার

বিলাল ইবনু সাদ এমন ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন—যিনি আমির ইবনু আব্দিল্লাহ তামীমীকে রোম শহরে দেখেছেন। তিনি বলেন, আমিরের কাছে একটি খচ্চর

---

[১] *সিফাতুস সাফওয়া* : ৪/১৪৮, ১৪৯

ছিল। তিনি এবং তার সঙ্গী—মুহাজিরগণ পালাক্রমে খচ্চরটিতে আরোহণ করতেন। বিলাল বলেন, যখন তিনি তার কোনো সহযোদ্ধাকে বিদায় জানাতেন, তাকে ভালো করে চিনে রাখতেন। এরপর যখনই কোনো সফরে তাদের সাথে দেখা হতো, অনেক খুশি হতেন এবং শর্ত দিতেন যে, তিনি তাদের খেদমত করবেন। তাদের দাওয়াত দেবেন এবং তাদের পেছনে নিজের শ্রম ব্যয় করবেন।[১]

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৪/১৭

একবিংশ অধ্যায়

মানুষের অধিকার আদায়ে সালাফগণের নিষ্ঠা

এক

আউফ ইবনু হারিস রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বলতে শুনেছি, উম্মু হাবিবা রাযিয়াল্লাহু আনহা আমাকে তার মৃত্যুশয্যায় ডেকে বলেন, আমাদের মাঝে এমন অনেক কিছুই ঘটেছিল, যা সাধারণত সতীনদের মধ্যে ঘটে থাকে। সুতরাং, সে-সবের জন্য আল্লাহ তাআলা তোমাকে এবং আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি বললাম, আল্লাহ আপনাকে পরিপূর্ণরূপে ক্ষমা করুন এবং সে-সবের পাপবোধ থেকে পরিত্রাণ দান করুন। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাকে খুশি করুন, যেভাবে তুমি আমাকে খুশি করেছ। এরপর উম্মু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে সংবাদ পাঠিয়ে তাকেও উপস্থিত করেন এবং তাকেও একই কথা বলেন।[১]

দুই

লাইস ইবনু সাদ এবং অন্য এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, একদা জনৈক শাসক ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমার নিকট লিখিত আবেদন করল যে, আপনার যত ইলম আছে, তা আমাকে লিখে দিন। ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা তাকে লিখে দিলেন, ইলম তো অনেক আছে। তবে তোমার এত ইলমের দরকার নেই; বরং

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ২/২২৩

তুমি যদি অন্যায় রক্তপাত থেকে বেঁচে থাকতে পারো, মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করা থেকে বিরত থাকতে পারো, মানুষকে অসম্মান করা থেকে জিহ্বা সংযত রাখতে পারো এবং মুসলিমদের জামাআতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারো, তবে তাই করো।[১]

তিন

আতা ইবনু আবি রাবাহ রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, উমার ইবনু আব্দিল আযীযের স্ত্রী—ফাতিমা আমাকে বলেন, আমি একবার উমার ইবনু আব্দিল আযীযের ঘরে প্রবেশ করে দেখি, তিনি অশ্রুভেজা চোখে, গালে হাত দিয়ে জায়নামাজে বসে আছেন। আমি বললাম, আমীরুল মুমিনীন, কিছু হয়েছে কি? তিনি বললেন, ফাতিমা, আমি তো উম্মতে মুহাম্মাদীর সকল দায়িত্ব নিয়েছি। আমি যখন হতদরিদ্র, ক্ষুধার্ত, রোগাক্রান্ত, বস্ত্রহীন, নির্যাতিত, নিপীড়িত, হতভাগ্য, অসহায়, বৃদ্ধ এবং উদ্বাস্তুদের ব্যাপারে চিন্তা করি, তখন উপলব্ধি করি যে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন আমাকে এদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং ওই মামলায় আমার বিবাদী হবেন স্বয়ং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আমি ভয় করছি যে, ওই মামলায় আমার পক্ষে কোনো দলিল থাকবে না। তাই আমি নিজের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এজন্যই কান্নাকাটি করছি।[২]

চার

মুসা ইবনু উতবা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, ইয়ায ইবনু গানাম যখন গভর্নর হলেন, তখন তার আত্মীয়দের মধ্য থেকে একটি দল উপঢৌকনের আশায় তার দরবারে এলো। তিনি সহাস্যচিত্তে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। মেহমান হিসেবে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। অনেক যত্নআত্তি করলেন। তারা কয়েকদিন সেখানে থাকল। একপর্যায়ে উপঢৌকনের ব্যাপারে ইয়ায-এর সাথে আলোচনা করল। তারা বলল, উপঢৌকনের আশায় এত কষ্ট করে এখানে এসেছে তারা। তারা ছিল পাঁচজন। ইয়ায তাদের প্রত্যেককে দশ দিনার করে উপহার দিলেন; কিন্তু তারা সেটা ফিরিয়ে দিল এবং রাগান্বিত হয়ে গালমন্দ করতে লাগল। তখন তিনি বললেন, শোনো, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের আত্মীয়তা

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ২/২২৩

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৫/১৩১-১৩

অস্বীকার করি না, তোমাদের অধিকারকেও না। আমি স্বীকার করি, তোমরা অনেক কষ্ট করে এখানে এসেছ; কিন্তু আল্লাহ সাক্ষী, আমার একটা গোলাম ও অন্যান্য তৈজসপত্র বিক্রি করে যা-কিছু পেয়েছি, সবই তোমাদের হাতে তুলে দিয়েছি। অতএব, তোমরা আমাকে ক্ষমা করো। আমার অক্ষমতা বোঝার চেষ্টা করো।

তারা বলল, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা না করুন। তুমি হচ্ছো পুরো অর্ধ শামের গভর্নর, অথচ তুমি আমাদের এত সামান্য উপহার দিচ্ছ যে, এগুলো নিয়ে আমাদের পরিবার পর্যন্ত পৌঁছানোই দুষ্কর। তিনি বললেন, তাহলে কি তোমরা আমাকে আল্লাহর মাল চুরি করতে বলছ? আল্লাহর কসম, আমি এক পয়সার খেয়ানত কিংবা আল্লাহর মালে সামান্যতম সীমালংঘন করার চেয়ে করাতের নিচে দু'ভাগ হয়ে যাওয়াই অধিক পছন্দ করি।

তারা বলল, আচ্ছা ঠিক আছে। তোমার ক্ষেত্রে না-হয় মেনে নিলাম; কিন্তু তুমি তো আমাদের কাজ দিতে পারো। আমরা অন্যদের মতো কাজ আঞ্জাম দেব। তুমি আমাদের জন্য ভাতা চালু করে দেবে। আর আমাদের অবস্থা তো জানো, ভাতা হিসেবে যা দেবে তার থেকে এক পয়সাও বাড়তি নেব না।

ইয়াজ বললেন, কসম আল্লাহর, আমি তোমাদের অত্যন্ত সম্মান এবং শ্রদ্ধার চোখে দেখি; কিন্তু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে যখন সংবাদ যাবে, আমি আমার আত্মীয়দের প্রশাসনে নিয়োগ দিয়েছি, তখন তিনি আমাকে দোষারোপ করবেন। তিরস্কার করবেন। তারা বলল, কেন করবেন? তোমাকেও তো আবু উবায়দা নিয়োগ করেছে, অথচ তুমি আবু উবায়দার আত্মীয়। উমার তো তোমাকে বহাল রেখেছেন। তুমি আমাদের নিয়োগ করলে সেটাও তিনি বহাল রাখবেন। তিনি বললেন, উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আবু উবায়দা যতটা কাছের এবং সম্মানের লোক আমি ততটা নই। এবার নিন্দুকের দল সেখান থেকে বিদায় হলো।[১]

পাঁচ

সুলাইমান আত-তাইমী থেকে বর্ণিত, ইমাম আহনাফ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমার তিনটি গুণ আছে, যা আমি যোগ্য লোক ছাড়া অন্য কাউকে বলি না—

(১) আমাকে ডেকে নেওয়া ছাড়া আমি কখনই বাদশার দরবারে যাই না।

[১] *সিফাতুস সাফওয়া* : ১/২৬৯-২৭০

(২) দুজন ব্যক্তি কথা বলতে থাকলে তাদের কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি তাদের মাঝে প্রবেশ করি না।

(৩) কোনো ব্যক্তি আমার সামনে থেকে চলে গেলে আমি তার ভাল বৈ মন্দ আলোচনা করি না।[১]

ছয়

তিনি আরও বলেন, যখন কেউ আমার সাথে বিতর্ক করতে আসে, তখন আমি বেশকিছু বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখি—

যদি সে আমার চেয়ে বড় কেউ হয়, তাহলে আমি তাকে সম্মান করি। যদি আমার চেয়ে ছোট হয়, তবে আমি তার ওপর আমার সম্মান তুলে ধরি। আর যদি সে আমার সমপর্যায়ের হয়, তাহলে নিজেকে প্রাধান্য দিই। তিনি আরও বলেন, আমি সহনশীল নই; কিন্তু আমি সহনশীলতার ভান করে থাকি।[২]

সাত

হিশাম ইবনু উকবা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একদিন আমি আহনাফ ইবনু কায়েসকে দেখলাম, তিনি এক গোত্রের রক্তপণ আদায় সংক্রান্ত সালিশে উপস্থিত হয়েছেন। বাদীপক্ষকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা তোমাদের দাবি উত্থাপন করো। তারা বলল, আমরা হত্যার ক্ষতিপূরণস্বরূপ দুইটি রক্তমূল্য চাই। তিনি বললেন, আচ্ছা পাবে।

অতঃপর সবাই শান্ত হয়ে বসলে তিনি বললেন, তোমরা যা চেয়েছ, আমি তা তোমাদের দিচ্ছি; কিন্তু শুনে রাখো, হত্যার ক্ষতিপূরণস্বরূপ আল্লাহ একটি রক্তমূল্যের ফয়সালা করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এই ফয়সালা দিয়েছেন। আরবদের মাঝেও এক রক্তমূল্যের প্রচলন রয়েছে। আজ তো তোমরা বাদী! আমার আশঙ্কা হয়, ভবিষ্যতে যদি কখনও তোমরা বিবাদী হও, তখন তারাও সেই বিধান অনুসারেই বিচার চাইবে, যে-বিধান আজ তোমরা উদ্ভাবন করে চলেছ।

একথা শুনে তারা বলল, আচ্ছা, তাহলে এক রক্তমূল্যই দিন।[৩]

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৪/৯২

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৪/৯২

[৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৪/৯৩

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ভুল সংশোধনে সালাফদের নীতি

এক

উরওয়া বর্ণনা করেন, মিসওয়ার ইবনু মাখরামা রাহিমাহুল্লাহ আমাকে বলেছেন, একবার তিনি মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আসেন। ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণ করেন। অতঃপর মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে একান্ত আলাপচারিতায় ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করেন, মিসওয়ার, আমার নেতৃত্ব নিয়ে তোমার কী কী আপত্তি রয়েছে? মিসওয়ার বলেন, আচ্ছা বাদ দিন। সেগুলো নিয়ে এখন আলাপ করার প্রয়োজন নেই। মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, না। দয়া করে তুমি আমাকে সে-সব বিষয় সম্পর্কে অবহিত করো, যে-সব বিষয়ে তুমি আমার নিন্দা করো।

মিসওয়ার বলেন, তখন আমি যতগুলো বিষয়ে তার নিন্দা করি, তিরস্কার করি, সবগুলো তাকে বলে দিই। মুআবিয়া বলেন, আমি স্বীকার করি যে, আমি গুনাহ থেকে মুক্ত নই; কিন্তু তুমি কি আমার সে-সব কাজ বিবেচনা করবে না, যেগুলো আমি কেবল জনকল্যাণে করেছি? নাকি শুধু আমার দোষগুলো নিয়েই পড়ে থাকবে আর অনুগ্রহগুলো এড়িয়ে যাবে? অথচ পুণ্যময় কাজের সওয়াব দশগুণ বৃদ্ধি করা হয়!

মিসওয়ার বলেন, সাধারণত দোষগুলোই তো আলোচনা করা হয়! তখন তিনি বললেন, আমি যে-সকল পাপ করেছি, সেগুলো আমি আল্লাহর কাছে স্বীকার করি;

কিন্তু তুমি ভেবে দেখো তো, তোমার কি এমন কোনো পাপ নেই, যেটা মাফ না করলে তুমি ধ্বংস হবে বলে আশঙ্কা করো? মিসওয়ার বললেন, হ্যাঁ আছে। তখন তিনি বললেন, তাহলে শুনে রাখো, আল্লাহ তাআলা ক্ষমার আশার ক্ষেত্রে তোমাকে আমার চেয়ে অধিক হকদার বানাননি।

আল্লার কসম! আমি তোমার চেয়ে অনেক বেশি জনকল্যাণমূলক কাজ করেছি। যখনই আমার কাছে আল্লাহ বা গাইরুল্লাহকে বেছে নেওয়ার সুযোগ এসেছে, আমি সর্বদা আল্লাহকেই বেছে নিয়েছি। আমি এমন এক ধর্মের অনুসারী, যেখানে আমল কবুল করা হয়। সাওয়াব দ্বারা তার প্রতিদান দেওয়া হয় এবং শুধুমাত্র সে-সব পাপের শাস্তি দেওয়া হয়, যেগুলো ক্ষমা করা হয়নি। মিসওয়ার বলেন, এক কথায় তিনি আমাকে বাকরুদ্ধ করে দেন।

উরওয়া বলেন, আমি মিসওয়ারকে দেখেছি, যখনই মুআবিয়া সম্পর্কে আলোচনা করতেন, তার জন্য দুআ করতেন।[১]

দুই

মাইমুন ইবনু মিহরান রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাসকে বলতে শুনেছি, কোনো ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে জানতে পারলে আমি তাকে তিন স্তরের যে কোনো একটি স্তরে রাখি—

- যদি সে আমার চেয়ে বড় কেউ হয়, তবে আমি তাকে সম্মান করি।
- যদি আমার সমসাময়িক কেউ হয়, তবে আমি নিজেকে তার ওপর প্রাধান্য দিই।
- আর যদি সে আমার চেয়ে ছোট হয়, তবে তার কথার দিকে ভ্রুক্ষেপই করি না।

এটাই আমার স্বভাব। যদি এটা কারও পছন্দ না হয়, তাহলে সে আমার থেকে দূরে থাকতে পারে।[২]

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৩/১৫১-১৫৩

[২] *সিফাতুস সাফওয়া* : ১/৭৫৪

তিন

আবু কিলাবা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তোমার কাছে কারও নিন্দনীয় দোষ বা অপ্রীতিকর কাজের সংবাদ এলে তার কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করো। যদি কোনো কারণ খুঁজে না পাও, তবে নিজেকে বোঝাও যে, হয়তো এর পেছনে আমার ভাইয়ের কোনো যৌক্তিক অজুহাত আছে, যেটা আমার জানা নেই।[১]

চার

রজা ইবনু হাইওয়া রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, যে-ব্যক্তি বেছে বেছে এমন লোকদের বন্ধু বানায়, যাদের মধ্যে কোনো দোষ নেই, তার বন্ধু-তালিকা একেবারেই সংক্ষিপ্ত হয়।

যে-ব্যক্তি তার বন্ধুদের কাছ থেকে সব সময় ভালো ব্যবহারের আশা করে, তার রাগ দীর্ঘস্থায়ী হয়।

আর যে-ব্যক্তি কথায় কথায় সবার নিন্দা করে বা দোষ ধরে, তার শত্রু বৃদ্ধি পায়।[২]

পাঁচ

আবু ইয়াকুব আল-মাদানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হাসান ইবনু হাসান এবং আলী ইবনু হুসাইনের মধ্যে কিছুটা সমস্যা চলছিল। সেই সূত্রে একদিন হাসান ইবনু হাসান আলী ইবনু হুসাইন-এর কাছে আসেন। আলী তখন সহচরদের সাথে মসজিদে অবস্থান করছিলেন। হাসান এসে তাকে ভালোমন্দ অনেক কথা শুনিয়ে যান; কিন্তু আলী তার কোনো কথারই উত্তর দেন না। ফলে একরকম বিরক্ত হয়েই হাসান সেখান থেকে প্রস্থান করেন।

রাতের বেলা হাসানের বাড়িতে যান আলী। দরজায় টোকা দিতেই হাসান বেরিয়ে আসেন। আলী বলেন, 'প্রিয় ভাই, তুমি আমাকে আজ যা যা বলেছ, সে বিষয়ে যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তবে আল্লাহ আমাকে মাফ করুন। আর যদি মিথ্যাবাদী হও, তবে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। আসসালামু আলাইকুম!'

---

[১] *সিফাতুস সাফওয়া* : ৩/২৩৮

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৪/৫৫৮

এ কথা বলেই তিনি ফিরে চলেন। এদিকে হাসান তার পিছু পিছু ছুটতে থাকেন। এক সময় আলীর নাগাল পেয়ে তাকে পেছন দিক থেকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন এবং কাঁপা কাঁপা স্বরে বললেন, আমি শপথ করছি যে, আপনি যে-সব বিষয় পছন্দ করেননি, তা আমি আর কখনই পুনরাবৃত্তি করব না। তখন আলী বলেন, আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি আমাকে যা যা বলেছ, সেগুলোর জন্য আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।[১]

ছয়

সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই দুনিয়া একটি তুচ্ছ বিষয়। তুচ্ছ ব্যক্তিরাই দুনিয়ার দিকে ধাবিত হয়। তবে তাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো সে, যে অন্যায়ভাবে দুনিয়া গ্রহণ করে, অকারণে কামনা করে এবং অপাত্রে ব্যয় করে।[২]

সাত

মালিক ইবনু আনাস থেকে বর্ণিত, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এমন কোনো ভদ্র আলিম অথবা সম্মানিত ব্যক্তি নেই, যার মধ্যে কোনো দোষ নেই; কিন্তু মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যই আছে, যাদের দোষগুলো আলোচনা না করাই শ্রেয়। তারা হচ্ছে ওই সকল লোক, যাদের দোষের তুলনায় গুণ বেশি। এত বেশি যে, তাদের গুণগুলো দোষগুলোকে ঢেকে রেখেছে।[৩]

আট

ইমাম যাহবী রাহিমাহুল্লাহ কাতাদা ইবনু দিআমা আস-সাদুসীর জীবনীতে উল্লেখ করেন—

তিনি সর্বসম্মতিক্রমে সে-সব বর্ণনার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য ছিলেন, যেগুলো তিনি নিজ কানে শুনেছেন বলে প্রমাণিত। কারণ, হাদীস বর্ণনায় তিনি একজন মুদাল্লিস[৪] হিসেবে প্রসিদ্ধ।

---

[১] *সিফাতুস সাফওয়া* : ২/৯৪

[২] *সিফাতুস সাফওয়া* : ২/৮১

[৩] *সিফাতুস সাফওয়া* : ২/৮১

[৪] যিনি হাদীস বর্ণনা করার সময় উক্ত হাদীস যে-শাইখের কাছ থেকে শুনেছেন তার নাম সরাসরি উল্লেখ না করে সে-শাইখ হাদীসটি যার কাছ থেকে শুনেছেন তার নাম উল্লেখ করেন—এমন ব্যক্তিকে হাদীসের পরিভাষায় 'মুদাল্লিস' বলা হয়।

তিনি কাদরিয়া মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। আমরা আল্লাহর নিকট তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

এতদসত্ত্বেও কেউ তার সত্যবাদিতা, ন্যায়-পরায়ণতা ও স্মরণশক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেনি। আল্লাহ তাআলা হয়তো সে-সব ব্যক্তিবর্গের বিচ্যুতি ক্ষমা করবেন, যারা আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব এবং পবিত্রতা প্রমাণের জন্য বিদআত-সদৃশ কাজ করেছেন এবং নিজেদের শ্রম ব্যয় করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রজ্ঞাময়, ন্যায়পরায়ণ এবং বান্দার ব্যাপারে সূক্ষ্মদর্শী। তিনি যা করেন, সে ব্যাপারে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না।

কোনো ইমামের যথাযথ সিদ্ধান্ত প্রসিদ্ধি লাভ করলে, ন্যায়-নিষ্ঠা ও সত্যপ্রীতি সুবিদিত হলে, সুগভীর জ্ঞানের কথা মানুষের মুখে মুখে চর্চিত হতে থাকলে এবং তার সততা, বুদ্ধিমত্তা ও স্মরণশক্তি প্রবাদে পরিণত হলে আমরা কিছুতেই তাকে ভ্রান্ত বলব না। আবার একেবারে ছেড়েও দেব না। তার গুণগুলো উপেক্ষা করব না। আবার তার বিদআত ও ভুলগুলোর অনুসরণও করব না। অধিকন্তু আমরা তার জন্য ক্ষমার দুআ ও আশা করব।[১]

নয়

আলী ইবনুল মাদীনী থেকে বর্ণিত, আমি সুফিয়ান আস-সাওরী রাহিমাহুল্লাহকে বলতে শুনেছি, ইবনু আইয়্যাশ আল-মানতাওয়াফ একবার উমার ইবনু যরের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগেন। যত্রতত্র তার দোষ বলে বেড়ান। তাকে গালমন্দ করেন। এমতাবস্থায় একদিন উমার তার সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন, হে প্রিয়, আমাকে গালমন্দ করার ক্ষেত্রে বেশি বাড়াবাড়ি করো না। সংশোধনের কিছুটা জায়গাও রেখো। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ তাআলার যতটা আনুগত্য করি, তার তুলনায় আল্লাহর অবাধ্য বান্দার সাথে সামঞ্জস্য কম রাখি।[২]

দশ

আবদান ইবনু উসমান থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, কোনো ব্যক্তির দোষের চেয়ে গুণ অনেক বেশি থাকলে তার দোষগুলো আলোচনা করা উচিত নয়। অনুরূপ কোনো ব্যক্তির গুণের তুলনায় দোষ অনেক বেশি থাকলে তার গুণ আলোচনা করা উচিত নয়।[৩]

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৫/২৭১
[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৬/৩৮৮-৩৮৯
[৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৮/৩৯৮

এগারো

ইউনুস আস সাদাফী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি ইমাম শাফিয়ী রাহিমাহুল্লাহুর চেয়ে অধিক জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান আর কাউকে দেখিনি। একবার একটি মাসআলা নিয়ে তার সাথে আমার বিতর্ক হয়। বিতর্কের পর তিনি আমার সাথে আলাদাভাবে সাক্ষাৎ করেন এবং হাত ধরে বলেন, আবু মুসা, আমরা যদি কোনো মাসআলার ক্ষেত্রে একমত নাও হতে পারি, তবুও কি আমাদের ভাই ভাই হয়ে থাকা উচিত নয়?[১]

তেরো

ইউনুস ইবনু আব্দিল আ'লা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একদা ইমাম শাফিয়ী রাহিমাহুল্লাহ আমাকে বললেন, ইউনুস, তোমার কোনো বন্ধুর থেকে অপ্রীতিকর কোনো আচরণ প্রকাশ পেলে অথবা সংবাদ এলে, তার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ বা তার থেকে বন্ধুত্ব ছিন্ন করার ব্যাপারে সাবধান থাকবে। কেননা, এমন করলে তুমি সে-সব লোকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, যারা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে সম্পর্ক ও বিশ্বাস নষ্ট করে ফেলে।

কাজেই সম্পর্ক ও বিশ্বাস অটুট রাখতে চাইলে, সেই বন্ধুর সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎ করবে। তাকে জিজ্ঞেস করবে, 'তোমার ব্যাপারে যে-সংবাদ এসেছে, তা কি সত্য? সে যদি সংবাদ অস্বীকার করে, তবে তাকে বলবে যে, 'তুমি সত্যবাদী। তুমি পবিত্র।' এর বেশি কিছু বলার দরকার নেই। যে ব্যক্তি সংবাদ দিয়েছে, তার নাম বলার তো মোটেই অবকাশ নেই।

পক্ষান্তরে সে যদি অভিযোগ স্বীকার করে, তাহলে তার কৃত আচরণের জন্য যৌক্তিক কোনো কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে এবং তাকে অক্ষম মনে করবে। যদি কোনো কারণ খুঁজে বের করতে না পারো, তবে তাকে বলবে যে, তোমার ব্যাপারে আমার কাছে যে সংবাদ এসেছে, সে ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কী? সে যদি কোনো কারণ উল্লেখ করে, তবে তা গ্রহণ করবে। আর যদি কোনো কারণ উল্লেখ করতে না পারে এবং তাকে দোষী সাব্যস্ত করা ছাড়া আর কোনো উপায় না থাকে, তবেই কেবল তাকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারবে।

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১০/১৬

এরপর তোমার সামনে দুটি পথ খোলা থাকবে। তুমি চাইলে কোনোরকম বাড়াবাড়ি না করে তার সাথে যথোপযুক্ত আচরণ করতে পারো। আবার চাইলে ক্ষমাও করে দিতে পারো। তবে মনে রাখবে, ক্ষমা করা তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী এবং অতি সম্মানজনক।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

অন্যায়ের প্রতিদান সমপরিমাণ অন্যায় দ্বারা দেওয়া যেতে পারে। তারপরও যে-ব্যক্তি ক্ষমা করে দেয় এবং আপসে নিষ্পত্তি করে, তার প্রতিদান মহান আল্লাহ দান করবেন।[১]

এখন যদি তার দোষ অনুযায়ী আচরণ করতে দ্বিধায় ভুগে থাকো, তবে তোমার প্রতি ইতিপূর্বে তার যত অনুগ্রহ ছিল, সেগুলো স্মরণ করবে এবং তার এই দোষের প্রতিদানে তার প্রতি অনুগ্রহ করবে; কিন্তু খবরদার, এই অপরাধের কারণে তার পূর্ববর্তী অনুগ্রহ উপেক্ষা করবে না। কেননা, সেটা স্পষ্টতই কৃতঘ্নতা ও জুলুম।

আর মনে রাখবে, কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেলে সেটা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করবে। কারণ, বন্ধুত্ব করা কঠিন, টিকিয়ে রাখা আরও কঠিন; কিন্তু ত্যাগ করা খুবই সহজ।[২]

চৌদ্দ

ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ স্পেনের শাসক 'নাসির লি দ্বীনীল্লাহ'-এর জীবনীতে লেখেন, আমি পূর্ববর্তীদের জীবন-চরিতের সঙ্গে তার জীবন-চরিতও উল্লেখ করেছি। তবুও বেশকিছু প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের জন্য তার জীবনীর কিয়দাংশ পুনরাবৃত্তি করছি—

যে-ব্যক্তি জিহাদের ময়দানে বীরত্বের সঙ্গে মাথা উঁচু করে রাখে, তার ত্রুটিগুলো সবার কাছে সহজ ও ক্ষমার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়।[৩] পক্ষান্তরে যে-ব্যক্তি জিহাদ

[১] সূরা শূরা, আয়াত : ৪০
[২] *সিফাতুস সাফওয়া* : ২/২৫২-২৫৩
[৩] যদিও প্রকৃত ব্যাপারটি মহান আল্লাহর হাতেই ন্যস্ত থাকে।

পরিত্যাগ করে, প্রজাদের ওপর জুলুম করে এবং রাজকোষ লুট করে, তার সামান্য অপরাধও ক্ষমার অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। অধিকন্তু মহান আল্লাহও তাকে পাকড়াও করার অপেক্ষায় থাকেন।[১]

পনেরো

হুসাইন ইবনু জুনাইদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইয়াহ্ইয়া ইবনু মায়ীনকে বলতে শুনেছি, আমরা এমন এক প্রজন্মের সমালোচনা করছি, যারা হয়তো আরও দুইশ বছর আগেই জান্নাতে গিয়ে তাদের বাহনের জিন খুলে রেখেছেন। [২]

ইবনু মাহরাওয়াই বলেন, আমি একদিন আব্দুর রহমান ইবনু আবি হাতিমের কাছে যাই। তিনি তখন ছাত্রদের 'আল-জারহ ওয়াত তাদীল'[৩]-এর একটি কিতাব পড়াচ্ছিলেন। আমি তাকে ইয়াহ্ইয়ার উপর্যুক্ত কথাটি শোনালে তিনি কেঁদে ফেলেন। তার হাত কাঁপতে কাঁপতে কিতাবখানা নিচে পড়ে যায়। এরপরও তিনি কাঁদতেই থাকেন এবং কথাটি আবারও শুনতে চান।[৪][৫]

ষোলো

ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনিশ শাফিয়ীর জীবনীতে লেখেন—

গোঁড়া শিয়া, হানাবেলা, আশায়েরা[৬], মুরজিয়া, জাহমিয়া ও কাররামিয়াদের উৎপাতে সারা দুনিয়ায় আজ তোলপাড় চলছে। তাদের সংখ্যাও দিনদিন বৃদ্ধি

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১৫/৫৬৪

[২] ইমাম যাহাবী বলেন, সম্ভবত কথাটা 'একশ বছর' হবে। কারণ, ইয়াহ্ইয়ার সময় থেকে তাদের পর্যন্ত দুইশ বছর অতিবাহিত হয়নি।

[৩] আল-জারহ ওয়াত তাদীল বলতে হাদীস বর্ণনাকারীগণের গ্রহণযোগ্যতা এবং অগ্রহণযোগ্যতা নির্ণয়করণ বোঝায়।

[৪] ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সম্ভবত পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করছিলেন। অন্যথায় দুর্বল রাবীদের ক্ষেত্রে পরহেজগার সমালোচকের কথা তো দ্বীনের জন্য কল্যাণকামিতা এবং সুন্নাহর জন্য প্রতীরক্ষাস্বরূপ!

[৫] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১৩/১৬৮

[৬]মোটাদাগে হাম্বলী ও আশয়ারীরা আহলুস সুন্নাহ'র অন্তর্ভুক্ত। এখানে তাদের নির্দিষ্ট একটি অংশকে বোঝানো হয়েছে, যারা সুস্পষ্টভাবে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত।

পাচ্ছে। তাদের মাঝে অনেক দুনিয়াবিমুখ আবেদ ও আলিমও আছে। তন্মধ্যে তাওহীদের বিশ্বাসীদের জন্য আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই। কুমন্ত্রণা ও বিদআত থেকে তাঁর কাছে আশ্রয় চাই। সুন্নাহ ও সুন্নাহর অনুসারীদের ভালোবাসি। আমরা তাদের আলিমদের আল্লাহর আনুগত্য ও প্রশংসনীয় গুণাবলির জন্য ভালোবাসি। গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যাকৃত বিদআতও আমরা পছন্দ করি না। কারণ, সুন্নাহসম্মত স্বীকৃত আমলই গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হয়ে থাকে।[১]

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ২০/৪৫-৪৬

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

আলিমগণের প্রতি সালাফদের সম্মানপ্রদর্শন

এক

আবু ওয়ায়েল থেকে বর্ণিত, একবার আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহুমা জনৈক ব্যক্তিকে দেখেন যে, সে টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে কাপড় পরেছে। তাই তিনি লোকটিকে ডেকে বললেন, তুমি তোমার কাপড় টাখনুর ওপর উঠিয়ে নাও; কিন্তু সে বলল, আগে আপনি আপনার কাপড় উঠিয়ে নিন। তখন ইবনু মাসউদ বললেন, আমার টাখনুতে সমস্যা আছে। (ইমামতি করার সময় টাখনুর দিকে কারও চোখ পড়লে তার খারাপ লাগতে পারে। তাই ঢেকে রাখি।)

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু এই ঘটনা জানতে পেরে লোকটাকে ডেকে এনে শাস্তি দেন এবং বলেন, তোমার এত বড় সাহস! তুমি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদের কথার পাল্টা জবাব দাও![১]

দুই

ইবনু সালামা থেকে বর্ণিত, একবার যায়েদ ইবনু সাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহু আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমার নিকট আগমন করেন। তখন ইবনু আব্বাস

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১/৪৯১-৪৯২

রাযিয়াল্লাহু আনহুমা তাকে স্বাগত জানানোর জন্য উঠে দাঁড়ান এবং তার ঘোড়ার লাগাম ধরে রাখেন। যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন বলেন, হে রাসূলের[১] চাচাত ভাই, আপনি ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিন। তখন তিনি বলেন, আমরা তো আমাদের উলামায়ে কেরাম এবং বড়দের সাথে এমন আচরণই করে থাকি।[২]

তিন

ইবরাহীম ইবনু ইসহাক আল-হারবী থেকে বর্ণিত, আতা ইবনু আবি রাবাহ রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন মক্কার এক মহিলার গোলাম। তিনি দেখতে ছিলেন কুচকুচে কালো। তার নাক ছিল মটরশুঁটির মতো। একবার আমিরুল মুমিনীন—সুলাইমান ইবনু আব্দিল মালিক তার ছেলেদের নিয়ে আতা ইবনু আবি রাবাহ-এর কাছে আগমন করেন। তিনি তখন সালাত আদায় করছিলেন। আমিরুল মুমিনীন তার সালাত শেষ হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকেন। সালাত শেষ হলে তিনি আগন্তুকদের দিকে ঘুরে বসেন।

কিন্তু এমন সময় মানুষ তাকে হজের বিভিন্ন মাসআলা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুরু করে। অগত্যা তিনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে সাধারণ মানুষের দিকে ঘুরে বসেন। তখন সুলাইমান তার ছেলেদের উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমরা দাঁড়াও। তারা দাঁড়ালে আমিরুল মুমিনীন তাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, হে পুত্রদ্বয়, তোমরা ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ত্রুটি বা শৈথিল্য প্রদর্শন করবে না। কেননা, এই কালো গোলামের সামনে আমার এই অপমান আমি কখনই ভুলতে পারবো না।[৩]

চার

আশআস ইবনু শু'বা আল-মুসাইয়িসী থেকে বর্ণিত, একবার খলীফা হারুনুর রশীদ রাক্কা শহরে আগমন করেন। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহও তখন রাক্কা শহরে অবস্থান করছিলেন। একদিন তার সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে মানুষজন এসে রাক্কায় উপস্থিত হতে থাকে। তাদের জুতাগুলো এদিক-সেদিক পড়ে থাকে। তাদের পদচারণায় ধুলোবালি উৎক্ষিপ্ত হয়ে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে

---

[১] সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ২/৪৩৭

[৩] *সিফাতুস সাফওয়া* : ২/২১২

যায়। খলীফার এক বাঁদি সুউচ্চ প্রাসাদের ওপর থেকে এই দৃশ্য দেখে বিস্মিত হয়ে যায়। সে লোকজন ডেকে জিজ্ঞেস করে, কী হচ্ছে এখানে? এত মানুষের সমাগম কেন? তখন লোকজন বলে, খোরাসানের একজন প্রসিদ্ধ আলিম এখানে আগমন করেছেন। বাঁদি তখন বলে ওঠে, আল্লাহর কসম! এটা তো এমন এক রাজত্ব, হারুনুর রশিদের রাজত্ব যার সামনে কিছুই নয়। কারণ, হারুনুর রশিদের রাজ্যে তো পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবক ব্যতীত এত জনসমাগম কখনও হয় না।[১]

পাঁচ

রুসতাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আব্দুর রহমান ইবনু মাহদীকে বলতে শুনেছি, কোনো ব্যক্তি তার চেয়ে বড় কোনো আলিমের সাথে সাক্ষাৎ করলে সেই দিনটিকে যেন তার সৌভাগ্যের কারণ মনে করে।

তার সমপর্যায়ের কোনো আলিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে যেন তারা পরস্পরে জ্ঞানমূলক আলোচনা করে এবং তা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে।

আর তার চেয়ে ছোট কোনো আলিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সে যেন বিনয়ী হয় এবং তাকে নানান বিষয়ে শিক্ষাদান করে।

এমন কোনো ব্যক্তি যেন ইমাম বা দলপ্রধান না হয়, যে কিনা যা শোনে তাই বর্ণনা করে, নির্বিচারে সবার কাছ থেকে ইলম অর্জন করে অথবা ব্যতিক্রমী ও দুর্লভ রিওয়ায়াতগুলো বেশি বেশি বর্ণনা করে। ইমাম কেবল সেই হবে, যে একেবারে দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে কোনো বিষয় আয়ত্ত করে থাকে।[২]

ছয়

ইবনু বাশকুয়াল বলেন, আমি ইবনু আত্তাবের কিতাব থেকে বলছি, ইবরাহীম আল-হারবী একজন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান আলিম ছিলেন। তার কাছে যখন এই সংবাদ পৌঁছাল যে, তার শিষ্যরা তাকে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল থেকেও শ্রেষ্ঠতর মনে করছে এবং তার ওপর প্রাধান্য দিচ্ছে, তখন তিনি তাদের এ ব্যাপারে

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৮/৩৮৪

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৯/২০৩

জিজ্ঞেস করলেন। তারা এ কথা স্বীকার করে নিল। তখন তিনি বললেন, আমি যার সমপর্যায়ের নই এবং কখনও হতেও পারব না, সেই ব্যক্তির ওপর আমাকে প্রাধান্য দিয়ে তোমরা আমার ওপর জুলুম করেছ। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি আর কখনও তোমাদের কোনো ইলম শিক্ষা দেব না। অতএব, আজকের পর থেকে তোমরা কেউ কখনই আমার কাছে আসবে না।[১]

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১৩/৩৬৪

চতুর্বিংশ অধ্যায়

কথাবার্তায় সালাফগণের শিষ্টাচার

এক

মাইমুন ইবনু মিহরান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একবার একলোক সালমান ফার্সী রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এসে বলল, জনাব, আমাকে কিছু নসীহত করুন। তিনি বললেন—

: কারও সাথে কথা বলো না।

: মানুষের মাঝে বসবাস করব, অথচ কথা বলব না—এটা তো অসম্ভব?

: আচ্ছা, যদি কথা বলতেই হয়, তবে সত্য কথা বলবে অথবা চুপ থাকবে।

: আমাকে আরও কিছু নসীহত করুন।

: কখনও কারও ওপর রাগ করবে না।

: আমি এই সমস্যায় মারাত্মক রকম জর্জরিত। এতে আমার কোনোই নিয়ন্ত্রণ নেই।

: আচ্ছা, যদি রাগ করতেই হয়, তবে নিজের হাত ও মুখ নিয়ন্ত্রণে রাখবে।

: আরও কিছু নসীহত করুন।

: মানুষের সাথে মেলামেশা করো না।

: মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকব, কিন্তু তাদের সাথে কথা বলব না—এটা তো অসম্ভব?

: আচ্ছা, যদি মেলামেশা করতেই হয়, তবে সর্বদা জিহ্বা সংযত রাখবে এবং সবার প্রতি আমানতদারী রক্ষা করে চলবে।'[১]

দুই

মুআয ইবনু সাঈদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একবার আমরা আতা ইবনু আবি রাবাহ রাহিমাহুল্লাহর নিকট বসা ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তৎক্ষণাৎ আরেক ব্যক্তি হাদীসটি রদ করেন। দুইজনের এই সাংঘর্ষিক অবস্থা দেখে আতা বলেন, সুবহানাল্লাহ! এ কেমন আচরণ? এ কেমন ব্যবহার? আমিও তো এই লোকের হাদীস শুনছিলাম এবং চুপ থেকে তাকে এ কথা বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম যে, আমি তার চেয়ে বেশিকিছু জানি না। অথচ বাস্তবে আমি হাদীসটির শুদ্ধাশুদ্ধি সম্পর্কে তার চেয়ে বেশি জানি।[২]

তিন

উসমান ইবনু আসওয়াদ থেকে বর্ণিত, আমি একবার আতা রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম, ধরুন, এক লোক কোনো এক গোত্রের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গোত্রের লোকেরা তার নামে নানান নিন্দামূলক কথা বলছিল। এখন ওই কথাগুলো কি ওই লোকটাকে বলা যাবে? তিনি বললেন, 'না, বলা যাবে না; কারণ, মজলিসের কথাগুলো হচ্ছে আমানত।'[৩]

চার

ইমাম আওযায়ী রাহিমাহুল্লাহ থেকে আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ বর্ণনা করেন, একবার উমার ইবনু আব্দিল আযীয রাহিমাহুল্লাহ আমাদের নিকট একটি চিঠি লেখেন। মাকহুল এবং আমি চিঠিটি সংরক্ষণ করি। চিঠিতে লেখা ছিল—

---

[১] *সিফাতুস সাফওয়া* : ১/৫৪৯

[২] *সিফাতুস সাফওয়া* : ২/২১৪

[৩] *সিফাতুস সাফওয়া* : ২/২১৪

যে-ব্যক্তি মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করে, সে পার্থিব জীবনে খুব অল্পতেই সন্তুষ্ট হয়ে যায়। আর যে-ব্যক্তি নিজের কথাবার্তার হিসাব রাখে, তার অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা একেবারে কমে যায়। আসসালামু আলাইকুম।[১]

পাঁচ

ইয়ালা ইবনু উবায়েদ বলেন, একবার আমরা মুহাম্মাদ ইবনু সাওকার নিকট যাই। তিনি আমাদের লক্ষ্য করে বলেন, আজ আমি তোমাদের এমন একটি কথা বলব, যা হয়তো তোমাদের অনেক উপকারে আসবে। আমার জীবনে কথাটা প্রভূত উপকার বয়ে এনেছে।

অতঃপর তিনি বলেন, আতা ইবনু আবি রাবাহ রাহিমাহুল্লাহ আমাদের বলেছেন, ভাইয়েরা, তোমাদের অগ্রজরা বেশি কথা বলা একদম পছন্দ করতেন না। তারা কুরআন তিলাওয়াত, সৎকাজে আদেশ, অসৎকাজে নিষেধ এবং দৈনন্দিন জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় কথাবার্তা ছাড়া অতিরিক্ত কথাগুলো হিসেব করে কাগজে টুকে রাখতেন। তোমাদের ডানে ও বামে দুজন সম্মানিত ফেরেশতা উপবিষ্ট রয়েছেন। তোমরা যা বলছ, তারা সঙ্গে সঙ্গে তা লিপিবদ্ধ করে ফেলছেন। ব্যাপারটা কি তোমরা অস্বীকার করতে পারবে? তোমাদের কি লজ্জা হয় না? যদি তোমাদের কারও আমলনামা দিবালোকে খুলে দেখানো হয় তাহলে দেখা যাবে, তার বেশিরভাগ কথাই ছিল অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয়?[২]

ছয়

ফাইয ইবনু ওয়াসিক বলেন, আমি ফুযাইল রাহিমাহুল্লাহকে বলতে শুনেছি, যদি পারো, তবে কখনও কারী কিংবা বক্তা হয়ো না। কারণ, তুমি যদি সুসাহিত্যিক হও, তবে লোকেরা বলবে, তার বাক্য কত সাহিত্যপূর্ণ! তার বক্তব্য কত সুন্দর! তার সুর ও স্বর কত মধুর! তখন এসব কথা তোমাকে মুগ্ধ করবে। নিজেকে তুমি অনেক বড় কিছু ভাবতে থাকবে।

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৫/১৩৩

[২] *সিফাতুস সাফওয়া* : ২/২১৩

আর যদি তুমি সাহিত্যিক না হও, তোমার কণ্ঠ সুন্দর না হয়, তাহলে তারা বলবে, সে ভালো করে কথাই বলতে পারে না! তার সুর একদম বিশ্রী! এসব কথা তোমাকে বিষণ্ণ করে তুলবে এবং তোমার জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তখন তুমি লোক-দেখানো কাজ করা শুরু করবে।

অবশ্য তুমি যদি কথা বলতে গিয়ে কারও প্রশংসা কিংবা নিন্দার পরোয়া না করো, তবেই শুধু কথা বলবে।[১]

সাত

একবার ফুযাইল ইবনু ইয়ায রাহিমাহুল্লাহ এবং জনৈক ব্যক্তির মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রশ্নোত্তর হয়। যথা—

: দুনিয়াবিমুখতা কী?

: অল্পেতুষ্টি।

: পরহেযগারী কী?

: হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা।

: ইবাদত কী?

: ফরযসমূহ যথাযথভাবে আদায় করা।

: নম্রতা কী?

: অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে নমনীয় থাকা।

ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তিনি এমনই ছিলেন। বাহ্যিকভাবে অনেককেই খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচার-ব্যবহারে পরহেজগার মনে হয়; কিন্তু যখনই কেউ তার সাথে কথা বলে, তখন দেখা যায়, সে সত্য বলার চেষ্টা করলেও পরিপূর্ণ সত্য বলতে পারে না। কখনও বললেও প্রশংসা পাবার আশায় কথাকে চাকচিক্যময় করে উপস্থাপন করে। বড়ত্ব প্রকাশের জন্য জ্ঞানগর্ভ কথা বলে। প্রশংসিত হবার আশায় কথা বলার স্থানে নীরবতা অবলম্বন করে। প্রকৃত অর্থে এগুলো হচ্ছে আত্মিক রোগ। আর এসব রোগের সবচেয়ে কার্যকর চিকিৎসা হলো

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৮/৪৩৩

জামাআতের সময় ব্যতীত লোকজন থেকে দূরে থাকা।[১]

আট

আবু আব্দিল্লাহ আল-আনতাকী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একবার ফুযাইল ও সুফিয়ান আস-সাওরী এক বৈঠকে মিলিত হন। তারা সেখানে নানান বিষয়ে আলোচনা করতে থাকেন। একপর্যায়ে সুফিয়ান আস-সাওরীর মধ্যে ভাবান্তর ঘটে। তিনি কাঁদতে থাকেন। অতঃপর বলেন, আমি আশা করি যে, আজকের এই বৈঠক আমাদের জন্য রহমত এবং বরকত বয়ে আনবে। উত্তরে ফুযাইল বলেন, কিন্তু হে আবু আব্দিল্লাহ, আমি তো রহমত এবং বরকতের চেয়ে ক্ষতির আশঙ্কাই বেশি করছি! তুমি কি তোমার সুন্দর কথার দ্বারা নিজেকে সুসজ্জিত করোনি? আমি কি আমার ভালো কথার দ্বারা নিজেকে সুসজ্জিত করিনি? তার মানে হলো, তুমি আমাকে আর আমি তোমাকে মুগ্ধ করেছি মাত্র! তাই নয় কি?

তখন সুফিয়ান আস-সাওরী রাহিমাহুল্লাহ আবারও কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, আপনি আমাকে সতর্ক করে ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করেছেন। আল্লাহ তাআলাও আপনাকে রক্ষা করুন।[২]

নয়

আবু বকর ইবনু আইয়্যাশ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, চুপ থাকার সর্বনিম্ন উপকার হচ্ছে—কলুষতা থেকে মুক্ত থাকা। অধিকন্তু বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট।

আর বেশি কথা বলার সর্বনিম্ন ক্ষতি হচ্ছে প্রসিদ্ধি লাভ করা। আর নিজেকে বিপদ-আপদে নিপতিত করার জন্য এটাই যথেষ্ট।[৩]

দশ

আবায়া ইবনু কুলাইব থেকে বর্ণিত, আমি ইবনুস সাম্মাককে বলতে শুনেছি, জিহ্বার সাহায্যে তুমি সচরাচরই হিংস্রতা প্রদর্শন করে থাকো। চারপাশ দিয়ে যারাই গমন

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৮/৪৩৪

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৮/৪৩৯

[৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৮/৫০১

করে, তুমি তাদের নির্মমভাবে ভক্ষণ করো।[১] তুমি লোকদের যুগ যুগ ধরে কষ্ট দিয়েছ। এমনকি তোমার এই হিংস্রতা থেকে কবরবাসীও রেহাই পায়নি। তুমি তাদেরও গীবত ও সমালোচনা করেছ। তাদের ওপর যখন বালা-মুসিবত এসেছে, তুমি তাদের জন্য শোক প্রকাশ করোনি। এই হিংস্রতা থেকে বাঁচার জন্য তোমাকে নিম্নোক্ত তিনটি উপায়ের কোনো একটি উপায় অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে—

(১) তুমি যখন তোমার ভাইয়ের এমন বিষয় নিয়ে সমালোচনা করবে, যা তোমার মাঝেও বিদ্যমান, তখন চিন্তা করবে, একই বিষয়ে নিজের ও অন্যের সঙ্গে দ্বৈত আচরণের কারণে তোমার রব তোমার সাথে কেমন আচরণ করবেন?

(২) তুমি যখন কোনো বিষয়ে কারও সমালোচনা করবে, তখন ভাববে এই বিষয়টি তোমার মধ্যে তার চেয়েও বেশি মাত্রায় বিদ্যমান। এটা করতে পারলে অন্যের গীবত ও সমালোচনা থেকে বেঁচে থাকা অধিকতর সহজ হবে।

(৩) তুমি যখন কোনো বিষয়ে অন্যের সমালোচনা করবে তখন ভাববে, আল্লাহ তাআলা আপন দয়ায় তোমাকে এই দোষ থেকে মুক্ত রেখেছেন। সুতরাং, এর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তুমিও তাকে সমালোচনা থেকে মুক্ত রাখবে। তুমি কি নীতিবাক্যটি শোনোনি—'কারও ত্রুটি দেখলে তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ো। সেই সঙ্গে ওই সত্তার প্রশংসা করো—যিনি তোমায় মুক্তি দিয়েছেন'।[২]

এগারো

বকর ইবনু মুনীর বলেন, আমি আবু আব্দিল্লাহ বুখারীকে বলতে শুনেছি, আশা করি, আমি আল্লাহর নিকট এমন অবস্থায় হাজির হব যে, কারও গীবত করার ব্যাপারে আমি হিসাবের সম্মুখীন হব না।

ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তিনি সত্যই বলেছেন। কারণ, জারহ ও তাদীলের[৩] ক্ষেত্রে কেউ যদি তার শব্দ-চয়ন ও বাক্য-বিন্যাসের প্রতি গভীর দৃষ্টি দেয়, তাহলে খুব সহজেই তার তাকওয়াপূর্ণ সমালোচনা-রীতি অনুধাবন করতে পারবে। সেই সঙ্গে এটাও বুঝতে পারবে যে, তিনি যাদের দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন, তাদের ক্ষেত্রে তিনি

[১] গীবত করো।

[২] *সিফাতুস সাফওয়া* : ৩/১৭৬

[৩] জারহ ও তাদীল বলতে হাদীস বর্ণনাকারীগণের গ্রহণযোগ্যতা এবং অগ্রহণযোগ্যতা নির্ণয়করণ বোঝায়।

অসামান্য ন্যায়-নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। একারণে অধিকাংশ সময় সমালোচনার ক্ষেত্রে বলেছেন, 'মুনকারুল হাদীস, সাকাতু আনহু , ফীহি নযরুন' ইত্যাদি। খুব কম ক্ষেত্রেই তিনি কাউকে কাযযাব (মিথ্যুক) অথবা হাদীস রচনাকারী বলে আখ্যা দিয়েছেন।

অধিকন্তু তিনি এই ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, আমি যখন কারও ক্ষেত্রে বলি, তার হাদীস বর্ণনায় ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, তখনই মূলত সে সবার কাছে অভিযুক্ত হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, তার পূর্বোক্ত বক্তব্য—আমি আল্লাহর নিকট এমন অবস্থায় হাজির হব যে, কারও গীবত করার ব্যাপারে আমি হিসাবের সম্মুখীন হব না—এর সারমর্ম এটিই।[১]

বারো

সাহল ইবনু আব্দিল্লাহ তাসতারী থেকে বর্ণিত, সিদ্দীকীন তথা সত্যবাদীদের উল্লেখযোগ্য অভ্যাস হচ্ছে—তারা কখনও আল্লাহর নামে শপথ করেন না। কারও গীবত করেন না। তাদের নিকট কাউকে গীবত করতেও দেন না। তৃপ্তি সহকারে ভক্ষণ করেন না। ওয়াদা করে কখনও তা ভঙ্গ করেন না। হাস্যরসেও খুব একটা লিপ্ত হন না।[২]

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১২/৪৩৯-৪৪১

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১৩/৩৩২

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

সালাফ কর্তৃক সময়ের মূল্যায়ন[১]

এক

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি কুকুরকে উপহাস করা থেকে বিরত থাকি এই ভয়ে যে, আমি নিজেই তার মতো কুকুর হয়ে যেতে পারি।

আর কাউকে যখন দেখি, সে দুনিয়ার কাজও করে না এবং আখিরাতের কাজও করে না তখন আমি ভীষণ বিরক্ত হই।[২]

দুই

হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হে আদম-সন্তান, তুমি তো কতগুলো দিনের সমষ্টি। অতএব, একটি দিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়া মানেই তোমার একটি অংশ হারিয়ে যাওয়া।[৩]

---

[১] এ অধ্যায়ে এমন কিছু উক্তি উঠে এসেছে, যা খুবই মূল্যবান। তবে সেগুলো '*সিয়ারু আলামিন নুবালা*' ও '*সিফাতুস সাফওয়া*'তে খুঁজে পাইনি। তাই পাঠকের উপকারের কথা বিবেচনা করে পূর্বকথা অনুযায়ী উপর্যুক্ত দুই কিতাবের আলোচনায় সীমাবদ্ধকরণ সম্ভব হয়নি।

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১/৪৯৬

[৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৪/৫৮৫

তিন

হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন, আমি এমন অনেক জাতির সন্ধান জানি, যারা টাকা-পয়সার চেয়েও সময় ব্যয়ে অধিক কার্পণ্য করতেন।[১]

চার

হাসান বসরী কর্তৃক তার শিষ্যদের প্রতি এমন আরও কিছু নসীহত ছিল, যা তাদের পার্থিব বিষয়ে বিমুখ করার পাশাপাশি পরকালীন বিষয়ে উৎসাহী করে তুলত। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

- পার্থিব জীবনের সামান্য ভোগসামগ্রী যেন তোমায় আকৃষ্ট না করে। নিজের ব্যাপারে খুব বেশিকিছু আশা করো না, তাহলে জীবনের সময় খুব দ্রুত ফুরিয়ে যাবে।
- মৃত্যুক্ষণ খুব দ্রুতই ঘনিয়ে আসবে। তাই কোনো কাজ আগামীকালের জন্য রেখে দিয়ো না। কারণ, তুমি জানো না, ঠিক কখন তোমাকে আল্লাহর দরবারে ফিরে যেতে হবে।[২]

পাঁচ

হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ একবার উমার ইবনু আবদিল আযীযের নিকট লম্বা এক চিঠি লেখেন। তাতে তার বেশকিছু সুন্দর উপদেশ ছিল। তন্মধ্যে একটি ছিল এমন—

অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যবর্তী যে-সময়টি তুমি যাপন করছ, সেটাই বর্তমান। আমি চাইলে তোমার এই বর্তমানকে সাজিয়ে দিতে পারি। তখন তুমি অতীত ও ভবিষ্যতের সুখ-দুঃখ সম্পূর্ণরূপে ভুলে যাবে।

এবার তবে শোনো, আমি তোমার জন্য যে-বর্তমানকে সাজিয়ে দিতে চেয়েছি, সেটা হলো দুনিয়া। এই দুনিয়াই তোমাকে জান্নাতের ব্যাপারে ধোঁকা দিচ্ছে। জাহান্নামের পথে পরিচালিত করছে। একটি উপমার সাহায্যে ব্যাপারটা একটু খোলাসা করি—

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১৪/২২৫

[২] *হিলইয়াতুল আউলিয়া* : ২/১৫০

ধরো, আজ যদি তোমার কাছে একজন মেহমান আসে, তুমি তাকে যথাযথ সম্মান দেখাও, সম্মানজনক আপ্যায়ন করো, তার রুচি ও ইচ্ছাকে গুরুত্ব দাও এবং আন্তরিকতার সঙ্গে তাকে বিদায় জানাও তাহলে নিশ্চিতরূপেই সে তোমার অনুগ্রহের সাক্ষী হয়ে থাকবে। তোমার প্রশংসা করবে এবং তোমাকে সত্যায়ন করবে।

পক্ষান্তরে তুমি যদি তার মেহমানদারি না করো, তার সাথে যথাযথ সম্মানজনক আচরণ না করো তবে সে তোমার অসদাচরণের সাক্ষী হয়ে থাকবে। সর্বত্র তোমার দুর্নাম রটাবে। তাকে তোমার চক্ষুশূল মনে হবে।

ধরো, দুটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দুইভাই তোমার নিকট মেহমান হলো। প্রথমজন যখন এলো, তুমি তার সাথে ভালো ব্যবহার করলে না। ঠিকমতো তার মেহমানদারিও করলে না। এরপর অপর ভাই এসে বলল, আমার ভাইয়ের পর তোমার নিকট আমার আগমন ঘটেছে। এখন যদি তুমি আমার সাথে সদ্ব্যবহার করো, তবে ইতঃপূর্বে আমার ভাইয়ের সাথে করা অসদাচরণ মুছে যাবে। তুমি আগে যা করেছ, সব ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা হবে। নাও, আমার ভাইয়ের পর এবার আমার পালা। এখন যদি তুমি আমাকে মূল্যায়ন করো, তবে তুমি সফল হবে। অতএব, যা আগে বিনষ্ট করে ফেলেছ, তা ঠিক করার চেষ্টা করো।

যদি তুমি এই দ্বিতীয়বারও প্রথমবারের মতো আচরণ করো, তবে জীবন বিপন্ন করতে তোমার বিরুদ্ধে তাদের সাক্ষ্যই যথেষ্ট।

নিশ্চয়ই জীবনের বাকি অংশটুকু এক অমূল্য রতন। গোটা পৃথিবী একত্র করলেও জীবনের অবশিষ্ট একটি মাত্র দিনের সমতুল্য হবে না। সুতরাং, সময়ের অবমূল্যায়ন করো না। একজন মৃতব্যক্তির সম্মান কখনও তোমার চেয়ে বেশি নয়। কারণ, তোমার হাতে সময় আছে, তার হাতে নেই!

বিশ্বাস করো, কবরে শায়িত কোনো ব্যক্তিকে যদি বলা হয়, তুমি কোনটা চাও—দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ তোমার সন্তানদের দিয়ে দেওয়া হোক, নাকি ব্যক্তিগত আমলের জন্য তোমাকে মাত্র একটি দিন দেওয়া হোক—এই ইচ্ছাধিকার দেওয়া হলে নিঃসন্দেহে সে দ্বিতীয়টি গ্রহণ করবে। এভাবেই সে সমস্ত কিছুর বিপরীতে এই একটা মাত্র দিনকেই বেছে নেবে।

এমনকি যদি তাকে বলা হয়, তোমাকে মাত্র একটি মুহূর্ত আর তোমার সঙ্গীদেরকে কয়েক যুগ উপহার দেওয়া হবে, তাহলেও সে নিজের জন্য ওই একটি মুহূর্তকেই বেছে নেবে। এমনকি যদি বলা হয়, তার শুধুমাত্র একটি কালিমা বলার সুযোগ আছে, যা তার আমলনামায় লেখা হবে, আর তার বন্ধুদের জন্য এর অনেকগুণ বেশি লেখা হবে, তবে সে অবশ্যই ওই একটি কালিমাকেই বেছে নেবে।

অতএব, আজকের এই দিনটাকেই নিজের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নাও। এই সময়টার মূল্যায়ন করো। সেই কালিমাটাকে সম্মান করো—যেন মৃত্যুর সময় আফসোস করতে না হয়। এই উদাহরণের বাস্তব ক্ষেত্র হওয়া থেকে কখনও নিজেকে নিরাপদ মনে করো না। আল্লাহ তাআলা এই উপদেশ দ্বারা তোমাকে ও আমাকে উপকৃত করুন। আমাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।[১]

ছয়

রিকাম বলেন, একবার আমি আব্দুর রহমানের কাছে জানতে চাই, তিনি তার বাবাকে কী পরিমাণ প্রশ্ন করতেন এবং তার থেকে কী পরিমাণ হাদীস শ্রবণ করতেন? তিনি বলেন, প্রায়ই আব্বাজান যখন খেতে বসতেন, আমি তাকে পড়া শোনাতাম। এছাড়াও তিনি যখন হাঁটতে বের হতেন, হাম্মামে যেতেন কিংবা কোনোকিছু খোঁজার জন্য ঘরে প্রবেশ করতেন, তখনও আমি তাকে পড়া শোনাতাম।[২]

সাত

ইমাম রাযী রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আব্দুর রহমান ইবনু আবি হাতিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একবার আমরা একটানা সাত মাস মিসরে অবস্থান করি। এই দীর্ঘ সময়ে সেখানে আমরা কোনো ধরনের তরকারি বা ঝোল-জাতীয় কিছু খাইনি। সারাটা দিন বিভিন্ন শাইখের মজলিসে বসার জন্য বরাদ্দ ছিল। রাতের বেলায় তাদের বয়ান লিপিবদ্ধ করা এবং পরস্পর পর্যালোচনা করার জন্য নির্ধারিত ছিল। একদিন আমি এবং আমার বন্ধু এক শাইখের নিকট যাই। গিয়ে শুনতে পাই, তিনি খুব অসুস্থ।

[১] *হিলইয়াতুল আউলিয়া* : ২/১৩৯

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১৩/২৫১

সেখান থেকে ফেরার পথে খুব সুন্দর একটি মাছ দেখতে পাই। মাছটি আমাদের ভীষণ পছন্দ হয়। আমরা সেটি কিনে ফেলি। বাসায় এসে দেখি, আরেক মজলিসের সময় হয়ে গেছে। সেদিন আর রান্না করতে পারিনি। পরপর তিনদিন এভাবেই কেটে যায়। এদিকে মাছটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার উপক্রম। কাজেই সময় বের করতে না-পেরে মাছটি কাঁচা-ই খেয়ে ফেলি। কারণ, আমাদের হাতে এতটুকুও সময় ছিল না যে, কাউকে দিয়ে আমরা সেটা রান্না করিয়ে নিতে পারি।

এরপর তিনি বলেন, শরীরকে আরাম দিয়ে ইলম অর্জন করা কখনই সম্ভব নয়।[১]

আট

কাসিম ইবনু আসাকীর সুলাইমান ইবনু আইয়ুব সম্পর্কে বলেন, তিনি জীবনের প্রতিটি সময়ের হিসাব রাখতেন। অপ্রয়োজনীয় কোনো কাজে এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করতেন না। হয়তো লিখতেন, ছাত্রদের পড়াতেন অথবা নিজে পড়তেন। আমি শুনেছি, যখন তিনি কলমের মাথা তীক্ষ্ণ করতেন, তখনো তার দুই ঠোঁট নড়তে থাকত।[২]

নয়

আবুল ওয়াফা আলী ইবনু আকিল রাহিমাহুল্লাহ নিজের সম্পর্কে বলেন, আমার জীবনের এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট হোক—এটা আমি পছন্দ করি না। এমনকি বিশ্রামের সময় যখন আমার জিহ্বা জ্ঞানমূলক আলোচনা থেকে এবং আমার চোখ জ্ঞানমূলক কোনো বিষয় অধ্যয়ন থেকে বিরত থাকে, তখনও আমি আমার মস্তিষ্ক ও চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগাই। আমি বিভিন্ন বিষয় ভাবতে থাকি। ফলে যখনই বিশ্রাম শেষে উঠি, জ্ঞানের নতুন নতুন দিগন্ত আমার সামনে উন্মোচিত হয়। লেখার মতো অজস্র বিষয় মাথায় এসে ভিড় করে।

আমি বিশ বছর বয়সে জ্ঞানের প্রতি যতটা আগ্রহী ছিলাম, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি আগ্রহী হয়েছি আশি বছর বয়সে।[৩]

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১৩/২৬৬
[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১৭/৬৪৬
[৩] *আল-মুনতাযাম* : ৯/২১৪

দশ

তিনি আরও বলেন, অত্যধিক ব্যস্ততার দরুণ আমি আমার খাওয়ার সময়টাও খুব সংক্ষিপ্ত করতাম। প্রয়োজনে পানির সাথে ছাতু মিশিয়ে তা রুটির ওপর ছিটিয়ে দিতাম। কারণ, শুকনো রুটি চিবুতে অনেক সময় লাগত। এমনটা করতাম—যাতে পড়ালেখার জন্য পর্যাপ্ত সময় বের করতে পারি এবং অভূতপূর্ব জ্ঞানমূলক কোনো বিষয় লিখতে পারি।[১]

এগারো

ইমাম ইবনুল জাওযীর উস্তায ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু মুহাম্মাদ ইবনি হুমাইরা রাহিমাহুল্লাহ অনেক বড় ফকীহ ও উযীর ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি রহম করুন। তিনি বলতেন, যা-কিছুর সংরক্ষণে তুমি সচেষ্ট হতে পারো, তন্মধ্যে 'সময়' হলো সবচে' মূল্যবান। অথচ আমি দেখছি, তা-ই সবচে' সহজে তোমার হাতে বরবাদ হচ্ছে![২]

বারো

ইবনু নাফিস[৩] লিখতে বসার আগেই তার জন্য বেশ কয়েকটি কলম প্রস্তুত করে রাখা হতো। কলম প্রস্তুত হয়ে গেলে তিনি দেয়ালের দিকে মুখ করে লেখা শুরু করতেন। যা লিখতেন, অন্তর থেকে লিখতেন। স্রোতের মতো তার কলম থেকে লেখা প্রবাহিত হতো। একটি কলম ভোঁতা হয়ে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে সেটি ফেলে অন্য একটি কলম নিয়ে লেখা শুরু করতেন—যাতে কলম প্রস্তুত করতে গিয়ে সময় ও মনোযোগ নষ্ট না হয়।

একবার তিনি বাবে যাহুমায় অবস্থিত একটি গোসলখানায় প্রবেশ করেন। স্বাভাবিকভাবেই গোসল শুরু করেন; কিন্তু হঠাৎ কী ভেবে, গোসল না-করেই গোসলখানা থেকে বেরিয়ে আসেন এবং তৎক্ষণাৎ দোয়াত-কালি ও খাতা আনতে বলেন। অতঃপর সেখানেই ধমনীর শিহরন সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন এবং যথারীতি শেষও করে ফেলেন। এরপর আবার গোসলখানায় গিয়ে গোসল শেষ করে আসেন।

---

[১] *যাইলু তাবাকাতিল হানাবিলা* : ১/১৭৭

[২] *যাইলু তাবাকাতিল হানাবিলা* : ১/১৮১

[৩] যিনি তার সময়কার সবচেয়ে বড় চিকিৎসক ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তার ওপর রহম করুন। আমীন।

তেরো

ইবনুল জাওযী রাহিমাহুল্লাহ নিজের সম্পর্কে বলেন, আমি অনেক লোককে দেখেছি, যারা বেশি বেশি সাক্ষাৎ করার অভ্যাসবশত সর্বদা আমার সাথে সাথেই থাকত। তাদের এই বারবার আসাকে তারা খেদমত বলে মনে করত। তারা আমার মজলিসগুলোতে বসতে চাইত। এসব মজলিসে নানান ধরনের মানুষ সম্পর্কে নানান ধরনের আলোচনা করত। অপ্রয়োজনীয় কথা ও গীবতও তাদের আলোচনা থেকে বাদ পড়ত না।

আমাদের যুগে এই কাজটা অনেক লোকই করে। অনেক সময় সাক্ষাৎপ্রার্থী ব্যক্তিও এধরনের সমালোচনা ও গীবত শোনার জন্য লালায়িত থাকত। তারা একাকিত্ব পছন্দ করত না—বিশেষ করে, উৎসব এবং ঈদের দিনগুলোতে। তাদের দেখবে, তারা একে অপরের কাছে যায়। শুধু সম্ভাষণ এবং সালাম বিনিময়ের মধ্যেই ক্ষান্ত থাকে না; বরং এমন বিষয়ে কথা বলা শুরু করে, যা মূলত সময় নষ্ট করার নামান্তর। আমি ভেবে দেখেছি, সময় অত্যন্ত মূল্যবান। অতএব, এটা শুধুমাত্র ভালো কাজেই ব্যয় করা উচিত। তো আমি তাদের এই আলোচনা অপছন্দ করতে শুরু করলাম।

তাদের ব্যাপারে দুটি বিষয় ভেবে রেখেছি—

(১) যদি আমি তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই, তবে একা হয়ে পড়ব।

(২) আর যদি তাদেরকে তাদের মতো করেই গ্রহণ করি, তবে অনেক সময় নষ্ট হবে।

তাই আমি যথাসম্ভব তাদের সাক্ষাৎ এড়িয়ে চলতে শুরু করলাম। যখন আর এড়িয়ে যেতে পারতাম না, তখন একেবারে কম কথা বলতাম— যাতে তাদের হাত থেকে সহজে ছুটে যেতে পারি।

এরপর অনেক ভেবে-চিন্তে এমন কিছু কাজ প্রস্তুত করে রাখতে লাগলাম, যেগুলো কথা বলার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিবন্ধক নয়—যাতে করে তাদের সাথে কথা বলতে গিয়ে আমার সময় নষ্ট না হয়। যে-সমস্ত কাজ আমি সেসময়ের জন্য রাখতাম, সেগুলো হচ্ছে কাগজ কাটা, কলম ঠিক করা এবং বই বাঁধাই করা। এ সকল কাজ প্রয়োজনীয়; কিন্তু তাতে চিন্তা-ভাবনা ও মনোযোগের প্রয়োজন হয় না। ফলে আমি তাদের সাক্ষাতের সময় এই কাজগুলোতেই ব্যস্ত থাকতাম। এতে আমার এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট হতো না।[১]

---

[১] *সাইদুল খাতির* : ১৮৪-১৮৫

ষড়বিংশ অধ্যায়

সালাফদের ভারসাম্যপূর্ণ রসিকতা

এক

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একদিন এক লোক আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমার জন্য একটি বাহনের ব্যবস্থা করে দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

“

إِنَّا حَامِلُوكَ عَلَى وَلَدِ نَاقَةٍ

আমি তোমাকে আরোহণ করার জন্য একটি উটনীর বাচ্চা দিতে পারি।

লোকটি বলল, উটনীর বাচ্চা দিয়ে আমি কী করব? তখন আল্লাহর রাসূল বললেন—

“

وَهَلْ تَلِدُ الإِبِلَ إِلاَّ النُّوقُ

আরে, প্রতিটি উটই তো কোনো-না-কোনো উটনীর বাচ্চা![১]

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৯৯৮, *জামি তিরমিযী* : ১৯৯২

দুই

সুহাইব রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একবার আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হলাম। তার সামনে তখন কিছু রুটি এবং খেজুর ছিল। তিনি বললেন—

"

ادْنُ فَكُلْ

কাছে এসে বসো এবং খাও।

আমি খেজুর খাওয়া শুরু করলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

"

تَأْكُلُ تَمْرًا وَبِكَ رَمَدٌ

তোমার চোখ উঠেছে অথচ তুমি খেজুর খাচ্ছ?

আমি কোনো কিছু না ভেবেই বলে ফেললাম, আমি অপর পাশ দিয়ে চিবুচ্ছি। এ কথা শুনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে ফেললেন।[১]

তিন

উসাইদ ইবনু হুযাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একবার তিনি লোকদের সাথে কথা-বার্তা বলছিলেন এবং মাঝে মাঝে রসিকতা করে তাদের হাসাচ্ছিলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কাঠের টুকরা দিয়ে তার পেটে খোঁচা দিলেন। উসাইদ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এর প্রতিশোধ নিতে চাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, প্রতিশোধ নাও। উসাইদ বললেন, আপনার গায়ে তো জামা আছে, অথচ আমার গায়ে জামা ছিল না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জামা খুলে নিলেন। তখন উসাইদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জড়িয়ে ধরে তার একপাশে চুমু দিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, এটাই ছিল আমার প্রতিশোধ।[২]

---

[১] *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৪৪৩

[২] *সুনানু আবি দাউদ* : ৫২২৪

চার

মুআবিয়া ইবনু বাহয বর্ণনা করেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—

❝

وَيْلٌ لِلَّذِى يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ

মানুষকে হাসানোর জন্য যে-ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে, সে ধ্বংস হোক! সে ধ্বংস হোক! সে ধ্বংস হোক![১]

পাঁচ

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, সাহাবীগণ একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমাদের সাথে রসিকতাও করেন! তখন রাসূল বললেন—

❝

إِنِّى لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا

হ্যাঁ। তবে আমি রসিকতায় সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলি না।[২]

ছয়

মুহাম্মাদ ইবনু নুমান বলেন, আমি ইয়াহ্ইয়া ইবনু হাম্মাদ-এর চেয়ে বেশি ইবাদতকারী আর কাউকে দেখিনি। আমি মনে করি, তিনি কখনও হাসেন না। এ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, মৃদু বা মুচকি হাসি খুবই উত্তম। উলামা-মাশাইখগণের মতে না হাসার পেছনে দুটি কারণ থাকতে পারে—

(১) আদব, আল্লাহর ভয় এবং নিজের পরিণাম ও অসহায়ত্বের চিন্তা।

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৯৯০

[২] *জামি তিরমিযী* : ১৯৯১

(২) অজ্ঞতা, অহংকার, কিংবা লৌকিকতা।

উল্লেখ্য যে, প্রথমটি প্রশংসনীয় আর দ্বিতীয়টি নিন্দনীয়।

অধিকন্তু যে-ব্যক্তি বেশি হাসে, সবার কাছে তার মর্যাদা কমে যায়। এক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ নেই যে, বৃদ্ধ বয়সের চেয়ে যুবক বয়সের হাসিই বেশি প্রাসঙ্গিক।

তবে মুচকি হাসি ও হাস্যোজ্জ্বল চেহারাই শ্রেষ্ঠ এবং সবার কাছে আদরণীয়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

“

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ

তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাও একপ্রকার সাদাকা।[১]

জারির রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম আমার সাথে কখনই হাস্যোজ্জ্বল চেহারা ছাড়া সাক্ষাৎ করেননি।

এটাই হচ্ছে ইসলামের শিক্ষা। তবে সর্বোচ্চ মর্যাদা তো সেই ব্যক্তির, যে রাতের বেলায় অধিক পরিমাণ ক্রন্দন করে এবং দিনের বেলায় হাস্যোজ্জ্বল থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

“

إِنَّكُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ، فَلْيَسَعْهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الْوَجْهِ

তোমরা কখনও তোমাদের সম্পদ দ্বারা মানুষকে তৃপ্ত করতে পারবে না। তাই তোমরা হাস্যোজ্জ্বল চেহারা দ্বারাই তাদের তৃপ্ত করার চেষ্টা করো।[২]

এখানে একটি কথা না বললেই নয়। সেটা হচ্ছে, যে-ব্যক্তি ছোট্ট করে মুচকি হাসে, তার এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত এবং বেশি বেশি আত্মসমালোচনা করা উচিত—যাতে করে তার এই অমলিন হাসি প্রবৃত্তির তাড়নায় কলুষিত না হয়।

---

[১] *আল-আদাবুল মুফরাদ* : ৮৯১

[২] *বাযযার* : ১৯৭৭; *আল-হুলইয়া* : ১০/২৫; *মুসতাদরাক* : ১/১২৪

যে-সকল লোক সর্বদা বিষণ্ণ থাকে, ভ্রু সংকুচিত করে রাখে, তাদের উচিত সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল থাকা। নিজের আচরণকে সুন্দর করা। বদ অভ্যাসের কারণে নিজেকে শাসন করা।

মোটকথা, যেকোনো অবস্থায় মধ্যপন্থা থেকে সরে যাওয়া নিন্দনীয়। কাজেই সকল ক্ষেত্রে প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত রাখা, ইসলামী শিষ্টাচার নিজের মধ্যে ধারণ করা এবং চিন্তা ও আচরণের ভারসাম্য বজায় রাখা একান্ত আবশ্যক।[১]

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১০/১৪০-১৪২

পরিশিষ্ট

এই ছিল সালাফদের অবস্থা এবং তাদের আচার-ব্যবহার। ভেবে দেখুন, আজ আমাদের অবস্থা ও আচার-ব্যবহার কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে? আমরা এমন সুমহান চরিত্র থেকে কত দূরে সরে গেছি?

কেউ যদি আমাদের বর্তমান অবস্থা নিয়ে চিন্তা করে, তবে সে অবশ্যই তাদের এবং আমাদের মাঝে বিরাট পার্থক্য খুঁজে পাবে। অবশ্য এর মধ্যেও যারা তাদের ভালোবাসে, তারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেদের সান্ত্বনা দিতে পারে। তাদের মতো উত্তম চরিত্র অর্জনের জন্য নিরন্তর সাধনা করে যেতে পারে।

এই সুমহান আখলাক অর্জনের পথে যার প্রচেষ্টা আন্তরিক ও একনিষ্ঠ হয়, আল্লাহ তাআলা তাকে সাহায্য করেন। তাকে সীরাতে মুস্তাকীমের পথ-প্রদর্শন করেন। আল্লাহ বলেন—

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

যে-ব্যক্তি আমার পথে সাধনা করবে, আমি তাকে আমার পথসমূহ প্রদর্শন করব। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সৎকর্মশীলদের সাথেই থাকেন।[১]

[১] সূরা আনকাবূত, আয়াত : ৬৯

যদিও সালাফে-সালেহীনের পরবর্তী যুগে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হয়েছে, তবুও আমরা সংকল্প করতে পারি যে, আমরা তাদের ভালোবাসবো। তাদের মহান বলে জানবো।

যদিও আমাদের আমল-আখলাক তাদের স্পর্শ করারও উপযুক্ত নয়; তবুও আমরা আল্লাহ তাআলার নিকট আশা রাখবো, যেন তিনি আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন এবং হাশরের দিন তাদের সাথেই আমাদের পুনরুত্থিত করেন।

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ-কর্তৃক রচিত *সহীহুল বুখারীর* হাদীসে স্বয়ং রাসূলের যবানিতে ওয়াদা করা হয়েছে—

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার দিনক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন—

“

وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا

তুমি তার জন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছ?

সে বলে, কিছুই না। তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি।

তার এই উত্তর শুনে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তুমি তাদের সাথেই থাকবে, যাদের তুমি ভালোবাসো।

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমি আর কোনো কিছুতেই এতটা আনন্দিত হইনি, যতটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই উক্তি দ্বারা হয়েছি—

“

أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ

তুমি যাদের ভালোবাসো, তাদের সাথেই তোমার হাশর হবে।

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু আরও বলেন, নিশ্চয়ই আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর এবং উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমাকে ভালোবাসি। আমি আশা করি, কিয়ামতের দিন এই ভালোবাসার দরুন আমি তাদের সাথেই থাকব—যদিও

আমি তাদের মতো আমল করতে পারি না।[১]

হে আল্লাহ, আমরা আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমরা আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবিয়ীদের ভালোবাসি। অতএব, আপনি আমাদেরকে তাদের দলভুক্ত করে নিন। তাদের দলভুক্ত হিসেবেই কিয়ামতের দিন আমাদের পুনরুত্থিত করুন—যদিও তাদের তুলনায় আমাদের আমল-আখলাক যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ। নিশ্চয় আপনি বান্দার দুআ শ্রবণ করেন এবং তাদের মনের আশা পূরণ করেন।

হে আমাদের রব, আমাদের এবং আমাদের যে-সকল ভাই ঈমান নিয়ে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের ক্ষমা করুন। আর যারা ঈমান এনেছে, তাদের প্রতি আমাদের অন্তরে কোনো প্রকার বিদ্বেষ রাখবেন না। নিশ্চয়ই আপনি পরম করুণাময়, চির দয়ালু।

সবশেষে সকল প্রশংসা সেই মহান রবের—যিনি সারা জাহানের প্রতিপালক।

[১] সহীহ বুখারী : ৩৬৮৮

ঐশী আলোয় উদ্ভাসিত যে-জীবন, কতই না উত্তম সেই জীবনের গল্প। নববী আদর্শে উজ্জ্বল যাদের পদরেখা, কতই না মহিমান্বিত সেই জীবনধারা। সেই জীবন এমন এক অঙ্কিত ছবির মতো, যেখানে রঙতুলিতে আঁকা হয় মহান রবের সান্নিধ্য লাভের পথ। সেই পথ মুখরিত হয়ে আছে কুরআনের সুর-তাল-লহরিতে। আলোকিত হয়ে আছে এমন এক অপার্থিব আলোয়, যে-আলো প্রথম ঝলমল করে উঠেছিল নির্জন, নিস্তব্ধ হেরার অন্ধকারে। এরপর, সেই আলোর বিচ্ছুরণে যাদের জীবন রাঙিয়ে উঠেছিল, তারাই আমাদের মহান পূর্বসূরি। আমাদের উত্তম পূর্বপুরুষ। আমাদের সালাফ। তাদের যাপিত জীবনের প্রতিচ্ছবির নাম 'সালাফদের জীবনকথা'।

ISBN